দুর্গা-সপ্তশতী

(চণ্ডী)

বঙ্গানুবাদ খণ্ড।

দেয়-মল্লিকাখ্য
শ্রীকুঞ্জলাল ভূতি কর্ত্তৃক
বিরচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।
২৫।১ স্কটস্ লেন
ভারতমিহির-যন্ত্রে
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮।

অথ

দুর্গা-সপ্তশতী

চণ্ডী।

—— ০ ——

বঙ্গানুবাদ খণ্ড।

শ্রীকুঞ্জলাল মল্লিক রচিত।

ভূমিকা।

সনাতন আর্য্যশাস্ত্রসমূহের উপদেশ এই, যে ব্রহ্ম স্বশক্তি প্রভাবে এই বিশ্ব জগৎ ও তদন্তর্গত ব্যষ্টি পদার্থ সকলের ক্রমান্বয়ে সৃজন পালন ও সংহরণ করিতেছেন। কল্প-কালে তাঁহার সেই সমগ্র শক্তির কিয়দংশমাত্র জাগ্রত বা কর্ম্মশীল হয়, অবশিষ্টাংশ প্রচ্ছন্ন অপরিস্ফুট বা অব্যাকৃত থাকে, প্রলয়কালে সেই কর্ম্মশীল অংশটি নিশ্চেষ্ট হইয়া বিশ্রাম করে। সুতরাং কল্পকালে ব্রহ্ম চেষ্টমান বা জাগ্রত, এবং প্রলয়কালে তিনি নিশ্চেষ্ট বা যোগনিদ্রাবলম্বিত বলিয়া উক্ত হয়েন। কল্পকালে ব্রহ্মশক্তি প্রভাবেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ও তত্তদ্‌ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত অনন্ত ব্যষ্টি পদার্থের কখনও কাহারও আবির্ভাব, কখনও কাহারও প্রাদুর্ভাব এবং কখনও বা কাহারও তিরোভাব হইতেছে, ইহাকেই সৃজন পালন ও সংহরণ কহে। কল্পাবসানে যখন সেই ক্রিয়াবতী শক্তির অবসাদ জন্য বিশ্রামাবস্থা উপস্থিত হয়, তখন সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড, তত্তদন্তর্গত ব্যষ্টি পদার্থনিচয় এবং তত্তৎপ্রকাশিত নানাবিধ শক্ত্যভিব্যক্তি সকলই বিলুপ্ত হয়, কেবল একমাত্র চৈতন্যরূপী ব্রহ্ম স্বশক্তি সংহরণ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত থাকেন,

এই অবস্থাকেই তাঁহারা যোগনিদ্রা কহে। ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তির আলোচনা জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। অর্থাৎ, বেদান্তাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মকেই মুখ্য ও শক্তিকে গৌণ বলিয়া, এবং সাংখ্যাদি শাস্ত্রে শক্তিকেই প্রধান বা প্রকৃতি, ও ব্রহ্মকে বীক্ষণকারী নিশ্চেষ্ট চৈতন্য বা পুরুষমাত্র রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি উভয়েই অনাদি অনন্ত এবং পরস্পরে দৃঢ়-সম্বন্ধ ও অবিচ্ছেদ্য। একের প্রকাশে অপরের প্রকাশ, এবং একের বিরামে অপরের বিরাম। এই জন্যই দার্শনিক কবিগণ ব্রহ্মকে পুরুষরূপে এবং শক্তিকে স্ত্রীরূপে, উভয়কেই ব্রহ্মাণ্ড সকলের সৃষ্টি স্থিতি সংহৃতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

পুষ্পদন্ত নামক গন্ধর্ব্ব শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে বলিয়াছেন,

"বহুল-রজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমোনমঃ
জনসুখকৃতে সত্ত্বস্থিত্যৈ মৃড়ায় নমোনমঃ।
প্রবলতমসে তৎসংহারেহরায় নমোনমঃ
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমোনমঃ॥"

অর্থাৎ, হে পরমাত্মন্. তুমি সগুণাবস্থায় প্রভূত রজোগুণে এই বিশাল বিশ্বের উৎপাদন করিয়া 'ভব' নাম ধারণ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার, সত্ত্বগুণে জীবগণকে সুখে রাখিয়া 'মৃড়' নামে অভিহিত হইতেছ, তোমাকে নমস্কার, এবং

প্রবল তমোগুণে সৃষ্টি সংহরণ করতঃ 'হর' নামটি সার্থক করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। আবার নিস্ত্রৈগুণ্যাবস্থায় মুক্তিপদদান জন্য তুমি নিরুপাধিক 'শিব' মাত্র, তোমাকে নমস্কার।

এখানে ব্রহ্মকেই পুরুষরূপে সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তৎপ্রণীত আনন্দলহরী নামক শক্তি-স্তোত্রে বলিয়াছেন,

"গিরা মাহুর্দেবীং দ্রুহিণগৃহিণী মাগমবিদো
হরেঃ পত্নীং পদ্মাং হরসহচরী মদ্রিতনয়াম্।
তুরীয়া কাপি ত্বং দুরধিগম-নিঃসীম-মহিমা
মহামায়ে বিশ্বং ভ্রময়সি পরব্রহ্ম-মহিষী॥"

অর্থাৎ, হে ভগবতি মহামায়ে, তুমি রজোগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগ্দেবী, সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী, এবং তমোগুণে শিবের বনিতা পার্ব্বতী। আবার ত্রিগুণাতীত তুরীয়াবস্থায় তুমি অনির্ব্বচনীয়া অপরিচ্ছিন্না ও অপার মহিমাবতী পর-ব্রহ্মমহিষী, তোমাকে নমস্কার।

এখানেও সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় ব্রহ্মকেই স্ত্রীরূপে উল্লিখিত করা হইল। সুতরাং শাস্ত্র সকলের নিষ্কর্ষ এই যে, শক্তি ও শক্তিমান্ উভয়ে অভেদাত্মক একই পদার্থ, ব্রহ্মেরও পুংস্ত্ব বা স্ত্রীত্ব কল্পনামাত্র। উপা-

সকের শিক্ষা ও রুচি ভেদে কোথাও বা পুরুষরূপে, কোথাও বা স্ত্রীরূপে, কোথাও বা নির্গুণ ভাবে, কোথাও বা সগুণ ভাবে, এবং সগুণ ভাবেও কোথাও বা সমষ্টি গুণত্রয়ে, ও কোথাও বা ব্যষ্টি গুণে. ভিন্ন ভিন্ন নামে সেই একই পর-ব্রহ্মের পূজা হইয়া থাকে।

কল্পকালে জগতের নানা প্রকার ঘটনাবলীতে ইহার সহিত সগুণ ব্রহ্মের নানা প্রকার সম্বন্ধগত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং সেই সকল প্রভাব-ব্যঞ্জক তাঁহার নানা প্রকার আখ্যাও উপকল্পিত হয়। সেই সকল বিবিধ নামের মধ্যে তাঁহার একটি অন্যতম নাম "চণ্ডী"। আচার্য্য ভাস্কর রায় বলেন, যে "চণ্ডভানু" "চণ্ডবাদ" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগমতে চণ্ড শব্দের অর্থ ইয়ত্তারহিত অপরিমেয় ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন। চণ্ড শব্দের আর একটি অর্থ ভয়ঙ্কর, কোপ-যুক্ত ও রুদ্র-ভাব বিশিষ্ট। সেই জন্য উপনিষদাদিতে উক্ত আছে যে পাপীর সম্বন্ধে তিনি

"মহদ্ভয়ং বজ্র মুদ্যতম্"

অর্থাৎ, তিনি ভয়ঙ্কর উদ্যত বজ্র স্বরূপ। আবার

"ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।"

অর্থাৎ, তাঁহারই ভয়ে বা প্রভুশক্তি প্রভাবে বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য উদিত হইতেছে, ইত্যাদি। সুতরাং "চণ্ড" শব্দে দেশ কাল ও বস্তুতে ইয়ত্তারহিত, অপরিচ্ছিন্ন, অপরিমেয়, অসা-

ধারণ গুণ সম্পন্ন, ভয়ঙ্কর রুদ্র ধাতু বিশিষ্ট ও প্রভুশক্তি সম্পন্ন ব্রহ্মকেই বুঝায়। স্ত্রীত্ব ভাবে তাঁহার ঐ সকল গুণ-ব্যঞ্জক অথচ মাধুর্য্য ও কোমলত্ব বিশিষ্ট মাতৃভাব সম্পন্ন নামই "চণ্ডী"। জ্ঞানযোগে এই চণ্ডী দেবীকে সহজে উপলব্ধ করিতে পারা যায় না, অনেক তপস্যায় অনেক কষ্টে ও অনেক দুঃখে তাঁহাকে জ্ঞাত বা তাঁহাতে উপগত হওআ যায়, এই জন্য ভগবতী চণ্ডীদেবীর অপর একটি প্রসিদ্ধ নাম "দুর্গা"।

ভগবান্ বেদব্যাস মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন স্বরচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণে মন্বন্তর বর্ণনা কালে অষ্টম মনুর উৎপত্তি বিবরণ প্রসঙ্গে একাশীতিতম হইতে যে ত্রয়োদশটি অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে সেই দুর্গা বা চণ্ডী দেবীর মাহাত্ম্যই সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য এই ত্রয়োদশটি অধ্যায় স্বতন্ত্র গ্রন্থকারে "দুর্গা পাঠ" "চণ্ডী স্তোত্র" বা শুদ্ধ মাত্র "চণ্ডী" নামে প্রসিদ্ধ। যামলাদি নানা তন্ত্রেও এই চণ্ডী স্তোত্র স্বল্পাধিক পরিবর্ত্তিত ভাবে দৃষ্ট হয়। এবং তথায়, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীস্তোত্র কিঞ্চিদূন ছয়শত শ্লোকাত্মক হইলেও, সমগ্র গ্রন্থকে সপ্তশত মন্ত্রাত্মক বলিয়া উল্লেখ আছে। এজন্য চণ্ডীস্তোত্রের অপর নাম "দুর্গা সপ্তশতী"। মন্ত্রাত্মক বলিবার তাৎপর্য্য এই যে শান্তিক পৌষ্টিক এবং জপ হোম তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে এই মন্ত্র সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র

ব্যবহৃত হয়, এবং তজ্জন্য ইহার মাহাত্ম্যও ঐ সকল তন্ত্রে সবিশেষ বর্ণিত আছে। সপ্তশতীর মন্ত্রত্ব সম্বন্ধে ইহার রচনাগত অনেক রহস্য আছে। ইহার অনেকগুলি শ্লোকের বর্ণবিন্যাস হইতে নানাবিধ বীজমন্ত্র উদ্ধৃত হয়। ইহার প্রারম্ভের প্রথম বর্ণটি "ম," ও পরিসমাপ্তির শেষ বর্ণটি "নু" সুতরাং এই দুইটি বর্ণের যোগে যে "মনু" শব্দটি উদ্ধৃত হইল, ইহার অর্থ মন্ত্র, এবং ইহা সমুচ্চয় সপ্তশতী মন্ত্রের সমাহার স্বরূপ। কাত্যায়নী তন্ত্রে এই মন্ত্রবিভাগ বিশিষ্ট ও প্রামাণ্যরূপে বিবৃত হইয়াছে, এবং মহামতি ভাস্কর রায়াচার্য্য স্বপ্রণীত গুপ্তবতী নামক টীকাতে উক্ত তন্ত্রের মর্ম্মে প্রকৃতরূপ মন্ত্রবিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত উক্ত ত্রয়োদশটি অধ্যায়ই চণ্ডী স্তোত্র নামে প্রসিদ্ধ, তজ্জন্য এতদ্দেশীয় অধিকাংশ চণ্ডী পুস্তকে সেই ত্রয়োদশটীমাত্র অধ্যায়ই থাকে, তদ্ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, সুতরাং অনেক ব্রাহ্মণ পাঠকও এই ত্রয়োদশটি অধ্যায় মাত্রেই চণ্ডীপাঠ সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু বিবিধ তন্ত্রের উপদেশ ও আদেশ মতে চণ্ডীপাঠের ক্রমশঃ বহুতর পুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহাতে নানা প্রকার তান্ত্রিক মন্ত্র জপ ও অপর কয়েকটি তান্ত্রিক স্তবাদি পাঠ করা আবশ্যক হয়। এজন্য অত্রত্য কতিপয় পুস্তকে কবচ, অর্গলা ও কীলক, এবং অপর কতক-

গুলিতে রহস্যত্রয় পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। তন্ত্রের আদেশ মতে চণ্ডীপাঠ কালীন এ সকল ইহার অবশ্যপাঠ্য অঙ্গ। কিন্তু তন্ত্রোক্ত সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট পুস্তকের প্রচার এ পর্য্যন্ত এতদ্দেশে হয়নাই। এই সকল অভাব পরিপূরণ করতঃ, চণ্ডীর প্রকৃত মাহাত্ম্য এস্থানে প্রকাশ করিবার আশয়ে এই নূতন উদ্যম করা হইল। ইহাতে ভগবতী চণ্ডীদেবীর ইচ্ছাই প্রমাণ। পরন্তু কাত্যায়নী তন্ত্রোক্ত যে মন্ত্রবিভাগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, কাণ্বাদি পণ্ডিতগণ তাহার যে প্রকার বিবৃতি করিয়া মন্ত্রবিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, পশ্চিমাঞ্চল দেশ প্রচলিত পুস্তক সকলে তাহাই প্রকটিত রহিয়াছে। এবং তত্তৎ পুস্তকের ন্যায় অত্রত্য কতিপয় পুস্তকেও সেই প্রকার মন্ত্র বিভাগই অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে অনেক স্থলেই শ্লোকগুলির প্রথমার্দ্ধ পূর্ব্বান্বয়ী, ও চরমার্দ্ধ উত্তরান্বয়ী, এবং কোন কোন স্থলে একটি তাদৃশ কল্পিত শ্লোক বা মন্ত্রের অর্দ্ধদ্বয়মধ্যে অগত্যা "দেব্যুবাচ" "রাজোবাচ" ইত্যাদিক একটি 'উবাচ' মন্ত্র রহিয়া যায়। কোন কোন পুস্তকে এতাদৃশ শ্লোকার্দ্ধদ্বয়কে দুইটি মন্ত্রে বিভক্ত করাও থাকে। ফলতঃ স্থল বিশেষে তন্ত্রোক্ত মতের বিপরীত বিভাগও দৃষ্ট হয়। ভাস্কর রায়াচার্য্য কাত্যায়নী তন্ত্রোক্তির যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক তৎপ্রণীত গুপ্তবতী টীকায় সদ্যুক্তি প্রদর্শনে এই

সকল ত্রুটি পরিহার করিয়া সুন্দররূপে মন্ত্রবিভাগ দেখাইয়াছেন। এবম্বিধ সংস্কৃত মন্ত্রবিভাগ মতে হোম তর্পণ সম্পুট পাঠাদি কার্য্যের সৌকর্য্য সাধন জন্য ক্রমান্বয়ে একাবধি সপ্তশত পর্য্যন্ত সংখ্যাপাতে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মন্ত্র সকল প্রদর্শন পূর্ব্বক "পাঠ্যখণ্ড" নামে একখানি সপ্তশতী চণ্ডী প্রস্তুত হইয়াছে, এবং তাহাতে বঙ্গদেশ প্রচলিত পাঠরীতি, এবং তদ্ভিন্ন কাশ্যাদি প্রদেশ প্রচলিত পাঠরীতি, ও তত্তদুপযোগী সঙ্কল্পাদি মন্ত্র, বিধি ও তদঙ্গভূত মন্ত্র স্তবাদিও তথায় বিন্যস্ত হইযাছে। সুতরাং তদবলম্বন পূর্ব্বক চণ্ডীপাঠে শাস্ত্রোক্ত কোন অঙ্গই হীন হইবে না, প্রত্যুত পাঠফল সকল অবশ্যম্ভাবী হইবে।

উক্ত ভাস্কররায় ও অপর একজন টীকাকার নাগোজীভট্ট স্ব স্ব বিরচিত টীকাতে চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ও অন্যবিধ যে সকল শাস্ত্রোক্ত রহস্যাদি বিবৃত করিয়াছেন, তৎসমুদায় সঙ্কলন পূর্ব্বক "রহস্যখণ্ড" নামে সপ্তশতী চণ্ডীর অপর এক ভাগ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে সপ্তশতী মন্ত্রমালার ব্যুৎপত্তি ও মন্ত্র বিভাগের প্রমাণাদি কাত্যায়নী, ডামর, যামল প্রভৃতি তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। চণ্ডীর এক একটী শ্লোক হইতে বিবিধ বীজমন্ত্রের উদ্ধার, এবং তদীয় প্রধানাঙ্গভূত "নবার্ণ" মন্ত্রের উদ্ধার, ব্যুৎপত্তি, ব্যাখ্যা ও মহিমা প্রভৃতি বিশদরূপে সঙ্কলিত হইয়াছে। পাঠকালীন বিবিধ অনু-

ষ্ঠানের বিধি, ব্যবস্থা ও ফল, ধ্যান ও গায়ত্রী মন্ত্র এবং ভাষাসহ বৈদিক ও পৌরাণিক "রাত্রিসূক্ত" ও "দেবী-সূক্ত"ও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। চণ্ডীর প্রচলিত পাঠ্য কীলকের ভাষা অতীব দুরূহ বিশৃঙ্খল ও রহস্যযুক্ত, ইহার তাৎপর্য্য এই, যে শাস্ত্রে চণ্ডীপাঠের ফল যে প্রকার সর্ব্বকামপ্রদ ও সুলভ, তাহাতে পাছে সকলে ইহাতেই রত হইয়া অন্যান্য শাস্ত্রের প্রতি শিথিলযত্ন, বা শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম্য ও অবশ্যানুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপে একেবারে বিরতব্রত হয়, এইজন্যই ভগবান্ শঙ্কর সনাতন ধর্ম্মসংস্থাপন হেতু দান-প্রতিগ্রহ সূচক সদনুষ্ঠান জন্য চণ্ডীপাঠের এই কীলক বা কণ্টক রোপিত করিয়াছেন, এবং তজ্জন্যই ইহার ভাষাকে দুর্ব্বোধ করিতে হইয়াছে। ফলতঃ ইহা রহস্যতন্ত্রোক্ত "গুরু-কীলক" নামধেয় একটী পটলের নিষ্কর্ষ মাত্র। গুরুকীলকটি পাঠ করিলে সাধারণ কীলকের ভাষায় আর জটিলতা থাকে না, সমুদায় অংশ সরল ও সুখবোধ হইয়া যায়। সেই দুষ্প্রাপ্য গুরুকীলকও এই রহস্যখণ্ডে প্রকাশিত হই-য়াছে। পরন্তু ইহাতে কবচার্গলাদি পাঠের বিধি সম্বন্ধে বিবৃতি আছে, যে যেমন যজ্ঞাদি কোন বৃহৎ কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বথা আত্মরক্ষার ও বিঘ্নোৎসারণের নিতান্ত প্রয়োজন, সেইরূপ চণ্ডীপাঠেরও পূর্ব্বে আত্মরক্ষার জন্য কবচ পাঠ করিতে হয়, তদনন্তর ইহার নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি ও সর্ব্বাঙ্গ

সৌন্দর্য্য সাধন জন্য ক্রমশঃ যোগক্ষেমকর অর্গলাস্তোত্র ও কীলক পাঠ করতঃ, নবার্ণ মন্ত্র জপ ও রাত্রিসূক্ত পাঠ করিতে হয়। সপ্তশতী পাঠের পরেও ক্রমে দেবী-সূক্ত পাঠ, নবার্ণ মন্ত্র জপ ও রহস্যত্রয় পাঠের নিয়ম আছে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই এই রীতি প্রচলিত রহিয়াছে এবং তজ্জন্যই গুপ্তবতী টীকাকার তাঁহার উপক্রমণিকায় বিধি দিয়াছেন যে,

"কবচা'র্গলে চ 'কীলক' মাদৌ' মধ্যে' ত্রয়োদ'শাধ্যা'য়ী।
অন্তে' প্রাধা'নিক বৈ'কৃতিকে' মূর্ত্তি 'ত্রযং র'হস্যা'নাম্।"

কবচ মধ্যেও উক্ত আছে, যে

"জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা কবচ মাদিতঃ।"

এবং ইহার পাঠান্তরেও দৃষ্ট হয়, যে

"জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা তু কবচং পুরা।"

আবার অর্গলাস্তোত্র-শেষে পড়িতে হয়, যে

"ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ।"

সুতরাং কবচস্তোত্র অর্গলাস্তোত্রের পূর্ব্বেই পাঠ্য। কিন্তু বঙ্গ ও কেরল দেশে বারাহীতন্ত্রোক্ত

"অর্গলাং কীলকঞ্চাদৌ জপিত্বা কবচং পঠেৎ।
জপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ ক্রম এষ ঋচোদিতঃ * ॥"

এই বিধি মতে অর্গলা ও কীলক পাঠের পরে কবচ পাঠের নিয়ম হইয়াছে। এবং বঙ্গদেশে সাধারণতঃ নবার্ণ মন্ত্র জপ

*পাঠান্তর—"শিবোদিতঃ।"

ও চণ্ডীসূক্ত স্তব বা রহস্যত্রয় পাঠেরও ব্যবস্থা নাই। যাহা হউক, এ বিষয়ে পাঠকগণের যাঁহার যে প্রকার রুচি, তাঁহার তাহাই কর্ত্তব্য। রুদ্রযামল তন্ত্রের চারিটি পটলে এই ত্রয়োদশাধ্যায়ী সপ্তশতী চণ্ডীর সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা ও ভূয়োভূয়ঃ ইহার মাহাত্ম্য, বিধি, পাঠফল ও প্রতিফল সবিস্তরে বর্ণিত আছে, এজন্য এই চারিটি পটলের নাম "রুদ্রচণ্ডী"। সপ্তশতী চণ্ডীর ন্যায় এই রুদ্রচণ্ডী পাঠেরও ব্যবহার আছে। পরন্তু এই গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত বিরল ও দুষ্প্রাপ্য, এবং যাহা সচরাচর দেখিতে পাওআ যায়, তাহাও ভ্রম, প্রমাদ, হীনতা ও অসংলগ্নতা দোষে দূষিত। দুই চারিখানি তাদৃশ পুস্তক দেখিয়া যথাসাধ্য পরিশুদ্ধাকারে সেই দুষ্প্রাপ্য রুদ্রচণ্ডী গ্রন্থও অঙ্গপূর্ণভাবে এই রহস্যখণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ এই "রহস্যখণ্ড" পাঠে সপ্তশতী চণ্ডীর নানাবিধ রহস্য মাহাত্ম্য ও বিধি বিষয়ক কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকিবে না।

উক্ত টীকাকারদ্বয় স্ব স্ব টীকায় সপ্তশতী মন্ত্র সকলের সুন্দর ব্যাখ্যাও লিখিয়াছেন, এবং তাহাতে স্থানে স্থানে প্রয়োজন মতে ভূরি ভূরি বৈদিক বা অন্যবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন, অথচ তাঁহারা সহজ বা নিতান্ত স্পষ্ট মন্ত্র সকলের ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস করেন নাই। শন্তনু নামক অপর একজন বৈয়াকরণ আচার্য্য স্বপ্রণীত টীকায়

চণ্ডী গ্রন্থের সমস্ত মন্ত্রের সুসমগ্র ও সুচারু ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন প্রায় সকল পদের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজের ব্যাকরণাভিজ্ঞতার অভূতপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, স্থানে স্থানে কোন কোন পদের অদ্ভুত সন্ধি বিশ্লেষণ দ্বারা অনেক প্রকার অর্থ দেখাইয়াছেন,

"নারাযণি নমোঽস্তু তে"

এই বাক্যের প্রায় ষোড়শ প্রকার অর্থ করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে লৌকিক বা সাধারণ ব্যাখ্যা ভিন্ন চমৎকারজনক ব্যজস্তুতি-ব্যঞ্জকাদি নানা প্রকার নিগূঢ় ব্যাখ্যাও বিবৃত করিয়াছেন। প্রায় সমুদয় আর্ষ প্রয়োগকে ব্যাকরণ সূত্র যোগে সমর্থন করিয়া, ও বহুতর পাঠান্তর সন্নিবেশ করিয়া তিনি নিজের যথেষ্ট বিদ্যাবত্তা ও অভিজ্ঞতা দেখাইয়াছেন। এতদ্দেশীয় টীকাকারগণের মধ্যে গোপাল চক্রবর্ত্তীই প্রধান ও প্রসিদ্ধ। তিনিও স্থানে স্থানে বহুবিধ শাস্ত্রের, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত ভগবদ্গীতা নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণব শাস্ত্রের, প্রমাণ ও তুলনা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আবার দুই এক স্থানে নিগূঢ় ব্যাখ্যাও দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশের টীকা অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ, এবং তাহাতে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর স্থানে স্থানে বিদ্যাবিনোদ, নৃসিংহ, গদাধর, প্রভৃতি

অন্যান্য টীকাকারগণের বিবৃত বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যাও উদ্ধৃত করিয়া উহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। সুতরাং এই পাঁচখানি টীকা একত্র সঙ্কলন পূর্ব্বক "ব্যাখ্যাখণ্ড" নামে সপ্তশতী চণ্ডীর আর এক বৃহৎ ভাগও (খণ্ডদ্বয়ে) প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব সহিষ্ণুচিত্তে ইহা পাঠ করিলে চণ্ডী-গ্রন্থের কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকিবে না, এবং নানাবিধ মর্ম্ম বুঝিতে ও জানিতে পারিয়া অপার আনন্দ লাভ হইবে।

সপ্তশতী চণ্ডীর পূর্ব্বোক্ত "পাঠ্যখণ্ড" "রহস্যখণ্ড" ও "ব্যাখ্যাখণ্ডে" যে সকল অপূর্ব্ব বিষয় সঙ্কলিত হইয়াছে, সে সকলই সংস্কৃত ভাষায় রচিত, সুতরাং সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের তাহা পাঠ বা তাহাতে প্রবেশ করিবার সুবিধা নাই। অতএব তাঁহাদিগেরই জন্য উক্ত খণ্ড ত্রয়ের কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র এই ভূমিকায় প্রদত্ত হইল। ইহাতেই অনেকটা বুঝিতে পারা যায় যে সপ্তশতী চণ্ডী স্তোত্রের বিষয়টি কি মহান্। এক্ষণে তজ্জিজ্ঞাসু জনগণের সুখবোধ জন্য পাঠ্য-খণ্ডের একখানি বঙ্গানুবাদ রচিত হইল। ইহাতে ব্যাখ্যাখণ্ডের বিবৃতি অনুসারে প্রতি মন্ত্রের ভাবগত অনুবাদই দেওআ গেল, নিতান্ত পদগত বা বাক্যগত অনুবাদে ছাত্রবোধ সৌকর্য্য জন্য প্রয়াস করা হইল না। চণ্ডীগ্রন্থের অধিকাংশই দেবীর চরিত্রগত যুদ্ধবর্ণনে, দেবগণের সহিত তাঁহার কথোপ-কথনে, এবং সুমেধা ঋষি কর্ত্তৃক দেবীর তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য

বিষয়ক উপদেশে পরিপূর্ণ। সুতরাং সে সকল অংশের অনুবাদ পদ্য অপেক্ষা গদ্যেই সমধিক প্রশস্ত হয়। কারণ, পদ্যানুবাদে যদিও, ভাবার্থটিকে আদর্শের প্রকৃত অনুরূপ রাখাই কর্ত্তব্য, তথাপি ছন্দোনুরোধ বশতঃ কখন কখন মূলের কতকগুলি শব্দকে অগত্যা পরিত্যাগ, এবং স্থান বিশেষে কতকগুলি নূতন শব্দের সন্নিবেশ করিতে হয়। গদ্যানুবাদে সে প্রকার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবার প্রয়োজন হয় না, বরং স্থানে স্থানে টীকাকারগণের বিবৃত নিগূঢ় মর্ম্মও প্রকাশ করা যাইতে পারে। এজন্য এই বঙ্গানুবাদ খণ্ডে সেই সকল অংশ গদ্যেই অনুবাদ করা হইল। ইহাতে চণ্ডী-তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকগণের চণ্ডীগ্রন্থের অবশ্য-জ্ঞাতব্য কোন বিষয় অপরিজ্ঞাত থাকিবে না।

কিন্তু সপ্তশতী চণ্ডীর অপরাংশে চারিটি স্তোত্র আছে। প্রথমটি,প্রলয়াবসান সময়ে সৃজ্যমান বসুন্ধরার সৃষ্টি-বিরোধী মহাবল পরাক্রান্ত মধু ও কৈটভ নামক প্রতিদ্বন্দ্বি-দ্বয়কে বিমোহিত, ও যোগ নিদ্রাবলম্বী ভগবান্ নারায়ণকে প্রবো-ধিত করিবার জন্য সৃষ্টিবিধাতৃ-ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক ভগবতীর তাৎ-কালিকী মহাকালী নাম্নী তামসিক মূর্ত্তির স্তুতি। দ্বিতীয়টি, ইতর জীব সৃষ্টির প্রাদুর্ভাব কালে দুর্দ্দান্ত মহিষাসুর ও তদীয় ভয়ঙ্কর মহাবল পশ্বাদি সৈন্য সকলের নিধনান্তর বসুন্ধরাকে উৎকৃষ্ট জীবনিচয়ের বসতিযোগ্য করিলে, দেবাদিগণ

কর্ত্তৃক সর্ব্বদেব শক্তি সমুচ্চয় রূপা মহালক্ষ্মী নাম্নী ভগবতীর রাজসিক অবতারের স্তুতি। তৃতীয়টি, আসুরিক মনুষ্য সৃষ্টির প্রাদুর্ভাবে, শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দেবস্বত্বাপহারক অসুরদ্বয়ে প্রপীড়িত ও হৃতসর্ব্বস্ব দেবগণ কর্ত্তৃক অসুরোৎপাত নিবারণ ও জগতে শান্তি সংস্থাপন জন্য ভগবতীর মহাসরস্বতী নাম্নী সাত্বিক রূপের স্তুতি। এবং চতুর্থ টি, অসুরসঙ্ঘের নিপাতনান্তর দেবমনুষ্যগণ সহ এই বিশ্বজগৎ প্রশান্তভাব ধারণ করিলে, দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবতীর সেই সাত্বিকরূপের পুনরায় স্তুতি। আর্য্যশাস্ত্রের অসঙ্কোচ উপদেশ এই, যে প্রতি কল্পেই এবংবিধ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং তন্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে যে এই সকল স্তোত্র-মর্ম্ম নিত্য, অনাদিকাল সম্ভূত, অতএব অপৌরুষেয়, তজ্জন্য ইহাদিগকে পৌরাণিক "সূক্ত" কহে। প্রথমটি "রাত্রিসূক্ত," দ্বিতীয়টি "মহিষান্তকরী সূক্ত," তৃতীয়টি "দেবীসূক্ত", এবং চতুর্থটি "নারায়ণীসূক্ত" নামে প্রসিদ্ধ। স্তোত্রাত্মক রচনা সকল সুপাঠ্য শ্রুশ্রাব্য মনোরম হৃদয়গ্রাহী ও ভক্তিরসোদ্দীপক হওআ নিতান্ত আবশ্যক, এজন্য এই বঙ্গানুবাদ খণ্ডে ঐ চারিটি সূক্ত বা স্তোত্রের, এবং চণ্ডীর অঙ্গভূত "কবচ" ও "অর্গলা" নামক স্তোত্র দ্বয়েরও অনুবাদ পদ্যে রচিত হইল। ইহাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গপাঠিগণের সহজেই মূলের অর্থবোধ ও প্রভূত আনন্দ লাভ হইবার সম্ভাবনা রহিল।

পূর্ব্বে যে মন্ত্র বিভাগের কথা উক্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এস্থলে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইতেছে। উক্ত দেবীসূক্তস্থ ২৭২ সংখ্যক মন্ত্রের পর কতিপয় শ্লোকের চরমার্দ্ধে "নমস্তস্যৈ" এই বাক্যটি তিনবার করিয়া উল্লিখিত আছে। কাত্যায়নী তন্ত্রের উপদেশ এই যে, "অবতারৈঃ পৃথঙ্মন্ত্রাঃ।" অর্থাৎ, চণ্ডীগ্রন্থের প্রতিপাদ্য ভগবতীর অবতারত্রয় মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীকে উদ্দেশ করিয়াই উক্ত বাক্য তিন তিন বার উল্লিখিত হই-য়াছে। সুতরাং সপ্তশতী মন্ত্র পাঠ, বা সপ্তশতী মন্ত্রে হোমাদি অনুষ্ঠান করিতে হইলে এই এক একটি শ্লোকে তিনটি অবতারের জন্য তিন তিনটি পৃথক্ মন্ত্রের কল্পনা করিতে হইবে। কাণাদি পণ্ডিতগণ এজন্য ঐ সকল শ্লোককে এই প্রকার মন্ত্রত্রয়ে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা, শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ ও প্রথম "নমস্তস্যৈ" বাক্যে একটি মন্ত্র, দ্বিতীয় "নমস্তস্যৈ" বাক্যমাত্রে আর একটি মন্ত্র, এবং শ্লোকের শেষ চরণে, অর্থাৎ "নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" এই বাক্যে শেষ মন্ত্রটি সমাধান করিয়াছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের পুস্তকে ও এই বঙ্গদেশের কতিপয় পুস্তকে এই পন্থাই অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু গুপ্তবতী টীকাকার নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক এবংবিধ মন্ত্রবিভাগের ভ্রম অসারতা ও নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং কতকগুলি বৈদিক

মন্ত্রের হোমাদি অনুষ্ঠানে তাদৃশ বিভাগের ব্যবহার ও তুলনা দেখাইয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, যে এই বিভক্ত মন্ত্রত্রয় ত্রিপাদ্ গায়ত্রীচ্ছন্দস্ক। অর্থাৎ, প্রতি "নমস্তস্যৈ" বাক্য শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ ও চতুর্থ পাদের শেষার্দ্ধ "নমোনমঃ" পদে সম্পুটিত। সুতরাং কাত্যায়নী তন্ত্রের উপদেশ ও আদেশ মতে ভগবতীর অবতার ত্রয়ের জন্য পৃথক্ পৃথক্ তিনটি সার্থক ও সদৃশ মন্ত্র হইল। অতএব অত্রত্য

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

এই প্রথম শ্লোকটি সপ্তশতী মন্ত্র পাঠ কালে,

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

এই প্রকার ত্রিপাদ্ গায়ত্রীচ্ছন্দে পঠিত একটি মন্ত্র হইয়া, তিনটি অবতারের উদ্দেশে ইহা বারত্রয় আবৃত হইবে। সুতরাং এক একটি শ্লোকে তিঁন তিনটি করিয়া সদৃশ মন্ত্র হইল। বোম্বাই নগরে এক্ষণে যে সকল চণ্ডী গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহাতে এই রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে। সপ্তশতী মন্ত্র পাঠ ভিন্ন, সপ্তশতী পাঠের পর যে দেবীসূক্তটি পুনঃ পাঠের নিয়ম আছে, তথায় শ্লোক সকলকে এ প্রকার বিভক্ত রূপে পাঠ করিতে হয় না, সাধারণভাবে শ্লোক

গুলিকে একবার মাত্র আবৃত্তি করিতে হয়। উত্তর শ্লোক গুলিরও এই ব্যবস্থা।

বঙ্গানুবাদ কালে উপরি উক্ত শ্লোকটির অনুবাদ এইরূপ হইয়াছে, যথা

"যে দেবী সকল ভূতে খ্যাতা বিষ্ণুমায়া নামে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার॥"

কিন্তু সপ্তশতী মন্ত্র মধ্যে ত্রিপাদ্ গায়ত্রীচ্ছন্দাত্মক মন্ত্রের অনুরূপ অনুবাদ জন্য ইহাকে

"যে দেবী সকল ভূতে খ্যাতা বিষ্ণুমায়া নামে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি বারংবার॥"

এইরূপে বারত্রয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

চণ্ডীর অন্যতম অঙ্গভূত ও সর্ব্বশেষে পাঠ্য যে রহস্য ত্রয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা একটি তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত। ইহাতে ভগবতী মহামায়ার অবতারগণের তত্ত্বজিজ্ঞাসু সুরথ রাজাকে সুমেধা ঋষি সেই সকল বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতেই মূল-প্রকৃতি-রূপা চণ্ডী দেবীর ত্রিধাশক্তি মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে আরও বর্ণিত আছে যে ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ড সকলের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তা ব্যষ্টিরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও তাঁহাদের সহকারিণী সরস্বতী লক্ষ্মী ও গৌরীর উদ্ভবাদি সেই মহাকাল্যাদি অবতারত্রয় হইতেই হইয়াছে। তাঁহাদিগের

রূপ গুণ ও মহিমাদি এবং দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা ভগবতীর প্রতিশ্রুত নন্দা, রক্তদন্তিকা প্রভৃতি ভাবী অবতারসপ্তকের মূর্ত্তি ও কার্য্য বর্ণনাদিও এই রহস্য ত্রয়ে সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই ভূমিকায় ব্রহ্ম, চণ্ডী, তাঁহার মাহাত্ম্য প্রভৃতি যে সকল উচ্চ উচ্চ বিষয়ের প্রসঙ্গ জ্ঞাপন করা হইল, সে সকলে মাদৃশ ক্ষুদ্রমতি ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত অর্ব্বাচীনতা বা ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু শাস্ত্র সমূহের উপদেশ মতে ইহাও সত্য, যে পরব্রহ্মের মায়া বা শক্তি অপরিমেয়া ও অচিন্তনীয়া, এবং তাঁহার অন্যান্য শক্তির ন্যায় তাঁহার ইচ্ছাশক্তিও ইয়ত্তারহিতা ও কল্পনাতীতা, তাঁহার কৃপাময়ী ইচ্ছা

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্"

অর্থাৎ, অক্রবাণ মূকব্যক্তিকেও বাক্‌পটুতা প্রদান করে, এবং অশক্ত গতিহীন পঙ্গুকেও অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত লঙ্ঘনে সমর্থ করে। যিনি দেবগণের পরম শত্রু মহিষাসুরকে নিধন করিবার জন্য তাদৃশ অলৌকিক সমরনিষ্ঠুরতা দেখাইয়াছিলেন, তিনিই আবার স্বেচ্ছাক্রমে বিবিধ আয়ুধ বর্ষণে তাহার পশুদেহকে শস্ত্রপূত করিয়া নরকের চির যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক তাহাকে স্বর্গে উত্তোলন করতঃ দয়াগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার

অনন্ত লীলার মর্ম্মোদ্ভেদ করা কাহার সাধ্য ! সুতরাং মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও অর্ব্বাচীন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপ অনধিকরী ও তাৎকালিক বিষম বিপদে অভিভূত দেখিয়াও, যে তিনি স্বয়ংই স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ জন্য আমাকে উপলক্ষ মাত্র করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ? অতএব এই কয়খানি পুস্তক সঙ্কলনে মৎপ্রতি তাঁহার নিরতিশয় কৃপাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে এগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া এতদ্দেশবাসী জনগণের রুচিজনক বা আনন্দপ্রদ হইবে, কি না, তাহাও সেই সচ্চিন্ময়ী চণ্ডী দেবীরই ইচ্ছা।

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা তুষ্টিরূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার॥

কুঞ্জলাল মল্লিক।

৬ই মাঘ ১৩০৬ শাল। ৯০ চূণাগলি, ফিয়ার লেন
কলিকাতা।

অতঃপর উল্লেখ্য এই যে কিয়দ্দিবস হইল চণ্ডীদেবীর কৃপায় বঁইচি গ্রামের সুবিজ্ঞ ও ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী, অধুনা পীরপাহাড়নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় যদৃচ্ছাক্রমে এই ভূমিকার ও এই অনুবাদ খণ্ডের ইতস্ততঃ কিয়দংশ পাঠ করিয়া এতাদৃশ আনন্দিত হইয়াছেন, যে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত রুচিতে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার

স্বীকার পূর্ব্বক, ইহার সত্বর প্রকাশনে আমাকে নিতান্ত বাৎসল্যভাবে প্রোৎসাহিত করেন। তাঁহারই উপদেশে সাহায্যে ও উত্তেজনায় চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য পূর্ণাঙ্গ, বিকশিত, ও অভিনবরূপে এতদ্দেশে প্রচারের সুযোগ হইল। সুতরাং আমি তাঁহার নিকট প্রণত ও চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। এবং ইহার সম্ভাবিত ফল জগদম্বা শ্রীচণ্ডী দেবীতেই সমর্পিত রহিল।

জযোহস্তু তে নমোহস্তু তে হি রামলাল শর্ম্মণে
সহায-ভূত-চণ্ডিকা-চরিত্র-পাঠ-কর্ম্মণে।
অঙ্গ-পূর্ণ-চণ্ডিকা-স্তবাদি-সংপ্রকাশকঃ
কুঞ্জলাল মল্লিকো ভবৎ-প্রসাদ-শংসকঃ॥

রাম-কেশবযো রাণী রাম-কেশবযোঃ কৃপা।
ধনং বলং গতি র্মে হি, মতি র্মেহস্তু তযোঃ পদে॥

১লা অগ্রহায়ণ ১৩০৭ শাল। সঙ্কলয়িতা।

সপ্তশতী পাঠের উপক্রম।

নির্ব্বিঘ্নে ও প্রশান্ত চিত্তে ধর্ম্ম্য কর্ম্ম সাধন করিবার পূর্ব্বে আর্য্যশাস্ত্রের উপদেশ এই, যে দেহ ও চিত্তকে শুদ্ধ ও সমাহিত করিয়া, স্থির আসনে উপবেশন পূর্ব্বক, অনন্যমনা হইয়া, সঙ্কল্পিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বেও সেইরূপ কতকগুলি অনুষ্ঠান আবশ্যক। অর্থাৎ, শুদ্ধ ও পরিষ্কৃত দেহে শুচি বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, চিত্ত প্রশান্তির অনুকূল স্থানে শুদ্ধাসনোপরি উপবেশন করিয়া, স্থির চিত্তে স্বীয় সঙ্কল্প উল্লেখ করতঃ যথাপ্রযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আসনশুদ্ধি, বিঘ্ননিঃসারণ, দেহশুদ্ধি, মনের একাগ্রতা বিধান, ও সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ মন্ত্র ন্যাস করতঃ আপনাকে মন্ত্রময় জ্ঞান পূর্ব্বক, মন্ত্রময়ী চণ্ডীদেবীর সহিত তদ্গতচিত্ত হইয়া তৎপাঠে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে সকল মন্ত্র ও অনুষ্ঠানবিধি মূল পাঠ্যখণ্ডেই দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীগণেশ দেবকে নমস্কার।

শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীকে নমস্কার।

শ্রীশ্রীগুরুগণকে নমস্কার।

শ্রীশ্রীকুলদেবতাকে নমস্কার।

ইঁহাদিগের প্রসাদে বিঘ্ন দূর হউক।

ওঁ নারায়ণকে নমস্কার।

ওঁ নরোত্তম নরকে নমস্কার।

ওঁ সরস্বতী দেবীকে নমস্কার।

ওঁ বেদব্যাসকে নমস্কার।

ইঁহাদিগের জয় হউক।

শ্রীচণ্ডীকবচ।

ব্রহ্মা এই শ্রীচণ্ডী কবচের ঋষি, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, চামুণ্ডা ইহার দেবতা, ব্রাহ্ম্যাদি মাতৃগণ ইহার বীজ এবং দিগ্বন্ধদেবতাগণ ইহার তত্ত্ব। শ্রীজগদম্বার প্রীতির জন্য সপ্তশতীর অঙ্গস্বরূপ এতৎ পাঠের প্রয়োজন।

ওঁ চণ্ডিকা দেবীকে নমস্কার।

জিজ্ঞাসেন মার্কণ্ডেয়।

ওঁ

পরম রহস্য যাহা সর্ব্বরক্ষাকর।
অনাখ্যাত-পূর্ব্ব বস্তু কহ স্রষ্টৃবর॥

কহিছেন পিতামহ।

শুন বিপ্র অতি গুহ্য নিধি পুণ্যতর।
শ্রীচণ্ডীকবচ, সর্ব্বজীবে শুভকর॥

অগ্রে শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী দ্বিতীয়া।
চন্দ্রঘণ্টা তৃতীয়া সে, কুষ্মাণ্ডা তুরীয়া॥
পঞ্চমেতে স্কন্দমাতা, ষষ্ঠী কাত্যায়নী।
কালরাত্রি মহাগৌরী সপ্তমী অষ্টমী॥
সিদ্ধিদা নবমী, এই নবদুর্গা নাম।
রাখেন স্মরণ- শুভ ব্রহ্মা আত্মারাম॥

দহ্যমান অনলে যে, শত্রুহস্তে রণে।
সঙ্কটে পতিত যেবা থাকে ভীত মনে॥
হইলে শরণাগত এ নব দুর্গার।
সঙ্কট বিপদ ভয়ে সে পায় নিস্তার॥
ভক্তিভরে স্মরণে না থাকে শোক দুঃখ।
সম্পদ সমৃদ্ধি তার হয় বহু সুখ॥

চামুণ্ডা আরোহি শবে, বারাহী মহিষে।
বৈষ্ণবী গরুড়ে, ঐন্দ্রী গজে উপবিশে॥
মাহেশ্বরী বৃষোপরি, ময়ূরে কৌমারী।
ব্রাহ্মী হংস-পৃষ্ঠে, সবে অলঙ্কারধারী॥
নারসিংহী শিবদূতী, এই মাতৃগণ।
ভক্তজনে স্নেহে সদা করেন রক্ষণ॥

আরও কত দেবী রত্ন-ভূষণ-শোভিতা।
রথে চড়ি দেন দেখা হইয়া কুপিতা॥
শঙ্খ চক্র গদা শক্তি পরশু মুষল।
খড়্গ চর্ম্ম ধনুরাদি তোমর লাঙ্গল॥
ধরেন আয়ুধ নানা দেবতার হিতে।
ভক্তেরে অভয় দিতে, দৈত্যেরে নাশিতে॥

মহাপ্রভে দুর্নিরীক্ষ্যে শক্র-ভয়ঙ্করী।
রক্ষা কর আমা সবে ঈশ্বরি শঙ্করি॥
রক্ষ পূর্ব্বে ঐন্দ্রি, অগ্নি কোণেতে অগনি।
দক্ষিণে বারাহি রক্ষ, নৈঋর্তে খড়্গিনি॥
পশ্চিমে বারুণি, মৃগবাহিনি বায়ুতে।
উত্তরে কৌমারি রক্ষ, ঐশে শূলযুতে॥
ব্রহ্মাণী রাখুন উর্দ্ধে, অধোতে বৈষ্ণবী।
দশ দিক্ রক্ষ মোর হে চামুণ্ডে দেবি॥
অগ্রে মম তিষ্ঠ জয়া, বিজয়া পৃষ্ঠেতে।
বামেতে অজিতা, অপরাজিতা দক্ষেতে॥
মূর্দ্ধা রক্ষ উমা দেবি, শিখা উদ্যোতিনি।
মালাধরী ললাট, ভ্রূযুগ যশস্বিনি॥
ভ্রূ-মধ্য ত্রিনেত্রা, নাসা যমঘণ্টা রাখ।
শঙ্খিনি দ্বারবাসিনি চক্ষু কর্ণে থাক॥
কালিকে কপোল রক্ষ, কর্ণমূল শিবে।
সুগন্ধা নাসিকা রক্ষ, উর্দ্ধোষ্ঠ চর্চ্চিকে॥
অধর অমৃতকলা, জিহ্বা সরস্বতী।
কৌমারী দশন, কণ্ঠমধ্য চণ্ডী সতী॥
চিত্রঘণ্টা অলিজিহ্বা, তালু মহামায়া।
কামাক্ষী চিবুক রাখ, বাক্য হরজায়া॥
কশেরু চাপিনী রাখ, ভদ্রকালী গ্রীবা।

নলিকা নলকূবরী, কণ্ঠ নীলগ্রীবা ॥
খড়্গিনী রাখহ স্কন্ধ, দোর্দ্দণ্ড বজ্রিণী।
অম্বিকা অঙ্গুল সর্ব্ব, হস্তকে দণ্ডিনী ॥
রক্ষ নখে শূলেশ্বরী, কুক্ষি নলেশ্বরী ॥
মহাদেবী স্তনদ্বয়, চিত্ত শোকহরী ॥
হৃদয়ে ললিতা থাক, উদরে শূলিনী।
গুহ্যে গুহ্যেশ্বরী থাক, নাভিতে কামিনী ॥
দুর্গন্ধা উপস্থে, গুহ্যবাহিনী পায়ুকে।
কটি ভগবতী, ঘনবাহনা উরুকে ॥
জঙ্ঘদ্বয়ে মহাবলা, জানু বিনায়কী।
গুল্‌ফ রক্ষ নারসিংহী, চরণ কৌষিকী ॥
পদাঙ্গুলী শ্রীধরী, পদাধঃ পাতালিনী।
ঊর্দ্ধকেশী রক্ষ কেশ, দন্ত করালিনী ॥
চর্ম্মে যোগেশ্বরী, রোম কূপেতে কৌবেরী।
রক্ত মাংস বসা মজ্জা অস্থি মেদে গৌরী ॥
অন্ত্র রক্ষ কালরাত্রি, পিত্ত মুকুটেশী।
চূড়ামণি কফ, পদ্মাবতী হৃদে বসি ॥
অভেদ্যা গ্রন্থি সকলে, জ্বালামুখী নখে।
শুক্রে ব্রাহ্মী থাক, ছত্রেশ্বরী ছায়া পথে ॥
হে ধর্ম্মচারিণি অহঙ্কার বুদ্ধি মনঃ।
রক্ষ প্রাণাপান ব্যান উদান সমান ॥

রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ জ্ঞানচয়ে।
যোগিনী রাখুন, নারায়ণী গুণত্রয়ে॥
ধর্ম্ম রক্ষ চক্রিণী, বারাহী আয়ু রক্ষ।
রক্ষ প্রাণ বজ্রহস্তা, যথায় বিপক্ষ॥
যশঃ কীর্ত্তি লক্ষ্মী মম বৈষ্ণবী রাখুন।
ঐন্দ্রী গোত্র, চণ্ডী পশু রক্ষিতে থাকুন॥
পুত্রে রক্ষ মহালক্ষ্মী, ভার্য্যারে ভৈরবী।
কন্যারে কৌমারী, ধন ধনেশ্বরী দেবী॥
ক্ষেমঙ্করী রক্ষ মার্গ, বিজয়া সর্ব্বতঃ।
জয়ন্তী পাপ নাশিনী অরক্ষিত যত॥

শ্রী চণ্ডীকবচ এই সর্ব্ব রক্ষাকর।
কহিনু তোমারে, সদা জাপ্য, ভক্তবর॥
নিজ-শুভ-কামী কভু না জপি ইহারে।
এক পদ মাত্র নাহি যাইবে বাহিরে॥
কবচে আবৃত দেহে যথা যথা যাবে।
বিজয় সর্ব্বার্থ কাম তথা তথা পাবে॥
যে কামনা করিবে তা নিশ্চয় পাইবে।
অতুল পরমৈশ্বর্য্য পুরুষে লভিবে॥
সংগ্রামে অপরাজিত হইবে নির্ভয়।
কবচে আবৃত নর বিশ্ব-পূজ্য হয়॥

দেবীর কবচ এই দেবের দুর্ল্লভ।
শ্রদ্ধা করি ত্রিসন্ধ্যা যে নিত্য করে জপ॥
দৈবী-কলা-যুত সেই ত্রিলোকে অজিত।
সুদীর্ঘ জীবন অপমৃত্যু-বিবর্জ্জিত॥
পরমায়ু একশত অষ্ট বর্ষ হয়।
ব্যাধি লূতা স্ফোটকাদি না থাকে নিশ্চয়॥
সর্পবিষ বৎসনাভ আদি বিষ ভয়।
অভিচার মন্ত্র যন্ত্র বিফলিত হয়॥
ভূচর খেচর জলচর আছে যত।
উপদেব অপদেব পিশাচাদি ভূত॥
ডাকিনী শাকিনী ব্রহ্ম-দৈত্য ভৈরবাদি।
কুষ্মাণ্ড রাক্ষস যক্ষ গন্ধর্ব্ব নিষাদী॥
সকলি পলায় দূরে দেখিয়া তাহারে।
সর্ব্বাঙ্গে দেবী-কবচ রক্ষিয়াছে যারে॥
রাজ-দ্বারে মানোন্নতি তেজোবৃদ্ধি হয়।
যশোবৃদ্ধি কীর্ত্তিবৃদ্ধি তাহার নিশ্চয়॥
অতএব প্রথমে এ কবচ জপিবে।
ভক্তি করি পরে সপ্তশতীরে পড়িবে॥
তাহাতে পাঠের সিদ্ধি নির্ব্বিঘ্নে হইবে॥
যদবধি ভূমণ্ডলে শৈলাদি রহিবে।
তদবধি জাপকের সন্ততি থাকিবে॥

দেহান্তে লভিবে স্বর্গ দেবের দুর্লভ।
মহামায়া-প্রসাদে সে হবে অবিতথ॥

শ্রীঅর্গলাস্তোত্র।

বিষ্ণু এই শ্রীঅর্গলাস্তোত্রের ঋষি, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, শ্রীমহালক্ষ্মী ইহার দেবতা। শ্রীজগদম্বা দেবীর প্রীতির জন্য সপ্তশতীর অঙ্গস্বরূপ এতৎ পাঠের প্রয়োজন।

ওঁ চণ্ডিকা দেবীকে নমস্কার।

হে চামুণ্ডে জয় তব, জয় ভূত-দ্রাবিণি।
কালরাত্রি, সর্ব্বময়ে, নমি জয় দায়িনি॥
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী, কপালিনী ভদ্রকালী,
তুমি ধাত্রী স্বাহা স্বধা দুর্গা ক্ষমা শিবানী।
মধু-কৈটভ-ঘাতিনি, ব্রহ্মারে বর-দায়িনি,
যশো রূপ জয় দাও, শত্রু নাশ কারিণি।
মহিষাসুর-নাশিনি, নমি বর-বিধায়িনি,
যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।
বন্দি পদ-যুগ তব, সৌভাগ্য-দায়িনী ভব,
যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।
ধূম্রলোচন-নাশিনি, ধর্ম্মার্থ-কাম-দায়িনি,
যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।

রক্তবীজ-সংহারিণি, চণ্ড-মুণ্ড-বিঘাতিনি,
যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।
নিশুম্ভ-শুম্ভ-নাশিনি, ত্রিলোকে শুভ-কারিণি,
যশো রূপ-জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।
অচিন্ত্য-রূপ-চরিতে, দেবি দৈত্য বিনাশিতে,
যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।
ভক্তি-নম্র জনে সদা, পাপহা, তুমি মোক্ষদা,
যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।
ভক্তিতে স্তবিলে তোমা, ব্যাধি-নাশ কর গো মা,
যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।
সতত যে পূজা করে ভক্তিতে তোমারে. তারে,
যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।
আরোগ্য সৌভাগ্য দেহ, দেহ সুখ শান্তি স্নেহ,
যশো রূপ জয় দাও. শত্রু-নাশ-কারিণি।
কর শত্রু-বিনাশন, কর বল-সংঘটন,
যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।
কল্যাণ কর বিধান, করহ শ্রী-সমাধান,
যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।
বিদ্যাবান্ যশস্বান্ কর জনে লক্ষ্মীবান্
যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।
দানব-দর্প-চূর্ণিকে, নমি গো দেবি চণ্ডিকে,

যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।

পরমেশি চতুর্ভুজে, চতুর্বক্ত্র তোমা ভজে,

যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।

ভক্তি-যোগে করে স্তব, মাধব সর্ব্বদা তব,

যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।

অনুরাগে উমাপতি, করেন তব আরতি,

যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।

দেবাসুর শিরোমণি স্পর্শে তব পা দুখানি,

যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।

ভক্তি করি শচী-পতি, তব পদে করে নতি,

যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।

প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড বলে নাশিলে দৈত্য সকলে,

যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।

উদ্দাম আনন্দ দানে, তোষ দেবি ভক্তজনে,

যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।

ধন পুত্র সুখ যত, কর দান অবিরত,

যশো রূপ জয় দাও, শত্রু-নাশ-কারিণি।

দাও পত্নী মনোরমা, চিত্ত-বৃত্তি-অনুগমা,

সুরূপা সুকুলোদ্ভবা ভবার্ণব-তারিণী।

অর্গলাস্তোত্র অপূর্ব্ব, সপ্তশতী-পাঠ পূর্ব্ব,

পাঠ্য ইহা, তুষ্টা যাতে বরদানে শিবানী॥

শ্রী কীলক।

শিব এই কীলকের ঋষি, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, শ্রীমহা-সরস্বতী ইহার দেবতা। শ্রীজগদম্বা দেবীর প্রীতির জন্য সপ্তশতীর অঙ্গস্বরূপ এতৎপাঠের প্রয়োজন।

ওঁ চণ্ডিকাদেবীকে নমস্কার।

মার্কণ্ডেয় মুনি শিষ্যবর্গকে চণ্ডীর কীলক বিষয় বলিবার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

১। যিনি নির্ম্মল-জ্ঞান বা নির্ব্বিষয়ক চৈতন্য-স্বরূপ, বেদত্রয় যাঁহার দিব্যলোচন, এবং যিনি মোক্ষ-প্রাপ্তির পরম নিদান, সেই চন্দ্রচূড় ভগবান্ শঙ্করকে নমস্কার করি। অথবা—

সেই অধ্যয়ন-সিদ্ধ বেদার্থ-জ্ঞান-নিষ্পাদিত, ঐষ্টিক পাশুক ও সৌমিক নামক বেদিকাত্রয়োপকরণিত, দিব্য-দর্শন-প্রদায়ী, অভিষুত-সোমরস-সেবনোপযোগী, স্বর্গসুখ প্রাপ্তির নিদানভূত সোমযজ্ঞকে নমস্কার করি।

২। দানপ্রতিগ্রহ নামক কর্ম্ম-বিশেষ-রূপ কীলক বিনা, যে ব্যক্তি শুদ্ধ কর্ম্মকাণ্ড, ব্রহ্মকাণ্ড, তন্ত্র, বৈদ্যক প্রভৃতি নানা শাস্ত্র পাঠ করে, অথবা যে ব্যক্তি সতত চণ্ডী-স্তব মাত্রেরই জপ-তৎপর হয়, তাহারা উভয়েই মঙ্গলময় ফল প্রাপ্ত হয়। পরন্তু সপ্তশতী স্তোত্র সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রের

ফলসিদ্ধির প্রতিবন্ধক শাপরূপ কীলককে অভিভূত করে, এজন্য ইহাকে 'অভিকীলক' কহে। সুতরাং ইহাকে সকলেরই জানা বা উপাসনা করা বিধেয়। অন্যান্য নানা শাস্ত্রের আলোচনাতেও মঙ্গল হইতে পারে।

৩। নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র জপে যেমন উচ্চাটনাদি আভিচারিক কর্ম্ম, এবং সর্ব্ববিধ অলভ্য-বস্তু-প্রাপ্তিও সিদ্ধ হয়, সেইরূপ কেবল মাত্র সপ্তশতী মন্ত্র জপেও তাদৃশ ইষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। এবং তাহাতে সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতীও প্রসন্না হয়েন।

৪। কিন্তু উচ্চাটনাদি আভিচারিক কর্ম্ম সকল নিষ্পাদন জন্য এমন কোন মন্ত্র, বা ঔষধ, বা অন্য কোন সাধনা নাই, যাহা আয়াস-সাধ্য নহে। সুতরাং বহুতর জপাদি ও কৃচ্ছ্র-সাধনা ব্যতীত ঐ সকল মন্ত্রাদির দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি হয় না। পরন্তু দেবী-স্তোত্রের পাঠ মাত্রেই সে সকল বিষয় অনায়াসে সিদ্ধ হয়।

৫। সুতরাং, স্বল্পায়াস-সাধ্য চণ্ডী-পাঠ মাত্রেই সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে জানিয়া, লোক সকল এতৎপাঠেই রত হইয়া, অপেক্ষাকৃত কষ্ট-সাধ্য অথচ চির-প্রচলিত অন্যান্য শাস্ত্র-মন্ত্রাদিতে অনাদর প্রকাশ করিবে, এই আশঙ্কায় ভগবান্ শঙ্কর ইহাদিগের সার্থকতা ও মর্য্যাদা রক্ষা হেতু এই একটি শুভ কল্পনা করিলেন।

৬। তিনি চণ্ডী-স্তোত্রটিকে অতিশয় গোপনীয় করিয়া, ইহাকে অপ্রচরদবস্থায় রাখিলেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রাদি জপের ব্যবহারই বহুল-প্রচার হইল। অথচ সপ্ত-শতী-পাঠ তদপেক্ষা অধিকতর সার-ভূত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। পরন্তু এতৎস্তোত্রপাঠের পুণ্যফলেরও যাহাতে ইয়ত্তা বা শেষ না থাকে, ভগবান্ শঙ্কর তদ্বিষয়েও একটি নিগূঢ় উপায় স্থির করিলেন।

৭।৮। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রৌষধাদির জপকর্ত্তাও যে এতৎ সপ্তশতী-পাঠে অধিকতর ফললাভ করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সপ্তশতী-পাঠের পুণ্যফলের উৎকর্ষ-সাধন জন্য ভগবান্ শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত নিগূঢ় উপায়টি এই, যে মনুষ্য স্বয়ং ন্যায়োপায়ে কোন ধন উপার্জ্জন করিলে পর, তাহাকে তাৎকালিক আগামী কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে ভক্তি-সমাহিত চিত্তে তৎসমস্ত ধন ভগবতী চণ্ডী দেবীকে সমর্পিত করিতে হইবে। পরে (দেবী যেন বলিতেছেন, "বৎস! সংস্কারযাত্রা নির্ব্বাহ করণার্থ আমার প্রসাদ-স্বরূপ এই ধন গ্রহণ কর," মনে এই প্রকার কল্পনা করিয়া, দেবীর অনুমতি মতে,) তাঁহারই প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে। (এবং যাহাতে ইহার কোনরূপ অপব্যবহার না হয়, এই মতে উহাকে যথাবিধি সাধূদ্দেশে ব্যয় করত, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে দেবীর কৃপাধীন বলিয়া

প্রতিপন্ন করিবে ;) ইহা হইলেই দেবীর প্রসন্নতা লাভ হয়, সুতরাং পাঠফল জনিত পুণ্যফল জন্মে, অন্যথা তাহা হয় না। ভগবান্ শঙ্কর এইরূপ কীলক বা কণ্টক রোপণ দ্বারা চণ্ডী-স্তোত্রের পাঠফলকে কীলিত করিয়াছেন।

৯।১০। যে ব্যক্তি (এবম্ভূত দান-প্রতিগ্রহরূপ ক্রিয়া দ্বারা) সপ্তশতীর কীলকটি উদ্ধার করত, শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে নিত্য চণ্ডী-পাঠ করে, সে পরজন্মে দেবীর গণ হয়, অথবা সিদ্ধ বা গন্ধর্ব্ব যোনি প্রাপ্ত হইয়া জগদ্রক্ষণে সমর্থ হয়। ইহজন্মে তাহার কোথাও একাকী ভ্রমণ করিতে ভয় উপস্থিত হয় না, অপঘাতে তাহার মৃত্যু হয় না, এবং যথাকালে মৃত্যু হইলে তাহার মুক্তি-প্রাপ্তি হয়।

১১। অতএব কীলকের মর্ম্ম অবগত হইয়া, এতৎ পরিহার জন্য পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান আরম্ভ করত, চণ্ডী-পাঠ করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ না হইয়া, প্রত্যুত তাহা নষ্ট হয়। এজন্য সুবোধ ব্যক্তি কীলকটি জানিয়াই নির্দ্দোষিত ভাবে এই স্তোত্র-পাঠ আরম্ভ করিয়া থাকেন।

১২। স্ত্রীলোক মধ্যেও যাহা কিছু সৌভাগ্যাদি দৃষ্টি-গোচর হয়, সে সকলই সেই চণ্ডীপাঠের প্রসাদে। অতএব এই মঙ্গলময় স্তবকে সর্ব্বদা জপ বা পাঠ করা উচিত।

১৩। এই স্তব-পাঠ ধীরে ধীরে ও স্পষ্ট-স্বরেই করা

বিধেয়, মনে মনে পাঠ করা বিধেয় নহে। স্বকর্ণ-গোচর উপাংশু-স্বরে পাঠ করিলে সামান্য মাত্র, কিন্তু উচ্চৈঃ বা শ্রুতি-গোচর স্বরে পাঠ করিলে সমগ্রা সম্পত্তি লাভ হয়। সুতরাং স্পষ্ট বাক্যোচ্চারণেই ইহার পাঠারম্ভ করা উচিত।

১৪। সুতরাং যে চণ্ডীপাঠের প্রসাদে সৌভাগ্য আরোগ্য ধনসম্পৎ শত্রুনাশ ও পরম মোক্ষ লাভ হয়, তাহা জনসকলে কেনই বা না করিবে।

সংক্ষেপে বলা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে চণ্ডিকা দেবীকে সতত স্মরণ করে, তাহার হৃদ্গত কামনা সকল পরিপূর্ণ হয়, এবং চণ্ডী দেবীও তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু চণ্ডী-স্তোত্রের প্রথমেই মহাদেব এই কীলক রোপণ করত, ইহাকে বাধিত করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং স্তোত্রটিকে অগ্রে যথাবিধি নিষ্কীল করিয়া পরে সমাহিত চিত্তে পাঠ করাই বিধেয়।

নবার্ণ মন্ত্র।

ওঁ, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই নবার্ণ মন্ত্রের ঋষিত্রয়, গায়ত্রী উষ্ণিক্ ও অনুষ্টুপ্ ইহার ত্রিবিধ ছন্দঃ, শ্রী মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী ইহার দেবতাত্রয়, ঐং ইহার বীজ, হ্রীং ইহার শক্তি, ও ক্লীং ইহার কীলক। শ্রী মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী দেবতাত্রয়ের প্রীতির জন্য এই মন্ত্র জপের প্রয়োজন।

শিরোদেশে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র ঋষিত্রয়কে নমস্কার।
মুখে গায়ত্রী উষ্ণিক্ ও অনুষ্টুপ্ এই ত্রিবিধ ছন্দকে নমস্কার।
হৃদয়ে শ্রী মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী এই তিন দেবতাকে নমস্কার।
দক্ষিণ স্তনে নন্দা শাকম্ভরী ও ভীমা এই শক্তিত্রয়কে নমস্কার
বাম স্তনে রক্তদন্তিকা দুর্গা ও ভ্রামরী এই বীজত্রয়কে নমস্কার
নাভিতে অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য এই তিন তত্ত্বকে নমস্কার।

ওঁ

ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে।

এই মন্ত্র, নয়টি অক্ষরে বা নব বর্ণে সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া, ইহার নাম নবার্ণ মন্ত্র। ইহার অর্থ এই যে, হে 'বিদ্', অর্থাৎ হে জ্ঞানরূপিণি, আপনি (চতুর্ব্বেদের আদ্যবর্ণ-

চতুষ্টয়-সমুদ্ভূত) ঐং-বীজা চিদাত্মিকা মহাসরস্বতী দেবী ; হে 'চ', অর্থাৎ হে সমুচ্চয়-রূপিণি সর্ব্ব-ব্যাপিনি, আপনি সদাত্মিকা হ্রীং বীজা মহালক্ষ্মী দেবী ; হে 'ত', অর্থাৎ হে পরব্রহ্ম-মহিষি আনন্দময়ি, আপনি ক্লীং-বীজা মহাকালী দেবী। যে ব্রহ্ম-বিদ্যা মায়াকে নিরসন করত, আকাশাদি সমুদয় প্রপঞ্চ জগদ্ রূপ চন্দ্রকে সংহার পূর্ব্বক জীবকে মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ভূমানন্দ প্রদান করে, আমি সেই চামুণ্ডারূপিণী ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভের জন্য, হৃদয়-কন্দরে আপনাদিগের তত্ত্ব চিন্তা করি।

এই মন্ত্রটি সমুদয় সপ্তশতী মন্ত্রমালার নিষ্কর্ষ স্বরূপ এবং ইহাকে ভক্তি তদ্গত-চিত্তে একশত আট বার জপ করিতে হয়। তদ্গতচিত্ত হইবার জন্য জপের পূর্ব্বে এই মন্ত্রটির বর্ণ সকলকে বিবিধরূপ সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে দেহে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ন্যাস করিতে হয়। এবং ইহার সদৃশ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বর্ণ মন্ত্র বা দেবতাদিগকেও বিবিধরূপে তদ্বৎ ন্যাস করিয়া নিজ দেহকে মন্ত্রময় ও দেবতাময়রূপে অনুভব করত, তন্ময় চিত্তে এই নবার্ণ মন্ত্র জপ করা বিধেয়। জপশেষেও মন্ত্রাক্ষর সকলের সামান্যরূপ ন্যাসেরও উপদেশ আছে। ইহাকে উত্তর-ন্যাস কহে। অনেক স্থলে জপের পূর্ব্বে একবার মহাকালাদি দেবতাত্রয়ের ধ্যানও কর্ত্তব্য।

রাত্রিসূক্ত।

স্তবিলেন পদ্মযোনি।

দেব-তৃপ্তি স্বাহা তুমি, পিতৃ-তৃপ্তি স্বধা।
যজ্ঞ-মন্ত্র বষট্‌কার, স্বরাত্মিকা ১ সুধা॥
অক্ষরা ২ তুমি মা নিত্যা ত্রিধা ৩ মাত্রাভূতা।
নাদ-রূপা অনুচ্চার্য্যা অর্দ্ধ মাত্রাযুতা ৪॥
সাবিত্রী গায়ত্রী তুমি, তুমি সরস্বতী।
সন্ধ্যা-মন্ত্র তুমি গো মা বেদ-মাতা সতী।
জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহরণ-কর্ত্রী।
বিশ্ব-ধাত্রী তুমি মাত্র, তুমি সর্ব্ব-দাত্রী॥
সৃষ্টি-রূপা সৃজনে, পালনে স্থিতি-রূপা।
তদন্তে সংহৃতি রূপা, তুমি বিশ্ব-ব্যাপা॥
মহাবিদ্যা মহামায়া ধী-স্মৃতিতে মহা।
মহাদেবী মহাসুরী তুমি মহামোহা॥
ত্রিগুণা ৫ প্রকৃতি তুমি সকল-সংহরা।
কালরাত্রি ৬ মহারাত্রি ৭ মোহরাত্রি ৮ ঘোরা॥

---

১ স্বরবর্ণাত্মিকা বা স্বর্গাত্মিকা। ২ অক্ষররূপিণী বা অচ্যুতা।
৩ হ্রস্বদীর্ঘ প্লুতাত্মিকা। ৪ শুদ্ধ বাঞ্জনাত্মিকা। ৫ সত্বরজস্তমোভূতা।
৬ খণ্ডপ্রলয়। ৭ দৈনন্দিন প্রলয় বা ব্রহ্মরাত্রি।
৮ ব্রহ্মপ্রলয় মহাপ্রলয় বা বিষ্ণুরাত্রি।

হ্রীং-বীজা ঈশ্বরী লক্ষ্মী তুমি গো চেতনা।
লজ্জা বুদ্ধি তুষ্টি পুষ্টি শান্তি ধৈর্যাধনা॥
খড়্গ শূল ধনুর্বাণ শঙ্খ চক্র গদা।
ভূশুণ্ডী পরিঘা অস্ত্রে ভয়ঙ্করী সদা॥
সৌম্যা সৌম্যতরা তুমি অতীব সুন্দরী।
পরাৎপরা পরমা তুমি পরমেশ্বরী॥
যাহা কিছু সদসৎ দেখি বিশ্ব-মাঝে।
তা সবার শক্তি তুমি, স্তবে কিবা আছে॥
জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা যিনি।
তোমা হেতু এবে যোগ-নিদ্রা-গত তিনি॥
বিষ্ণু রুদ্রে মোরে, তুমি শরীর-ধারণ।
করাইছ, তবে আর করি কি স্তবন॥
অতএব স্ব-প্রভাবে হয়ে সন্তোষিত।
দুর্দ্ধর্ষ মধু-কৈটভে কর বিমোহিত॥
ত্বরা করি বিশ্ব-প্রভু অচ্যুতে জাগাও।
বধিতে অসুর-দ্বয়ে, বুদ্ধি তাঁরে দাও॥

সপ্তশতী স্তোত্রমালা মন্ত্র।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই সপ্তশতী স্তোত্রমালা মন্ত্রের ঋষিত্রয়, গায়ত্রী উষ্ণিক্ ও অনুষ্টুপ্ ইহার ত্রিবিধ ছন্দঃ, শ্রী মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী ইহার দেবতাত্রয়, নন্দা শাকম্ভরী ও ভীমা ইহার শক্তিত্রয়, রক্তদন্তিকা দুর্গা ও ভ্রামরী ইহার বীজত্রয়. অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য ইহার তত্ত্বত্রয় এবং ঋক্ যজুঃ ও সাম বেদ ইহার ধ্যানত্রয়। আমার সকল কামনার সিদ্ধি জন্য, এবং শ্রী মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী দেবতাত্রয়ের প্রীতির নিমিত্ত, এতৎ পাঠের প্রয়োজন।

অতঃপর সপ্তশত্যন্তর্গত কতিপয় শ্লোক-মন্ত্র দেহে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ন্যাস করা বিধেয়।

পাঠারম্ভে

শ্রীচণ্ডী বা দুর্গা দেবীর ধ্যান।

সৌদামিনী-প্রভা-সমা কান্তি যাঁর নিরুপমা,
ভীষণা, আসীনা যিনি মৃগেন্দ্র-কন্ধরে।
অসি চর্ম্ম হস্তে ধরি সেবে যাঁরে সহচরী
কুমারী-সংহতি সদা প্রফুল্ল-অন্তরে॥
বর পাশ ধনুর্ব্বাণ চর্ম্ম অসি খরশাণ
ধরি চক্র করে যিনি তর্জ্জনী দেখান।
যিনি তেজঃপুঞ্জাননা চন্দ্রচূড়া ত্রিনয়না,
সেই চণ্ডী দুর্গাদেবী, করি তাঁর ধ্যান॥

সপ্তশতী-স্তোত্রমালায়

দেবীর প্রথম-চরিত বর্ণন।

ব্রহ্মা এই প্রথম চরিতের ঋষি, মহাকালী ইহার দেবতা, গায়ত্রী ইহার চন্দঃ, নন্দা ইহার শক্তি, রক্তদন্তিকা ইহার বীজ, এবং অগ্নি ইহার তত্ব। ইহা ঋগ্বেদ-স্বরূপ, এবং শ্রীমহাকালী দেবীর প্রীতির জন্য ও ধর্ম্মলাভার্থ এতৎ পাঠের প্রয়োজন।

শ্রীমহাকালী দেবীর ধ্যান।

খড়্গ শূল চক্র গদা বাণ শরাসন সদা
ভূশুণ্ডী পরিঘ শঙ্খ ছিন্ন-মুণ্ড ধরি।
দশ ভুজে দশায়ুধ, দশ ত্রিনয়ন-মুখ,
দিব্য অলঙ্কারে শোভ' সর্ব্বাঙ্গ উপরি॥
ইন্দ্রনীল-প্রভা সম বর্ণ তব নিরুপম,
তুমি মহাকালী দেবী দশ-পদ-যুত।
হৈলে বিষ্ণু নিদ্রাগত, ব্রহ্মা যাঁরে স্তুতে কত,
নাশিতে মধু-কৈটভে হয়ে অভিভূত।
সেবি গো তামসি দেবি! মোহ হর দ্রুত॥

প্রথম অধ্যায়।

ওঁ চণ্ডিকা দেবীকে নমস্কার।

ওঁ ঐং

(১-৩).

মার্কণ্ডেয় মুনি (ভাগুরি বা ক্রৌষ্টুকি নামক শিষ্যকে) কহিতেছেন,' সবর্ণা নাম্নী সূর্য্য-পত্নী ছায়ার গর্ভজাত সূর্য্য-দেবের যে পুত্র ভবিষ্যতে অষ্টম মনু বলিয়া বিখ্যাত হইবেন, এবং তিনি যে প্রকারে মহতী ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আদ্যা-শক্তি মহামায়ার অনুগ্রহে সূর্য্য-সাবর্ণি নামক মন্বন্তরাধিপতিত্ব লাভ করিবার বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত আমি সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।"

(৪)

পূর্ব্বে স্বারোচিষ নামক দ্বিতীয় মনুর অন্তর (বা রাজত্ব) কালে (তদীয় পুত্র) চৈত্রের বংশে সঞ্জাত সুরথ নামধেয় রাজা সমস্ত ভূমণ্ডলের আধিপত্য করিয়াছিলেন।

(৫—৬)

তিনি প্রজাগণকে ঔরসাপত্য-নির্ব্বিশেষে সম্যক্‌রূপে পালন, ও দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে প্রবল দণ্ড বিধান করিতেন। কালক্রমে কতকগুলি ম্লেচ্ছ ভূপতি তাঁহার কোলা নাম্নী

একটি নগরীকে কোল-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সহিত বিধ্বস্ত করিয়া, তথায় তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সেই যুদ্ধে তাহারা হীনবল হইলেও, তাহাদিগের নিকট তিনি পরাজিত হয়েন।"

(৭—৮)

তখন তিনি সেই প্রবল শত্রুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক স্বকীয় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া নিজ-রাজ্যেই আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সার্ব্বভৌমত্ব লুপ্ত হইল, কারণ তখন তাঁহার মহাভাগ্যশ্রী অস্ফুট ভাবে ছিলেন। এখানেও তাঁহাকে এক্ষণে দুর্ব্বল দেখিয়া তাঁহার দুষ্টবুদ্ধি দুরাশয় কৃতঘ্ন অমাত্যবর্গ ক্রমে বলবান্ হইয়া উঠিল, এবং অচিরে তাঁহার অর্থ-ভাণ্ডার ও সৈন্যবলকে আত্মসাৎ করিল।"

(৯—১০)

হৃতাধিপত্য ও নিরুপায় হইয়া রাজা তখন একাকী একটি অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়া-ব্যপদেশে গহন বনের দিকে গমন করিলেন।' এবং তথায় দ্বিজবর সুমেধা (বা বশিষ্ঠ) মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, অনেকগুলি মুনি ও শিষ্য আশ্রমের শোভা সম্পাদন করিতেছেন, এবং মুনিবরের প্রভাবে ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ জন্তুগণ তথায় প্রশান্তভাবে বিচরণ করিতেছে।

(১১—১৬)

তথায় মুনিবর তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিয়া স্বীয় নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলে, তাঁহার অবসর কাল প্রতীক্ষায়, রাজা কিয়ৎকাল আশ্রমের ইতস্ততঃ বিচরণ করত,' মমত্বাকৃষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন,' হায়! যে রাজ্য এতদিন আমারই পূর্ব্বপুরুষগণ পালন করিতেন, এক্ষণে আমি তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলাম। আমার সেই অসচ্চরিত্র অমাত্যবর্গ এক্ষণে উহাকে ধর্ম্মভাবে পালন করিতেছে কি না।' আমার সেই শূরনামক বীর্য্যবান্ ও সতত মদজলস্রাবী হস্তীটি তাহার পরিচালক সহ এক্ষণে আমার শত্রুগণের হস্তগত হইল, জানি না এখন তাহার কিরূপই বা সেবা চলিতেছে।' আমার যে ভৃত্যবর্গ সর্ব্বদা আমারই অনুগত ছিল, যাহাদিগকে আমি প্রচুর বেতন ও ভোজ্যাদি দানে প্রসন্নতা দেখাইতাম, তাহারা নিশ্চয়ই এক্ষণে অন্যান্য ভূপতিগণের সেবায় রত হইয়াছে।' হায়! আমি অনেক কষ্টে কোষ,মধ্যে যে প্রভূত ধনরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলাম এক্ষণে উহা অমিতব্যয়ী শত্রুগণ শীঘ্রই সতত ও অযথা ব্যয়ে নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

(১৭—১৮)

সুরথ রাজা সেই ব্রহ্মর্ষির আশ্রমান্তিকে এবংবিধ বহুতর চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় একটি বৈশ্যকে

দেখিতে পাইয়া' জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তোমার এখানে আসিবার কারণ কি? তোমাকে শোকাকুল ও বিকলচিত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে কেন?

(১৯-২৫)

ভূপতির এই প্রকার সস্নেহ সম্ভাষণে বৈশ্য বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে উত্তর দিলেন;" মহারাজ! আমার নাম সমাধি, আমি জাতিতে বৈশ্য, আমার জন্ম ধনবান্ বণিক্ কুলে। ধনলোভে আমার অসাধু স্ত্রীপুত্রগণ আমাকে বাটী হইতে নিষ্কাসিত করিয়াছে,' এবং আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছে। এক্ষণে আমি স্বজনবিহীন ও আপ্তবন্ধুর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিতান্ত কাতরমনে এই বনে আগমন করিয়াছি।' অতপর এখানে রহিয়া আমি আমার স্ত্রীপুত্রগণের ও স্বজন বর্গের কুশলাকুশল বার্ত্তা কিছুই জানিতে পারিতেছি না।' এক্ষণে বাটীতে তাহাদের শান্তি বা.অশান্তি হইতেছে,' পুত্রগণ অত:পর সদ্বৃত্ত হইল, কি দুর্ব্বৃত্ত হইল, (এসকল কিছুই জানিতে না পারিয়া আমি নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও শোকাভিভূত হইতেছি)।

(২৬-২৮)

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন;' যে সকল লুব্ধ ও পাষণ্ড স্ত্রীপুত্রগণ তোমার ধন সম্পত্তি অপহরণ পূর্ব্বক তোমাকে নিরাকৃত করিল,' তাহাদের জন্য তোমার মনে আবার কেন স্নেহের উদয় হইতেছে?

(২৯ ৩৪)

বৈশ্য কহিলেন,' মহারাজ ! আপনি আমার বিষয়ে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য বটে ; কিন্তু কি করি, পরিবার-বর্গের প্রতি আমার মনে নির্দ্দয়তা আসিতেছে না।' যাহারা পতিস্নেহ পিতৃস্নেহ স্বজনস্নেহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ধনলোভে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিল, আমার মন আবার তাহাদেরই জন্য স্নেহযুক্ত হইতেছে।' হে মহাত্মন্! ভগ্নস্নেহ বন্ধুবর্গের প্রতি আমার মন যে এতাদৃশ স্নেহ-প্রবণ হইতেছে, ইহা জানিয়াও আমি ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছি না,' তাহাদের জন্য আমি সতত হা হুতাশ করিতেছি ও উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইতেছি।' হায় ! আমি কিছুতেই সেই স্নেহশূন্য পরিবারের প্রতি কঠোরমনা হইতে পারিতেছি না।

(৩৫ ৩৮)

মার্কণ্ডেয়মুনি ভাগুরিকে পুনরায় কহিতেছেন ;' হে দ্বিজবর, (অনন্তর সুমেধা ঋষির অবকাশ হইলে), সেই নৃপোত্তম সুরথ ও সমাধি নামক সেই বৈশ্য, উভয়ে একত্রে তাঁহার সম্মুখে আগমন করত" যথাবিধি ভক্তিসহকারে তাঁহাকে অভিবাদনাদি করিলে, (তাঁহার ইঙ্গিতমতে) আসনে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহারা মুনিবরের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

(৩৯-৪৫)

রাজা বলিলেন ;' ভগবন্! আমি চিত্তস্থৈর্য্যহীন হইয়া একটি বিষয়ে মনে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। মুনিবর! আমি এক্ষণে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি ; আমি বিলক্ষণ জানিতেছি যে, সে রাজ্য আর আমার নহে, কিন্তু তথাপি অজ্ঞের ন্যায় কেন রাজ্যের বিবিধ অঙ্গকে এখনও আমি 'আমার' 'আমার' বলিয়া বোধ করিতেছি ?"' এবং এই ব্যক্তি নিজ স্ত্রী পুত্র স্বজন ও ভৃত্যাদি কর্তৃক নিরাকৃত ও পরিত্যক্ত হইয়াও কেন আবার তাহাদের জন্য অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করিয়া শোকাভিভূত হইতেছে ?' আমরা উভয়ে দৃষ্টদোষ বিষয়েও মমত্বাকৃষ্ট হইয়া কেনই বা এ প্রকার কষ্টভোগ করিতেছি ?' হে মহাত্মন্! অবিবেকান্ধ ব্যক্তির যেপ্রকার মূঢ়তা জন্মে, তত্ত্বজ্ঞ হইয়া আমাদের দুইজনের কেন সেই প্রকার মোহ উপস্থিত হইল, আপনি ইহার তথ্যনির্দ্দেশ করিয়া আমাদের সংশয় নিবারণ করুন।

(৪৬-৫৮)

ঋষিবর উত্তর করিলেন ;' হে মহাভাগ মনুজশ্রেষ্ঠ! সকল জীবেরই স্বল্পাধিক ইন্দ্রিয়গত জ্ঞান আছে, অথচ ভিন্ন ভিন্ন জীবে এই ইন্দ্রিয়জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়।' পেচকাদি রাত্রিচর পক্ষিগণ দিবাভাগে অন্ধ থাকে, কাকাদি পক্ষী রাত্রিকালে অন্ধ হয়, আবার মার্জ্জারাদি

পশুগণের দৃষ্টিজ্ঞান দিবারাত্রই সমান থাকে।' আপনি ভাবিতেছেন যে কেবল মনুষ্যগণই ধীশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী, কিন্তু পশু পক্ষ্যাদি জীবেরও বিলক্ষণ ধীশক্তির লক্ষণ দেখা যায়।' মনুষ্যগণের মৃগপক্ষীর ন্যায় এবং মৃগপক্ষীরও মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞান আছে, সুতরাং সকলেরই জ্ঞান তুল্য।' কিন্তু এবংবিধ জ্ঞান সত্ত্বেও দেখুন, পক্ষিগণ স্বয়ং ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়াও, কোন প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়াও, মোহ বশতঃ কত আদরের সহিত শাবকের চঞ্চুপুটে স্বীয় আহার্য্য তণ্ডুলকণাদি প্রদান করিয়া অপত্যস্নেহ প্রকাশ করে।' আবার দেখুন, মনুষ্যগণ প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় স্ব স্ব সন্তানের লালন পালন জন্য স্নেহ ও বাৎসল্য প্রকাশ পূর্ব্বক কতই ত্যাগ স্বীকার করে ও দুঃখ পায়।' তাহারা সংসারের এবংবিধ পরিদৃশ্যমান বিড়ম্বনা দেখিয়াও যে ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করে না, তাহার কারণ এই যে, সংসারের প্রবাহরক্ষা-কারিণী ভগবতী মহামায়ার প্রভাবেই জীবগণ মমতারূপ আবর্ত্তে ভ্রাম্যমাণ হইয়া মোহরূপ গর্ত্তে নিপতিত হইতেছে।' সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় কিছুই নাই। এই মহামায়াই আবার জগৎপালয়িতা বিষ্ণুর যোগনিদ্রাস্বরূপা, সমস্ত জগৎ তাঁহারই দ্বারা সম্মোহিত হইয়া রহিয়াছে' সেই স্বপ্রকাশা সর্ব্বশক্তিমতী মহামায়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণেরও চিত্ত সবলে

আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিমোহিত করেন।' তিনিই এই চরাচর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, আবার তিনিই প্রসন্না হইলে মনুষ্যগণকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবার বর প্রদান করেন।' তিনি অবিদ্যা ও বিদ্যারূপিণী। অবিদ্যা-রূপে তিনি তত্ত্বজ্ঞান-বিরোধিনী বৈষ্ণবী মায়া, তিনি অধ্রুবা ও সতত পরিবর্ত্তনশীল প্রপঞ্চেরই জ্ঞানদায়িনী, তিনি বিভবাদি সর্বৈশ্বর্য্য বিধায়িনী, সংসার-বন্ধ-কারিণী, ও জীবের অপবর্গ-লাভ-নিবারিণী হয়েন। আবার বিদ্যারূপে সেই বৈষ্ণবী মায়া প্রপঞ্চাতীত-ব্রহ্মজ্ঞান-দায়িনী, নিত্যা, সনাতনী, আত্মতত্ত্ব-বিধায়িনী, সর্ব্বশক্তিমতী ও সর্ব্বব্যাপিনী, তিনি সংসার-বন্ধগত জীবের ভবমুক্তি-সাধিনী পরমা দেবী।"

(৫৯-৬২)

তখন সুরথ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,' হে ভগবন্! আপনি যে মহামায়া দেবীর কথা বলিলেন, তিনি কে, 'তাঁহার উৎপত্তি কোথায়, তাঁহার কর্ম্ম কিরূপ,' তাঁহার প্রভাবই বা কেমন, এবং তাঁহার স্বরূপই বা কি?' এই সকল বিষয় আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি। দ্বিজবর! আপনি ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(৬৩-৬৬)

সুমেধা ঋষি কহিলেন,' মহারাজ! তিনি নিত্যা, তাঁহার জন্মাদি নাই, তাঁহার প্রাকৃত মূর্ত্তিও নাই; এই বিশ্বপ্রকাশই

তাঁহার মূর্ত্তি-স্বরূপ, এবং ইহাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমানা।' নিত্যা হইয়াও তিনি দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য যখনই আবির্ভূতা বা প্রকটিতা হয়েন, লোকে তখনই তাঁহাকে উৎপন্না বলিয়া উল্লেখ করে, সুতরাং তাঁহার উৎপত্তি বিষয়ক নানা কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।"

(৬৭-৭১)

পূর্ব্বকল্পাবসানের পর প্রলয় কালে সমস্ত জগৎ কেবল-মাত্র কারণ-জলে পরিণত হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু স্বপ্রভাব সংহরণ পূর্ব্বক, সেই কারণার্ণবে অনন্তশয্যা বিস্তার করত, তাহাতে শয়ান হইয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলেন।' অনন্তর তদবসানপ্রায় সময়ে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ভাবী কল্পের সৃষ্টিবিধাতা ব্রহ্মা উদ্ভূত হইলেন। কিন্তু তৎকালে তদীয় কার্য্যের ঘোরবিঘ্নরূপী মধু ও কৈটভ নামক দুইটি উগ্রদর্শন অসুর বিষ্ণুর মায়িক কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইল।' কমলযোনি সেই নাভিপদ্মে থাকিয়াই দেখিলেন যে, সেই ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয় তাঁহার বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে, এবং সর্ব্বশক্তিমান্, বিশ্বপাতা জনার্দ্দন বিষ্ণুও তখন তামস-যোগনিদ্রাভিভূত হইয়া রহিয়াছেন।' তিনি অনন্যোপায় হইয়া বিষ্ণুকে জাগরিত করিবার জন্য, জগতের স্থিতি-সংহার-কারিণী বিশ্বে-শ্বরী জগজ্জননী, সেই হরিনেত্র-নিবাসিনী নিরুপমা বিষ্ণু-

নিদ্রা-রূপিণী ভগবতী মহারাত্রি যোগনিদ্রা দেবীর তুষ্টিসাধনে স্বীয় সামর্থ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।"

(৭২)

স্তবিলেন পদ্মযোনি।

(৭৩)

দেব-তৃপ্তি স্বাহা তুমি, পিতৃ-তৃপ্তি স্বধা।
যজ্ঞমন্ত্র বষট্‌কার, স্বরাত্মিকা সুধা॥
অক্ষরা তুমি মা নিত্যা ত্রিধা মাত্রাভূতা।

(৭৪)

নাদ-রূপা অনুচ্চার্য্যা অর্দ্ধমাত্রাযুতা॥
সাবিত্রী গায়ত্রী তুমি, তুমি সরস্বতী!
সন্ধ্যা-মন্ত্র তুমি গো মা বেদমাতা সতী॥

(৭৫)

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহরণ-কর্ত্রী।
বিশ্ব-ধাত্রী তুমি মাত্র, তুমি সর্ব্ব-দাত্রী॥

(৭৬)

সৃষ্টি-রূপা সৃজনে, পালনে স্থিতি-রূপা।
তদন্তে সংহৃতি-রূপা, তুমি বিশ্ব-ব্যাপা॥

(৭৭)

মহাবিদ্যা মহামায়া ধী-স্মৃতিতে মহা।
মহাদেবী মহাসুরী তুমি মহামোহা॥

(৭৮)

ত্রিগুণা প্রকৃতি তুমি সকল-সংহরা।
কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রি ঘোরা॥

(৭৯)

হ্রীং বীজা ঈশ্বরী লক্ষ্মী তুমি গো চেতনা।
লজ্জা বুদ্ধি তুষ্টি পুষ্টি শান্তি ধৈর্যাধনা॥

(৮০)

খড়্গ শূল ধনুর্ব্বাণ শঙ্খ চক্র গদা।
ভূশুণ্ডী পরিঘা অস্ত্রে ভয়ঙ্করী সদা॥

(৮১)

সৌম্যা সৌম্যতরা তুমি অতীব-সুন্দরী।
পরাৎপরা পরমা তুমি পরমেশ্বরী॥

(৮২)

যাহা কিছু সদসৎ দেখি বিশ্ব-মাঝে।
তা সবার শক্তি তুমি, স্তবে কিবা আছে॥

(৮৩)

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা যিনি।
তোমা হেতু এবে যোগ-নিদ্রা-গত তিনি॥

(৮৪)

বিষ্ণু-রুদ্রে, মোরে, তুমি শরীর-ধারণ।
করাইছ, তবে আর করি কি স্তবন॥

(৮৫)

অতএব স্ব-প্রভাবে হয়ে সন্তোষিত।
দুর্দ্ধর্ষ মধু-কৈটভে কর বিমোহিত॥

(৮৬-৮৭)

ত্বরা করি বিশ্ব-প্রভু অচ্যুতে জাগাও।
বধিতে অসুর-দ্বয়ে বুদ্ধি তাঁরে দাও॥

(৮৮-৯৩)

ঋষিবর পুনরায় কহিতে লাগিলেন,' মহারাজ ! তখন সেই প্রলয়ান্ধকার-রূপিণী তামসী দেবী অব্যক্ত-জন্মা ও অপ্রকটিত-কর্ম্মা বিধাতা কর্ত্তৃক এবম্ভূত স্তব পাঠে সন্তোষিত হইয়া, দুর্জ্জয় মধুকৈটভের বিনাশার্থ যোগনিদ্রাগত বিষ্ণুকে প্রবোধিত করিবার জন্য,' তাঁহার বাহু বক্ষঃ হৃদয় মুখ নাসিকা চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গ প্রত,ঙ্গ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া দর্শন পথে আবির্ভূতা হইলেন।' জগৎপাতা জনার্দ্দন বিষ্ণুও অমনি ত্যক্ত-যোগনিদ্র হইয়া শেষশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করত, দেখিলেন' যে, সেই একার্ণব মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত মধু ও কৈটভ নামক দুর্বৃত্ত অসুরদ্বয় ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া ব্রহ্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইতেছে।' তখন ভগবান্ হরি সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া সেই দুই অসুরের সহিত পঞ্চসহস্র বৎসর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

(৯৪-৯৫)

অনন্তর অসুরদ্বয়, ভগবতী মহামায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া বলদর্পে নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল,' এবং নারায়ণকে কহিল, যদি তোমার কোন বরলাভে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে প্রার্থনা কর।

(৯৬-৯৮)

ভগবান্ কহিলেন,' যদ্যপি তোমরা এক্ষণে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে তোমরা দুইজনে আমার বধ্য হও,' এই আমার প্রার্থনা, অন্য বরে প্রয়োজন কি?

(৯৯-১০১)

ঋষি কহিলেন,' সেই অসুরদ্বয় বরদান প্রতিজ্ঞায় এই রূপে বঞ্চিত হইয়া কমল-লোচন বিষ্ণুকে সদর্পে উত্তর করিল, (যুদ্ধে আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার হাতে মৃত্যু আমাদের শ্লাঘারই বিষয়) যাহা হউক, এক্ষণে ত সমুদয় জগৎ জলময় দেখিতেছি, যদি কোথাও স্থলভাগ জলমগ্ন না থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানে আমাদিগকে বধ কর॥"

(১০২-১০৩)

ঋষি কহিলেন,' তখন শঙ্খ-চক্র-গদায়ুধ ধারী ভগবান্ বিষ্ণু "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া, স্বীয় উদরের নিম্ন ভাগটি সেই কারণার্ণবের উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক, তদুপরি স্বীয় সুদর্শন চক্র দ্বারা সেই দুই অসুরের শিরশ্ছেদন করিলেন।

(১০৪)

অতএব ভগবতী মহামায়া দেবী ব্রহ্মার স্তবে এইরূপে স্বয়ংই আবির্ভূতা বা উৎপন্না হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবের বিষয় পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

ঐং ওঁ।

প্রথম মাহাত্ম্যের তাৎপর্য্য।

সৃষ্টির প্রাক্‌কালে চরাচর সমস্ত বস্তুই সূক্ষ্মবীজ ভাবে বর্ত্তমান থাকে। সেই সূক্ষ্মবীজই এই কারণ-জলের একার্ণব মাত্র। অনন্ত-শক্তি ভগবান্‌ও তখন সংহৃত শক্তি হইয়া অব্যক্তভাবে সেই বীজরূপী কারণার্ণবে প্রচ্ছন্ন থাকেন। ইহাকেই কহে যে, প্রলয় কালে বিষ্ণু একার্ণবীভূত কারণজলে অনন্ত-শয্যায় যোগনিদ্রাবলম্বনে শয়ান থাকেন। সৃষ্টির উপক্রমে তাঁহার সেই শক্তি কার্য্যোন্মুখতা বশতঃ প্রজাপতি ব্রহ্মারূপে তাঁহারই অভ্যন্তর হইতে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তখন সেই কারণ-জলরাশি বিলোড়িত, তেজঃসম্পন্ন ও ঘনীভূত হইয়া স্থূলভূতে পরিণত হইতে থাকে, এবং ক্রমে ইহা জলন্ত উত্তপ্ত দ্রবধাতুময় তরল অণ্ডাকার ধারণ করে। তৎকালে ইহা হইতে ক্রমান্বয়ে পুনঃপুন যে জলন্ত উষ্মা উত্থিত, এবং পরে কিঞ্চিৎ হ্রস্বতাপ হইয়া যে উষ্ণবৃষ্টি বর্ষিত হইত, সুতরাং তখন সেই উত্তপ্ত তরলাণ্ডে যে

অন্য কিছুই প্রকাশিত হইতে পারিত না, ইহার সেই তাৎ-কালিক কর্ণমলবৎ উত্থোত্থান ও উষ্ণবৃষ্টিই মধু ও কৈটভ নামক ব্রহ্মদ্বেষী অসুরদ্বয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভগবৎ-প্রতিষ্ঠিত নৈসর্গিক নিয়মপ্রভাবে সুদীর্ঘকালক্রমে সেই উত্তপ্ত তরলাণ্ডের উপরিভাগ শীতল হইয়া নারিকেলের মালার ন্যায় কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তখন সেই জ্বলন্ত উষ্মা ও উষ্ণ বৃষ্টিও নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু উত্তপ্ত দ্রব পদার্থ সংঘাত-কঠিন হইবার পূর্ব্বে কোন একটি স্থূল পদার্থের আশ্রয় অপেক্ষা করে, এই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে দৈবমাণে পঞ্চ সহস্র বর্ষ যুদ্ধের পর এই অসুরদ্বয় বিমোহিত বা তেজোভ্রষ্ট হইল, এবং ইহাদিগের বধসাধনের জন্য স্থলভাগের প্রয়োজন হইলে, বিষ্ণু তাঁহার মায়িক জঘন-দেশকে কারণার্ণবের উপরিভাগে উত্তোলন করিয়া তথায় তাহাদিগের বধ সাধন করিলেন। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, যে ইহাদিগের মৃত্যুর পর,

"মধুকৈটভয়ো রাসী মেদসৈব পরিপ্লুতা।
তেনেয়ং মেদিনী দেবি প্রোচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥"

অর্থাৎ, মধুকৈটভের মেদোরাশি দ্বারা পৃথিবী সর্ব্বতো-ভাবে আবৃত হইয়াছিল বলিয়া, ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে মেদিনী নামে অভিহিত করেন।

পৃথিবী এই রূপে কঠিনাবরণ প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে জল স্থলে বিভক্ত, বায়ু-সাগরে পরিবৃত ও বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জে

সুশোভিত হইয়া ক্রমশঃ জীবগণের উপযুক্ত আবাস স্থল হইল। ভগবচ্ছক্তি-রূপা চণ্ডী দেবীর ইহাই প্রথম মাহাত্ম্য, এবং ইহাই তাঁহার মহাকালী নাম্নী তামসী অভিব্যক্তি। নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ, মোহ এই সকলই তমোগুণের কার্য্য; সুতরাং এই তামসী দেবী যে বিষ্ণুকে যোগনিদ্রাগত ও তাঁহাকে তাহা হইতে উদ্বোধিত, এবং বলদর্পিত অসুরদ্বয়কে স্ব স্ব মৃত্যু সাধনের নিমিত্ত বিমোহিত করিয়াছিলেন মাত্র, তাহা নহে। কিন্তু বিষ্ণুও যে প্রবুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের সহিত সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে বধ করেন, তাহাও বাস্তবিক পক্ষে তদীয় শক্তিরূপা এই মহামায়া কর্ত্তৃকই সাধিত হইয়াছিল। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে,

এবৈকব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য
ভিন্না চতুর্ধা বিনিযোগ-কালে।
ভোগে ভবানী, পুরুষেষু বিষ্ণুঃ,
কোপেষু কালী, সমরেষু দুর্গা॥

অর্থাৎ, পরব্রহ্মের একমাত্র শক্তি কার্য্যকালে আবশ্যক মতে চারি প্রকারে আবির্ভূত হয়েন; যথা, ভোগকালে ভবানীমূর্ত্তি, পুরুষকারে বিষ্ণুমূর্ত্তি, কোপ প্রকাশে কালীমূর্ত্তি, ও সমর বিজয়ে দুর্গামূর্ত্তি ধারণ করেন। সুতরাং সেই নিদ্রারূপিণী তামসী মহাকালীই বিষ্ণুরূপে আবির্ভূতা হইয়া মধুকৈটভকে বধ করিয়াছিলেন।

দেবীর মধ্যম চরিত বর্ণন।

বিষ্ণু এই মধ্যম চরিতের ঋষি, মহালক্ষ্মী ইহার দেবতা, উষ্ণিক্ ইহার ছন্দঃ, শাকম্ভরী ইহার শক্তি, দুর্গা ইহার বীজ এবং বায়ু ইহার তত্ত্ব। ইহা যজুর্ব্বেদ স্বরূপ এবং শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর প্রীতির জন্য ও অর্থ লাভার্থে এতৎপাঠের প্রয়োজন।

শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর ধ্যান।

অক্ষ-মালা পদ্ম শঙ্খ ঘণ্টা কমণ্ডলু দণ্ড
সুধা-পাত্র ধনুর্বাণ চক্র সুদর্শন।
গদা শূল নাগ-পাশ কুলিশ দানব-ত্রাস
অসি চর্ম্ম শক্তি আর পরশু ভীষণ॥
অষ্টাদশ ভুজে এই আয়ুধাদি ধরি যেই
বধেন মহিষাসুরে প্রবাল-বরণা।
মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি ধরি, ইহলোকে অবতরি,
পদ্মাসনা নীল-ভুজা যিনি শ্বেতাননা।
সর্ব্বাদ্যা ত্রিগুণা, তাঁর করি উপাসনা॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ওঁ চণ্ডিকাদেবীকে নমস্কার।

ওঁ হ্রীং।

(১০৫-১০৭)

ঋষি কহিলেন মহারাজ!' পূর্ব্বে (স্বায়ম্ভুব নামক প্রথম মন্বন্তর কালে) পুরন্দর নামক ইন্দ্র দেবরাজ হইয়াছিলেন, এবং (বিপ্রচিত্তি নামক দৈত্যের মাহিষ্মতী নাম্নী কন্যা, যিনি সিন্ধুদ্বীপ নামক ঋষিকর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া মহিষাকার প্রাপ্তা, এবং তাঁহারই প্রস্খলিত বীর্য্য পান করিয়া গর্ভবতী হয়েন, তদ্গর্ভজাত) দুর্দ্দান্ত মহিষ অসুরগণের অধিপতি হইয়াছিল। সেই সময়ে দেবাসুরগণে শত-বর্ষ-ব্যাপী বিষম যুদ্ধ হয়।' এবং যুদ্ধে মহাবীর্য্য অসুরগণ কর্ত্তৃক দেবগণ পরাজিত হইয়াছিলেন, এবং মহিষাসুর ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিল।

(১০৮-১১৫)

অনন্তর দেবতারা পরাজিত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মহেশ ও বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন।' তথায় তাঁহারা আপনাদিগের পরাজয়বার্ত্তা ও তাঁহাদিগের উপর মহিষাসুরের ঔদ্ধত্য ব্যবহার বিষয়ক সমস্ত কথা তাঁহাদিগকে আনুপূর্ব্বিক কহিতে লাগিলেন।' বলিলেন

যে, দুরাত্মা মহিষাসুর এক্ষণে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, পবন, বরুণ, যম প্রভৃতি সকল দেবতাকেই স্ব স্ব অধিকার হইতে ভ্রষ্ট করিয়া, স্বয়ং সেই সকল অধিকার গ্রহণ করিয়াছে।' দেবগণ স্বর্গলোক হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অগত্যা পৃথিবীতে মর্ত্ত্য-জীবের ন্যায় অতি দীনভাবে বিচরণ করিতেছেন।' প্রভো ! এই আমরা আপনাদিগকে সেই দেবশত্রু মহিষের বিষয় সমস্ত কহিলাম, এক্ষণে যাহাতে সেই দুর্জ্জয় অসুরের শীঘ্র নিপাত হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ করুন। আমরা আপনাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি।

(১১৩-১১৬)

দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে ক্রোধে বিষ্ণু ও শঙ্করের ভ্রুকুটীভঙ্গ হইতে লাগিল।' অবশেষে তাঁহারা নিতান্ত কোপপরিপূর্ণ হইলে, তাঁহাদিগের ও ব্রহ্মার মুখ হইতে অতীব তীব্র তেজ নিঃসারিত হইল।' তখন ইন্দ্রাদি অপরাপর দেবগণেরও শরীর হইতে ক্রোধে অভূত-পূর্ব্ব তেজ নির্গত হইতে লাগিল, এবং সেই সকল তেজ একত্রীভূত হইয়া' জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় সুবিশাল তেজঃপিণ্ড দৃষ্টিগোচর হইল, ও তাহার রশ্মি দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

(১১৭-১২২)

অনন্তর সেই সর্ব্বদেব-শরীর-বিনিঃসৃত পুঞ্জীভূত অপূর্ব্ব

তেজোরাশি ক্রমে নারীমূর্ত্তি ধারণ করত আলোকচ্ছটায় ভূলোক অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে পরিব্যাপ্ত হইল।' সেই তেজোময়ী নারীমূর্ত্তির মুখমণ্ডল শঙ্করের তেজে, দন্তপংক্তি দক্ষাদি প্রজাপতিগণের তেজে, নাসিকা কুবেরের তেজে, নয়নত্রয় অগ্নির তেজে, ভ্রূদ্বয় সন্ধ্যার তেজে, কর্ণদ্বয় পবনের তেজে, কেশচয় যমের তেজে, বাহুসকল বিষ্ণুর তেজে, করাঙ্গুলি অষ্টবসুর তেজে, স্তনযুগল চন্দ্রের তেজে, কটিদেশ ইন্দ্রের তেজে, নিতম্ব পৃথিবীর তেজে, ঊরু ও জঙ্ঘা বরুণের তেজে, পাদদ্বয় ব্রহ্মার তেজে, ও পদাঙ্গুলি সূর্য্যের তেজে সমুদ্ভূত হইল। এইরূপে, এবং অন্যান্য দেবগণের তেজঃ-সম্মিলনে সেই মঙ্গলময়ী দেবীর আবির্ভাব হইল।

(১২৩ ১৩৪)

তদনন্তর মহিষাসুর-প্রপীড়িত অমরগণ তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় শরীর হইতে বিনিঃসৃত তেজঃপুঞ্জে সমুদ্ভূতা সেই মহালক্ষ্মী দেবীকে সন্দর্শন করিয়া, প্রভূত আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন,' এবং তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিবিধ রত্নাভরণ, ও জয়োৎসুক চিত্তে স্ব স্ব আয়ুধাদি হইতে নিষ্কর্ষিত করিয়া তাঁহার অষ্টাদশ হস্তে অষ্টাদশ প্রকার তেজোময় আয়ুধ প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীয় অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার গদা ও চক্র, পিনাকপাণি শঙ্কর তাঁহার শূল, দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র তদীয় বজ্র ও

ঐরাবত-কণ্ঠলগ্ন জয়ঘণ্টা, অগ্নি তাঁহার শক্তি, যম তাঁহার দণ্ড, কালদেব তাঁহার সুতীক্ষ্ণ উজ্জ্বল খড়্গ ও চর্ম্ম, বরুণ তাঁহার পাশ ও শঙ্খ, পবন একটি ধনু ও অক্ষয় বাণপূর্ণ তূণীরদ্বয়, কুবের একটি সুরাপূর্ণ পানপাত্র, বিশ্বকর্ম্মা অভেদ্য বর্ম্ম ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রসহ একখানি নির্ম্মল খর-শাণ পরশু, এবং জলধি সমুদ্র তাঁহার একটি হস্তে একটি সুন্দর পদ্মপুষ্প ও কণ্ঠে ও শিরোদেশে এক এক গাছি চিরপ্রস্ফুটিত অম্লান কমলমালা সাদরে প্রদান করিলেন। রত্নাকর ক্ষীরোদ সাগর তাঁহার মস্তকে চূড়ামণি, সীমন্তে শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে গ্রৈবেয়ক, বক্ষে সুনির্ম্মল হারাবলি, বাহুগুলিতে কেয়ূর ও কটকাদি, অঙ্গুলিসকলে রত্নাঙ্গুরীয়ক, পদদ্বয়ে নূপুর, ও পরিধানে সুন্দর বস্ত্রযুগল প্রদান করিলেন। ধরাধারণকারী অনন্তদেব তাঁহাকে মহামণি-বিভূষিত নাগহার, ও পর্ব্বতরাজ হিমালয় তাঁহাকে বিবিধ রত্ন ও বাহনরূপী সিংহটি উপহার দিলেন।

(১৩৫-১৩৮)

এইরূপে অন্যান্য দেবগণও দেবীকে বিবিধ অলঙ্কার ও আয়ুধে সাদরে সুসজ্জীকৃত করিলে, তিনি আনন্দে অট্টহাস পূর্ব্বক মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।' তাঁহার সেই অপরিমেয় 'গম্ভীরোৎকট সিংহনাদে সমগ্র আকাশমণ্ডল বিষম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,' এবং তাহাতে লোক-

মণ্ডল চমকিত, সমুদ্র উচ্ছলিত, বসুন্ধরা বিকম্পিত, ও ভূধরসকল দোদুল্যমান হইতে লাগিল।' তখন দেবগণ আনন্দে সেই সিংহবাহিনী দেবীর জয়ধ্বনি এবং মুনিগণ ভক্তিগদগদচিত্তে ও আনতমস্তকে তাঁহার স্তবগান করিতে লাগিলেন।

(১৩৯).

অমরারি দৈত্যগণ এইরূপে ত্রিভুবনের সমস্ত বস্তুকে বিক্ষোভিত হইতে দেখিয়া সজ্জীভূত সৈন্য সমভিব্যাহারে অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল।

(১৪০-১৪৩)

অসুরাধিপতি মহিষ তখন সক্রোধে "আঃ এ কি উৎপাত!" এই বলিয়া, অসংখ্য অসুরগণের সহিত সেই মহাশব্দকে লক্ষ্য করত ধাবমান হইয়া' দেখিল যে, মহালক্ষ্মী দেবী তেজঃপ্রভায় ত্রিলোক উদ্ভাসিত, মুকুটে গগনতল উৎকীরিত, পদভরে পৃথ্বীতল আনত,' ও ধনুষ্টঙ্কারে রসাতল বিকম্পিত করিতেছেন, এবং দিঙ্মণ্ডলে সহস্র বাহু প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন।' অনন্তর সেই দেবীর সহিত অসুরগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহাতে বহুধামুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রভায় দশদিক্ চমকিত হইতে লাগিল।

(১৪৪-১৫২)

অসুরসেনাপতিগণ স্ব স্ব সৈন্যে সমবেত হইয়া যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইল। চতুরঙ্গ সৈন্যসমন্বিত চিক্ষুর ও চামর, ষষ্টি সহস্র রথি-সমভিব্যাহারে উদগ্র, কোটিসৈন্য পরিবৃত মহাহনু, পঞ্চকোটিসৈন্যযুক্ত অসিলোমা, ষষ্টিলক্ষ সৈন্য বেষ্টিত বাস্কল, বহুসহস্র গজবাজি ও এক কোটি রথি-সমবেত উগ্রদর্শন, পঞ্চকোটি রথিসংযুক্ত বিড়াল, অযুত অযুত অশ্ব হস্তী রথ পরিবৃত অন্যান্য বহুতর মহাসুরগণ, এবং কোটি কোটি চতুরঙ্গ সৈন্যসহ স্বয়ং মহিষাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়া, তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুষল, খড়্গ, পরশু, পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এবং তাঁহাকে নিধন করিবার মানসে, কেহ কেহ শক্তিনিক্ষেপ, কেহ কেহ পাশপ্রয়োগ, এবং কেহ কেহ খড়্গাঘাত করিতে আরম্ভ করিল।

(১৫৩-১৫৪)

কিন্তু চণ্ডীদেবী স্বীয় অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগে অসুরগণের প্রযুক্ত শস্ত্রাস্ত্র সকলকে যেন ক্রীড়াপূর্ব্বকই ছেদন করিতে,' এবং প্রফুল্ল বদনে ও অনায়াসে তাহাদিগের দেহে বহুতর অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপে সমর্থবর্ত্তা হইয়া দেবর্ষিগণ দ্বারা স্তূয়মানা হইতে লাগিলেন।

(১৫৫)

তাঁহার বাহন সেই সিংহটিও ক্রোধে কম্পিত-কেশর হইয়া, বনমধ্যে দাবাগ্নির ন্যায়, সেই অসুরসৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

(১৫৬-১৫৮)

দেবী যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রোধে যে উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ শত শত সহস্র সহস্র প্রমথাদি গণরূপে সমুদ্ভূত হইয়া,' হস্তে পরশু, পাট্টিশ, ভিন্দিপাল, খড়্গ প্রভৃতি আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল, এবং দেবীর শক্তিতে উত্তেজিত হইয়া, কাহারাও বা অসুরগণকে বধ করিতে,' এবং কাহারা'ও বা যুদ্ধমহোৎসবে পটহ মৃদঙ্গ বা শঙ্খাদি বাদ্য বাদন করিতে লাগিল।

(১৫৯-১৬০)

অনন্তর সেই মহাদেবী শত শত মহাসুরের কাহাকে বা ত্রিশূলবেধে, কাহাকে বা গদাঘাতে, কাহাকে বা খড়্গ-প্রহারে, ও কাহাকে বা শক্তিবর্ষণে, বধ করিতে লাগিলেন।' তিনি কাহাকেও বা ঘণ্টানাদে বিমোহিত এবং কাহাকেও বা পাশবন্ধনে আকর্ষণ করত ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন।

(১৬১-১৬৮)

তখন অসুরগণের মধ্যে কেহ কেহ তীক্ষ্ণ খড়্গপ্রহারে দ্বিখণ্ডিত, ও কেহ কেহ গদাঘাতে ভূমিশায়িত হইল।' কেহ কেহ মুষলাহত হইয়া রুধিরোদ্বমন করিতে লাগিল, এবং কেহ কেহ বক্ষোদেশে শূলবিদ্ধ হইয়া নিহত হইল।' সৈন্যাগ্রবর্ত্তী কোন কোন অসুর শল্লকীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে শর-

জালে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।' কাহারও বা বাহু, কাহারও বা গ্রীবাদেশ ছিন্ন হইল, কাহারও মুণ্ড নিপতিত এবং কাহারও বা কটিদেশ বিদারিত হইল।' কেহ বা ভগ্ন-জঙ্ঘ হইয়া ধরাশায়ী হইল, এবং কেহ কেহ বা দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া একাক্ষি একবাহু ও একচরণ হইল।' কেহ কেহ ছিন্নমুণ্ড হইয়া পতিত হইল, এবং তাহাদের কবন্ধ দেহ পুনরুত্থিত হইয়া আয়ুধ-হস্তে দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই ছিন্নমুণ্ড কবন্ধদিগের মধ্যে কোন কোনটি নৃত্য করিতে, কোন কোনটি বিবিধ বাদ্য বাজাইতে লাগিল,' এবং কোন কোনটি যুদ্ধার্থ হস্তে খড়্গ শক্তি ঋষ্টি প্রভৃতি আয়ুধ ধারণ করিল ও তাহাদের ছিন্ন মুণ্ড দেবীকে "থাক থাক" বলিতে লাগিল।

(১৬৯-১৭০)

সেই মহারণস্থলে এতাদৃশ অসংখ্য রথ হস্তী অশ্ব ও অসুর নিপাতিত হইল যে, তথায় গমনাগমনের পথ রহিল না,' এবং ছিন্ন-ভিন্ন অসুর ও অশ্ব হস্তীর রক্তস্রোতে অসুর সৈন্যের মধ্য দিয়া কত কত নদী বহিতে লাগিল।

(১৭১-১৭২)

ফলতঃ বহ্নি যেরূপ স্তূপাকার তৃণ কাষ্ঠকে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মীভূত করে, অম্বিকা দেবীও তদ্রূপ অসুরগণের সেই মহাসৈন্যকে অতিশীঘ্রই নিহত করিলেন।' তাঁহার

সেই রণোন্মত্ত সিংহটিও কম্পিত-কেশর হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে দেবশত্রুগণের শরীর হইতে যেন তাহাদিগের জীবন-কলিকা বিচ্যুত করিতে লাগিল।

(১৭৩)

অসুরগণের সহিত দেবীর ও তদীয় প্রমথগণের এবম্প্রকার ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইল, যে তাহা দেখিয়া স্বর্গে দেবগণ অত্যন্ত আহ্লাদে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ওঁ চণ্ডিকাদেবীকে নমস্কার।

(১৭৪-১৮৩)

সুমেধা ঋষি কহিতে লাগিলেন, মহারাজ!' অনন্তর অসুরসৈন্যগণ হত হইল দেখিয়া, সেনাপতি চিক্ষুর নামক মহাসুর সক্রোধে অম্বিকা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল,' এবং মেঘ যেমন সুমেরু শিখরে অজস্র বারিবর্ষণ করে, তেমনি সে দেবীর প্রতি অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।' কিন্তু দেবী যেন কৌতুকের ন্যায়ই অনায়াসে স্বীয় বাণ দ্বারা তাহার সেই শরজাল ছেদন পূর্ব্বক তাহার রথের অশ্বদিগকে ও সারথিকেও বধ করিলেন।' তদনন্তর তাহার রথের উন্নত ধ্বজা ও হস্তের বৃহৎ শরাসনও বাণাঘাতে ছেদন করিয়া, পরিশেষে তাহার গাত্রে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন।' চিক্ষুরাসুর তখন ভগ্নরথ হতাশ্ব হত-সারথি ও ছিন্নধন্বা হইয়া খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক দেবীর নিকট ধাবমান হইল,' এবং তাঁহার সিংহের মস্তকে তীক্ষ্ণধার খড়্গ প্রহার করত দেবীর বামহস্তে প্রভূত বেগে আঘাত করিল।' কিন্তু সেই খড়্গটি দেবীর হস্তস্পর্শ মাত্রেই ভগ্ন হইয়া গেল। তখন সেই মহাসুর ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া একটি তেজঃপুঞ্জ শূল গ্রহণ করত' ভদ্রকালী দেবীর

প্রতি নিক্ষেপ করিলে, বোধ হইল যেন আকাশতলে সূর্য্যবিম্ব ধাবিত হইতেছে।' দেবীও সেই শূলকে ধাবমান দেখিয়া স্বকীয় শূল ক্ষেপণ করিলেন, এবং তাহাতেই সেই অসুর-নিক্ষিপ্ত শূলটি শতখণ্ডে চূর্ণ ও সেই মহাসুরও নিধন প্রাপ্ত হইল।

(১৮৪-১৮৯)

মহিষাসুরের মহাবল পরাক্রান্ত সেনাপতি চিক্ষুর এইরূপে নিহত হইলে, চামর নামক অন্যতম অসুর-সেনানী গজা-রোহণে রণস্থলে আগমন করিল,' এবং দ্রুতবেগে অম্বিকা-দেবীর প্রতি শক্তি নামক অস্ত্র প্রয়োগ করিল। কিন্তু দেবীর হুঙ্কারমাত্রেই সেই শক্তি নিস্তেজ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।' শক্তিকে ভগ্ন ও পতিত হইতে দেখিয়া, চামর সক্রোধে শূল নিক্ষেপ করিল, কিন্তু তাহাও দেবীর শরে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।' অনন্তর দেবীব সিংহ উল্লম্ফন পূর্ব্বক অসুর-বাহন গজের কুম্ভোপরি উত্থান পূর্ব্বক, তথায় সেই দেবারি চামরের সহিত ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে লাগিল।' অনন্তর উভয়েই যুদ্ধ কবিতে করিতে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূমি-তলে অবরোহণ করত নিদারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।' ইত্যা-বসরে সিংহটি একবার আকাশে উল্লম্ফন করিয়া যেমন সবেগে চামরের উপরি পড়িল, অমনি এক চপেটাঘাতে তাহার মুণ্ডকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

(১৯০-১৯৩)

অনন্তর দেবী শিলা ও বৃক্ষাদি ক্ষেপণে উদগ্রকে, এবং দন্ত মুষ্টি ও চপেটার আঘাতে করালকে বধ করিলেন।' সেই ত্রিনেত্রা পরমেশ্বরী ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক গদাঘাতে উদ্ধতকে, ভিন্দিপাল-ক্ষেপে বাস্কলকে, বাণ-বর্ষণে তাম্র ও অন্ধককে,' এবং ত্রিশূল-প্রয়োগে উগ্রাস্য উগ্রবীর্য্য ও মহাহনু নামক অসুরত্রয়কে সংহার করিলেন।' তৎপরে তিনি সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা বিড়ালের মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন, এবং দুর্দ্ধর ও দুর্ম্মুখ নামক অসুরদ্বয়কে শরাঘাতে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন।

(১৯৪-১৯৭)

তখন মহিষাসুর নিজ সৈন্য সামন্তদিগকে নিঃশেষিত হইতে দেখিয়া, দেবীর নিশ্বাস-সঞ্জাত প্রমথগণকে মাহিষরূপে বিষম ভয় দেখাইতে লাগিল।' সে কাহাকেও বা তুণ্ডাহত কাহাকেও বা খুরক্ষুণ্ণ, কাহাকেও বা লাঙ্গূলাঘাতে বিক্ষোভিত, এবং কাহাকেও বা শৃঙ্গদ্বয়ে বিদারিত করিতে লাগিল।' মহিষ বেগভ্রমণে গাত্রঘর্ষণে তর্জ্জনগর্জ্জনে এবং তীব্র নিশ্বাসভরে অনেককেই নিপাতিত করিল।' এই রূপে প্রমথ সৈন্যগণকে সংহার করিয়া সেই দুরন্ত অসুর মহাদেবীর সিংহকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তৎপ্রতি ধাবিত হইল। অম্বিকাদেবীও ইহা দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধা হইলেন।

(১৯৮—২০০)

মহাবীর মহিষাসুর কোপোন্মত্ত হইয়া খুরদ্বারা পৃথ্বী তলকে বিদলিত করিতে, এবং শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা উচ্চ উচ্চ শৈল সকল উৎপাটন ও নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল।' তাহার ভ্রমণবেগে মহীতল বিকম্পিত ও অবসন্ন হইতে লাগিল, এবং তাহার লাঙ্গূলতাড়নে সমুদ্রের জল উচ্ছলিত হইয়া সর্ব্বত্র প্লাবিত করিল।' তাহার শৃঙ্গচালনে নভোমণ্ডলস্থ মেঘরাশি বিদীর্ণ ও খণ্ড খণ্ড হইল, এবং তাহার প্রবল নিশ্বাস বায়ুতে গিরিচূড়া সকল ভগ্ন ও উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

(২০১-২০৬)

অনন্তর মহাসুরকে এইরূপ ক্রোধানল-প্রদীপ্ত ও যুদ্ধার্থ দ্রুতবেগে ধাবমান দেখিয়া, তাহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত চণ্ডিকা দেবীরও ক্রোধ হইল।' তিনি তাহার গলদেশে পাশ নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন তাহাকে বন্ধন করিলেন, অমনি সেই মায়াবী অসুর মাহিষ দেহ পরিত্যাগ করিয়া' সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিল। দেবীও যেমন তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন, অমনি সে অসিহস্ত পুরুষ রূপে আবির্ভূত হইল।' তখন দেবী বাণ বর্ষণে তাহার খড়্গচর্ম্ম ছেদনপূর্ব্বক তাহাকেও বধ করিবা মাত্র, সে প্রকাণ্ড গজাকার ধারণ করিল,' এবং গর্জ্জন করিতে করিতে শুণ্ড দ্বারা

দেবীর সিংহকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দেবী ও তীক্ষ্ণ খড়্গ প্রহারে তাহার সেই শুণ্ডটি কর্ত্তন করিলেন।' তখন সেই মহাসুর গজদেহ পরিত্যাগ করত পুনরায় মাহিষরূপ ধারণ করিয়া পূর্ব্ববৎ ত্রিলোকের চরাচর বস্তু নিচয়কে বিক্ষোভিত করিতে লাগিল।

(২০৭-২১১)

তদনন্তর জগজ্জননী চণ্ডিকা দেবী ক্রোধভরে (রজোগুণ-ভূয়িষ্ঠা হইয়া মহালক্ষ্মী রূপে) পুনঃপুন দিব্যসুরা পান করিতে ও তদাবেশে অরুণলোচনা হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।' বলবীর্য্যোন্মত্ত উদ্ধত মহিষাসুরও গর্জ্জন করিতে করিতে শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা দেবীর প্রতি ভূরি ভূরি শৈলখণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল,' কিন্তু দেবী শরজাল বর্ষণে সেই সকল উপলখণ্ডকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন। তখন সুরাপানে তাঁহার মুখমণ্ডলে আরক্তিম শোভার উদয় হইয়াছে, এবং বাক্যোচ্চারণে ঈষৎ জড়তা ও অস্ফুটতা জন্মিয়াছে।' তিনি এই সময়ে মদভরচিত্তে বলিতে লাগিলেন,' "নে রে মূঢ় নে, ক্ষণকাল গর্জ্জন করিয়া নে, আমি ততক্ষণ আর একটুকু মধুপান করি। এই দ্যাখ্, আমি এখনি তোরে বধ করিলে, দেবতারাও এখনি গর্জ্জন করিতে থাকিবেন"।

(২১২-২১৭)

ঋষিবর কহিলেন,' মহালক্ষ্মী দেবী এই বলিয়া লম্ফ

প্রদান পূর্ব্বক সেই মহাসুরের পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিলেন, এবং একপদে তাহার গলদেশ নিষ্পেষণ করত তাহাকে শূলদ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।' দেবী কর্ত্তৃক পদ-দলিত হইয়া মহাসুর তখন মাহিষ-দেহের মুখ-বিবর হইতে নরাকারে নির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু অর্দ্ধমাত্র নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই দেবী বলপূর্ব্বক তাহার গতিরোধ করিলেন।' মহাসুর ও অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত ভাবেই তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দেবী একটি বৃহৎ খড়্গ প্রহারে তাহার শিরচ্ছেদন করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন।' তখন অবশিষ্ট দৈত্য-সৈন্যগণ হাহাকার করিতে করিতে পলায়ন করিল, এবং দেবতাগণের সকলেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।' সুরগণ দেবর্ষি ও মহর্ষিগণের সহিত একত্রে দেবীর স্তুতিপাঠ করিতে, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার গুণগান করিতে, ও অপ্সরোগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় মাহাত্ম্যের তাৎপর্য্য।

পৃথিবী অত্যুত্তপ্ত তরলাবস্থার পর উপরিভাগ হইতে ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া কঠিনাবরণে আবৃত, তদুপরি জলরাশি-বেষ্টিত, ও তদনন্তর প্রভূত বায়ুরাশিতে পরিবৃত হইলেও,বহুকাল পর্য্যন্ত ইহার আবরণের বেধ যথেষ্ট গভীরতা প্রাপ্ত হয় নাই। সুদীর্ঘ কালক্রমে ইহা স্থূল হইতে স্থূলতর

হইতে লাগিল। এই সময়ে সেই প্রচণ্ড সঙ্কর্ষণাগ্নি ভূগর্ভ মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া তথায় প্রভূত বেগে বিলোড়িত হইতে লাগিল, এবং তজ্জন্য ধরাতলের নিম্নতলে কোথাও বা সংঘাত-কাঠিন্যের ক্রমশঃ প্রবল বিস্তার, কোথাও বা শূন্যগর্ভত্ব, এবং কোথাও বা ধরাবরণ ভেদ পূর্ব্বক ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত সর্ব্বদাই হইতে লাগিল। ভূপৃষ্ঠেও এতন্নিবন্ধন সতত দুর্বিষহ কম্পোদয় হইয়া ইহার সমতলতা তিরোহিত হইল, এবং পৃথ্বীতল ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতরাজিতে,বিস্তীর্ণ সৈকতক্ষেত্রে ও সুগভীর হ্রদ সমুদ্রে পরিণত হইল। আবার সেইসকল বিষম অগ্ন্যুৎপাত জন্য সাগরজল বিঘূর্ণিত ও উচ্ছলিত হইত, অন্তরিক্ষস্থ প্রভূত বায়ুরাশির প্রচণ্ড বিলোড়নে মুহুর্মুহু ভয়ঙ্কর ঝটিকা ও বাত্যা বহিত, এবং তাৎকালিক ঘোরতর সম্বর্ত্ত মেঘমালা হইতে নিরন্তর নিদারুণ বজ্রনির্ঘোষ ও অশনিপাত হইয়া শৈলশৃঙ্গ সকলকে ভগ্ন ও বিচূর্ণিত করত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিত। পৃথিবীর এবংবিধ তদানীন্তন ভৌতিক উৎপাত সকলের ইঙ্গিত মহিষাসুরের আক্রমণ বর্ণনে (১৯৮-২০০) মন্ত্রত্রয়ে সুন্দর রূপে ব্যঞ্জিত রহিয়াছে। যথা ;

(১৯৮)

সোঽপি কোপান্মহাবীর্য্যঃ খুর-ক্ষুণ্ণ-মহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ॥

(১৯৯)

বেগ-ভ্রমণ-বিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্য্যত।
লাঙ্গূলেনাহহত শ্চাব্ধিঃ প্লাবযামাস সর্ব্বতঃ॥

(২০০)

ধৃত-শৃঙ্গ-বিভিন্নাশ্চ খণ্ডং খণ্ডং যযু র্ঘনাঃ।
শ্বাসাহনিলাহস্তাঃ শতশো নিপেতু র্নভসো হচলাঃ॥

তখন ভূপৃষ্ঠ ক্রমান্বয়ে একবার তৎকালোচিত নানাবিধ তরুলতাদিতে আবৃত ও তাদৃশ উৎপাত-সহিষ্ণু বিবিধ শম্ভ শম্বূকাদি জীব জন্তুগণে আকীর্ণ হইত, অন্যবার সেই ভূগর্ভস্থ সঙ্কর্ষণাগ্নির উদ্গীরিত ধাতুনিঃস্রবের ভস্মাদিতে আচ্ছাদিত হইত। পৃথ্বীতল এইরূপেই ক্রমশঃ স্থিরতা দৃঢ়তা ও স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অন্তরীক্ষস্থ প্রভূত চঞ্চল বায়ুরাশিও জ্বলন্ত ধাতুনিঃস্রবের সহিত ভূরি পরিমাণে সংযুক্ত ও ব্যয়িত হইয়া তাদৃক্ প্রচণ্ড ভাব পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং তদানীন্তন ভীষণ মেঘমালার সেই দুরন্ত সম্বর্ত্ত ভাবও তিরোহিত হইয়াছে। অতঃপর ধরাধাম উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জীবগণের আবাসযোগ্য উপযুক্ত স্থান হইল।

ভূমিতল খনন করিয়া দেখা যায় যে, ইহা নিম্ন হইতে ক্রমে ক্রমে বিবিধ স্তরাবলিতে নির্ম্মিত হইয়াছে। এবং এই সকল স্তরে নানাবিধ পুরাকালিক জীব জন্তুগণের প্রোথিত কঙ্কাল, পরিশুদ্ধ ভাবেই হউক, বা জীর্ণ বিধ্বস্ত ভাবেই

হউক, দেখিতে পাওআ যায়। ভূতলের স্তরমালার আলো-চনায় এই শিক্ষা লাভ হয়, যে জীব-সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে প্রথমতঃ জীবাণু, পরে কীটাণু, তৎপরে ক্রমশঃ কীট পতঙ্গ জলোকা শুক্তি শঙ্খ প্রভৃতি নির্মেরুদণ্ড জীবের সৃষ্টি হইয়া, তদনন্তর মৎস্য সরীসৃপ বিহঙ্গ পশু প্রভৃতি সমেরুদণ্ড জীবের, ও সর্ব্বশেষে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন ভগবচ্ছক্তি পূর্ণবিকাশে তন্নিম্ন জীবনিচয়ের সৃষ্টিবিধানে সমধিক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, পৃথিবী তখনই মহাকায় মহাবল দুর্দ্দান্ত পরাক্রান্ত ভয়ঙ্কর পশুসংঘাতে সমাকীর্ণ ছিল। ইহারাই মহিষাসুরের অসুরসৈন্য ও অসুর-সেনানী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, মহাহনু, অসিলোমা প্রভৃতি নামগুলিও সেই সকল তাৎকালিক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পশুগণের পরিচয় মাত্র। যুদ্ধকালীন অসুরসৈন্যের তাদৃশ অপরিমিত সংখ্যা ও মহিষাসুরের বিবিধ রূপ পরিবর্ত্তনে ইহাই অনুমিত হয়, যে তখন ধরাতল এতাদৃক্ অগণ্য ভীষণ জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল, যে একদল বিনষ্ট হইতে না হইতেই অপর দল অমনি বিদ্যমান হইত, এবং একজাতীয় জন্তু নিঃশেষিত হইতে না হইতেই অপর জাতীয় ভয়ঙ্কর জন্তু আবির্ভূত হইত। মৃত্যুর পূর্ব্বে মহিষাসুরের পশুদেহ হইতে অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত নরদেহে ইহাই ব্যঞ্জিত হয়, যে মনুষ্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে পশু ও নরের মধ্যবর্ত্তী কোন প্রকার দুর্দ্দান্ত বা-নর

জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। শাস্ত্রান্তরেও উল্লিখিত আছে, যে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বময় ভগবান্ বিষ্ণু প্রথমে মৎস্যরূপে, পরে কূর্ম্ম (অর্থাৎ সরীসৃপ) রূপে, তদনন্তর বরাহ (অর্থাৎ পশু) রূপে, পশ্চাৎ নৃসিংহ (অর্থাৎ পশু ও নরের মধ্যবর্ত্তী বা-নর জন্তু) রূপে পৃথিবীলোকে অবতীর্ণ হইয়া, শেষে বামনাদি ভিন্ন ভিন্ন নর-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ক্রম-বিকাশই ভগবৎসৃষ্টির প্রধান নিয়ম, ও আর্য্যশাস্ত্র সমূহের তাহাই উপদেশ। জীবের অশীতিলক্ষ যোনিভ্রমণ প্রবাদও এজন্য হিন্দুসমাজে চির প্রচলিত।

পৃথিবীর এবংবিধ অবস্থায় যখন দুর্দ্দান্ত ও ভয়ঙ্কর পশুগণই ইহার সম্পূর্ণ স্বত্ব অধিকার করিয়াছিল, তখন শান্ত শিষ্ট ধর্ম্মপরায়ণ নরগণের অভাবে দেবভাব বিকসিত হইতে পারে নাই, তাহা তখন পশুভাবের প্রভাবে যেন স্বর্গচ্যুত ও স্ব স্ব অধিকারচ্যুত হইয়া সঙ্কুচিত ভাবে রহিয়াছিল। পরে সর্ব্বদেব-শক্তি-সমুচ্চয়-রূপা ভগবচ্ছক্তি আবির্ভূতা হইয়া যখন সেই পশুভাবকে স্বীয় বলবীর্য্য প্রভাবে তিরোহিত করেন, তখনই সেই চণ্ডীদেবীর মহালক্ষ্মী নাম্নী রাজসী অভিব্যক্তি হইয়াছিল, এবং ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় মাহাত্ম্য। রজোগুণের প্রকাশ কার্য্যোদ্যমে ও বলবীর্য্য প্রয়োগেই দৃষ্ট হয়, এই জন্যই চণ্ডীগ্রন্থে ও মূর্ত্তিরহস্যে মহালক্ষ্মীকে কখনও বা অষ্টাদশভুজা, কখনও বা সহস্রভুজা

বলিয়া উল্লেখ আছে। এবং এই রজোগুণে গর্ব্বাদি উৎপন্ন করিয়া মনকে মদমত্ত, এবং নানাবিধ বিলাসে রত করে, সেই জন্যই আর্য্যকবি যুদ্ধকালীন দেবীকে সুরাপানরতা ভাবে বর্ণিত করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ওঁ চণ্ডিকাদেবীকে নমস্কার।

(২১৮)

কহিছেন ঋষিবর।

(২১৯)

মহাবল দুষ্ট সেই মহিষ অসুর যেই
সসৈন্যে নিহত হ'ল দেবীসহ রণে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ পুলকে করে স্তবন,
সে দেবীরে নতশিরে আনন্দিত মনে॥

(২২০)

সর্ব্বদেব-শক্তি-যুতা, দেবীরূপে আবির্ভূতা,
ব্যাপ্তা যিনি এ জগতে স্বশক্তি-প্রভাবে।
ঋষি-দেব-আরাধিতা, সেই অম্বিকা দেবতা,
শুভ-দাত্রী, তাঁরে নমি' মোরা ভক্তি-ভাবে॥

(২২১)

অতুল প্রভাব বল, যে দেবীর সে সকল,
ব্রহ্মা-হরি-হর-শেষ ১ অশক্ত বর্ণনে।
অখিল বিশ্ব পালনে, অশুভ ২ ভয় নাশনে,
মনন করুন সেই চণ্ডিকা যতনে॥

১। অনন্তদেব। ২। অসুরাদি জনিত।

(২২২)

সুকৃতীর ১ গৃহে লক্ষ্মী, পাতকী জনে অলক্ষ্মী,
সুধীর জন হৃদয়ে তুমি বুদ্ধি-রূপা।
তুমি শ্রদ্ধা সাধু জনে, লজ্জা কুলবধূগণে,
প্রণমি তোমারে দেবি, বিশ্বে কর কৃপা॥

(২২৩)

অচিন্ত্য রূপ তোমার, বর্ণিতে তা সাধ্য কার,
দৈত্য-ক্ষয়-কর বীর্য্য অদ্ভুত অশেষ।
যুদ্ধেতে চরিত তব কি অদ্ভুত অসম্ভব,
দেবাসুর গণাদিতে ব্যক্ত সবিশেষ॥

(২২৪)

বিশ্বের কারণ-ভূতা, প্রকৃতি ত্রিগুণ-যুতা,
তুমি হরি-হরাদির বুদ্ধির অতীতা।
অখিল জগতে তব অংশমাত্রে ব্যক্ত সব,
পরমা প্রকৃতি আদ্যা, অব্যক্ত অমিতা॥

(২২৫)

যেই মন্ত্র উচ্চারণে যজ্ঞ কালে দেবগণে
পায় তৃপ্তি, তুমি সেই স্বাহা স্বরূপিণী।
পিতৃগণ-তৃপ্তি তরে উচ্চরে নর-নিকরে
স্বধা মন্ত্র, সেও তুমি, কৈবল্য-দায়িনী॥

১। পুণ্যবানের।

(২২৬)

মুক্তি-দাত্রী যোগ-সাধ্যা, অচিন্ত্যা পরমারাধ্যা,
ব্রহ্মময়ী ভগবতী তুমি বিদ্যা দেবী।
রাগ ১-দ্বেষ-বিবর্জিত যোগ-নিষ্ঠ সমাহিত,
মুমুক্ষু মহর্ষি যত রহে, তোমা সেবি॥

(২২৭)

শব্দব্রহ্মময়ী তুমি, ঋক্-যজুর্বেদ-ভূমি,
মধুর উদ্গীথ ২-পূর্ণ তুমি সাম-গীতি।
প্রবৃত্তি ৩ জীবনস্থিতি ৪ স্বস্ত্যয়ন-কৃত্যবতী
ভগবতী ত্রয়ী৫ তুমি নির্ম্মলা প্রকৃতি॥

(২২৮)

তুমি দুর্গা ৬ সরস্বতী, সর্ব্ব-শাস্ত্র-জ্ঞানবতী,
দুর্গম-ভব-সাগরে কেবলা ৭ তরণী;
বিষ্ণু-হৃদয় বাসিনী তুমি লক্ষ্মী সুহাসিনী,
শিব-সীমন্তিনী গৌরী তুমি সংহরণী॥

১। অনুরাগ। ২। সামবেদের অংশবিশেষ। ৩। সংসারাসক্তি। ৪। কৃষিবাণিজ্যাদি জীবিকা। ৫। বেদত্রয়ময়ী। ৬। কষ্টসাধ্যা। ৭। কর্ণধারাদি রহিতা।

(২২৯)

সস্মিত নির্ম্মল-প্রভ, পূর্ণ-চন্দ্র-বিম্ব-নিভ,
তপ্ত-হেম-কান্তি তব সুচারু আনন।
হেরিয়া মহিষাসুর, তথাপি সে অতিক্রুর,
কি আশ্চর্য্য! তব অঙ্গে করে প্রহরণ॥

(২৩০)

ক্রোধে সে আরক্ত-প্রভ, উদগত-শশাঙ্ক-নিভ,
ভ্রুকুটী-ভীষণ তব হেরিয়া বদন।
তখনি না মরিল যে মহিষ, আশ্চর্য্য কি এ!
কুপিত অন্তকে দেখে, বাঁচে কোন জন॥

(২৩১)

শ্রী ১-জ্ঞান-দা তুমি হ'লে, রহে সকলে কুশলে,
কোপবতী হ'লে বংশ সদ্যো ধ্বংস হয়।
দেখিনু সে অসম্ভব, ক্ষণমাত্রে ক্রোধে তব
মহিষাসুর-বিপুল-সৈন্য হ'ল ক্ষয়॥

(২৩২)

প্রসন্না তুমি যাহারে, আদরে সবে তাহারে,
ধনে যশে স্বজনে সে সুখী নিরন্তর।
দারা পুত্র ভৃত্য তার সুবিনীত পরিবার
কুশলে থাকে সর্ব্বদা, ধন্য সেই নর॥

১। বৈভব।

(২৩৩)

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত-পুণ্য- ফলে যে সুকৃতি ধন্য

ধর্ম্ম্য কর্ম্ম প্রতিদিন করে এইকালে।

তোমারি প্রসাদে পরে ১ স্বর্গ-সুখ ভুঞ্জে নরে,

তাই দেবি তুমি ফলদাত্রী তিনকালে ॥

(২৩৪)

সঙ্কটে স্মরিলে দুর্গে, নাশ' ভয় জীব-বর্গে,

সুস্থ জনে অতি শুভ মতি কর দান।

দারিদ্র্য-দুঃখজ-ভয় তুমি বিনা কে নাশয়,

কেবা সদা সবে করে করুণা-বিধান ॥

(২৩৫)

মহিষাদি হ'লে হত, হৈল বিশ্ব সুখ-গত২,

তাহারাও মুক্ত চির ৩ নরক হইতে।

যুদ্ধে মৃত্যু তোমা হ'তে লভি যা'ক স্বর্গ-পথে,

এই হেতু লীলা তব অসুর বধিতে ॥

(২৩৬)

দৃষ্টিমাত্রে ভস্মীভূত না করিয়া, শস্ত্রপূত

করিলে অসুরগণে কেন গো জননি।

স্পর্শি তব শস্ত্র অরি পাপ দেহ পরিহরি,

লভুক স্বরগ-লোক, ইহা মনে গণি ॥

১। পরলোকে। ২। প্রাপ্ত। ৩। দীর্ঘকাল ভোগ্য।

(২৩৭)

তীক্ষ্ণ-খড়্গ-প্রভা-চয়, ত্রিশূলাগ্র জ্যোতির্ম্ময়,
কেন নাহি ঝলসিল অসুর-নয়ন।
যেহেতু সে অনুপম বিমল-সুধাংশু সম,
তব মুখচন্দ্র করেছিল নিরীক্ষণ॥

(২৩৮)

দুর্ব্বৃত্ত-দমন-শীলা অত্যাদ্ভুত তব লীলা,
রূপ তব অবিচিন্ত্য কান্তি-নিরুপম।
দেব-দ্রোহি দৈত্য-জয়, তব বীর্য্য-পরিচয়,
দয়াবতী বৈরিগণে কেবা তব সম॥

(২৩৯)

ত্রিভুবনে কার সম হয় তব পরাক্রম,
রূপ শত্রু-ভয়ঙ্কর অতি মনোহর।
চিত্তে কৃপা অসম্ভব, সমরে নৈষ্ঠুর্য্য তব,
দ্বন্দ্ব ১ গুণ দেখি কিবা, দেহ সবে বর॥

(২৪০)

যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শত্রু নাশি, সামর্থ্য নিজ প্রকাশি,
রক্ষিলে অখিল লোক, গেল হাহাকার।
বধি দৈত্যে স্বর্গে নিলে, রিপু ভয় নিবারিলে
আমাদের, তব পদে দেবি নমস্কার॥

১। পরস্পর বিরুদ্ধ।

(২৪১)

শূলে রক্ষ দেবি, খড়্গে রক্ষ মা সবারে।
ঘণ্টা-রবে রক্ষ, তব ধনুক-টঙ্কারে॥

(২৪২)

রক্ষ পূর্ব্ব পশ্চিমেতে দক্ষিণে উত্তরে।
ঘুরাইয়া নিজ শূল অম্বিকে সত্তরে ১॥

(২৪৩)

ত্রিলোকে যতেক সৌম্য অথবা ভীষণ।
আছে তব রূপ, তা'তে কর গো রক্ষণ॥

(২৪৪)

খড়্গ শূল গদা আদি তব হস্তগত।
অস্ত্রচয়ে আমাসবে রক্ষ মা সর্ব্বতঃ ২॥

(২৪৫-২৪৯)

ঋষিবর কহিতে লাগিলেন,' দেবগণ এইরূপে ভক্তি ও প্রণতি পূর্ব্বক দেবীর স্তুতিগান করত, নন্দনকাননোদ্ভূত পারিজাতাদি পুষ্পে, চন্দনাদি সুগন্ধানুলেপনে ও মনোহর ধূপ-সৌরভে তাঁহার পূজা করিলে, দেবী সুপ্রসন্নমুখী হইয়া সেই সমস্ত ভক্তি বিনম্র অমরদিগকে বলিলেন ;"' ত্রিদশগণ ! (আমি তোমাদিগের স্তবে ও পূজায় সন্তুষ্ট হইয়াছি), এক্ষণে

১। সর্ব্বাপেক্ষা সদ্গুণ বিশিষ্টে। ২। সকল দিকে।

তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, (আমি তৎপ্রদানে প্রস্তুত আছি)।

(২৫০-২৫৪)

দেবগণ কহিলেন;' ভগবতি! আপনি আমাদিগের পরম শত্রু মহিষাসুরকে বধ করিয়া, আমাদিগের তো সকল অভিলাষই সিদ্ধ করিয়াছেন, অবশিষ্ট তো কিছুই রাখেন নাই।' মহেশ্বরি! তথাপি যদি অন্য বর প্রদানে আমাদিগকে কৃপা করেন, তাহা হইলে আমাদিগের এই প্রার্থনা, যে পুনরায় কোন আপদ্ বিপদ্ উপস্থিত হইলে, আপনাকে স্মরণ করিবা মাত্র, যেন আপনি তাহা নষ্ট করেন।' এবং যদি কোন মর্ত্ত্য নর অস্মৎকৃত এই স্তব পাঠে আপনার স্তুতিগান করে, তাহা হইলে, হে প্রসন্নবদনে জননি! তাহারও প্রতি যেন আপনার ঈদৃশী প্রসন্নতা জন্মে, এবং ত্বৎপ্রসাদে যেন তাহার 'ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি ধনসম্পত্তি ও পুত্রদারাদি বৈভব জনিত সুখলাভ হয়।"

(২৫৫-২৫৯)

ঋষি কহিলেন,' নৃপবর! দেবগণ আপনাদিগের ও জগতের মঙ্গলার্থ এইরূপ প্রার্থনায় ভদ্রকালী মহাদেবীকে সন্তোষিত করিলে, তিনি "তথাস্তু" বলিয়া সকলের দৃক্পথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।' হে মহারাজ! সেই মহামায়া দেবী ত্রিজগতের হিত নিমিত্ত সমস্ত দেবগণের শরীর

হইতে পূর্ব্বে যেরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এই তাহা আপনাকে সবিস্তরে বলিলাম ।" এক্ষণে, পুনরায় অমর সমূহের উপকার ও লোকমণ্ডলের পরিত্রাণ জন্য দুষ্ট দৈত্য-গণের এবং মহাসুর শুম্ভ ও নিশুম্ভের সংহার সাধনার্থ, তিনি যেরূপে পার্ব্বতীর দেহকোষ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা আমি আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ।"

হ্রীং ওঁ ।

দেবীর উত্তম চরিত বর্ণন।

রুদ্র এই উত্তম১ চরিতের ঋষি, মহাসরস্বতী ইহার দেবতা, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, ভীমা ইহার শক্তি, ভ্রামরী ইহার বীজ, এবং সূর্য্য ইহার তত্ত্ব। ইহা সামবেদ-স্বরূপ, এবং শ্রী মহাসরস্বতী দেবীর প্রীতির জন্য ও কামনালাভার্থ এতৎ পাঠের প্রয়োজন।

শ্রীমহাসরস্বতী দেবীর ধ্যান।

ঘণ্টা শঙ্খ চক্র হল শর কার্ম্মুক মুষল
ত্রিশূল ধরেন অষ্ট শ্রীকর-কমলে।
মেঘাত্যয়ে উদ্ভাসিত সুধাকর-প্রভান্বিত
শুভ্র কান্তি যাঁর দেহে প্রত্যঙ্গ সকলে॥
গৌরী-দেহ-কোষোদ্ভূতা, ত্রিনয়না সত্ত্ব-যুতা
বিশ্বের আধার যিনি শুম্ভাদি-ঘাতিনী।
মহাসরস্বতী দেবী, আমি তাঁর পদ সেবি,
তিনি জগতের শান্তি স্বস্তি বিধায়িনী।
তত্ত্ব-জ্ঞানালোক দান কর নারায়ণি॥

শেষ।

পঞ্চম অধ্যায়।

ওঁ চণ্ডিকাদেবীকে নমস্কার।

ওঁ ক্লীং।

(২৬০-২৬৩)

সুমেধা ঋষি কহিতে লাগিলেন; মহারাজ!' (বর্ত্তমান দ্বিতীয় মন্বন্তরের প্রারম্ভ কালে কশ্যপ মুনির ঔরসে দনুর গর্ভজাত) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় (তপোবলে মহাদেবের বরলাভ করত) মদবীর্য্যদৃপ্ত হইয়া শচীপতি ইন্দ্রের ত্রৈলোক্যাধিকার ও যজ্ঞীয় অগ্রভাগ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল।' তাহারা ক্রমে ক্রমে অগ্নি, যম, বরুণ, পবন ও কুবের, এই সকল দিক্‌পালদিগকে, এবং দিবারাত্রির অধিপতি সূর্য্য ও চন্দ্র দেবতাকে যুদ্ধে পরাজয় করত, তাঁহাদিগের স্ব স্ব রাজ্যাধিকার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে স্বর্গ হইতে বিদূরিত করিয়াছিল।" (দিক্‌পাল-গণের মধ্যে কেবল মাত্র বরদাতা বলিয়া ঈশান ও স্বজাতীয় বলিয়া নৈঋর্তই রক্ষা পাইয়াছিলেন।)

(২৬৪-২৬৬)

ত্রিদশগণ এইরূপে দুর্দ্দান্ত অসুরদ্বয় কর্ত্তৃক পরাজিত' স্বাধিকার-চ্যুত ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া, সেই অপরাজিতা মহামায়া দেবীর বিষয় এই স্মরণ করিলেন,' যে তিনি তো

আমাদিগকে বর দিয়াছেন, যে "বিপদাপন্ন হইয়া তোমরা আমাকে স্মরণ করিলেই, আমি তোমাদিগের বিষম বিপদ সমূহ তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিব"।' এই চিন্তা করিতে করিতে দেবতা সকলে পর্ব্বতরাজ হিমালয়ে গমন করিলেন, এবং তথায় সেই বিষ্ণুমায়া দেবীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

(২৬৭)

স্তবিছেন দেবগণ।

(২৬৮)

দেবি মহাদেবি শিবে, সতত তোমারে নমস্কার।
প্রকৃতি মঙ্গলা তুমি, ভক্তি-নম্র আমরা তোমার॥

(২৬৯)

সংহরণে রৌদ্রা তুমি, গৌরি, ধাত্রি, করি নমস্কার।
জ্যোৎস্নাময়ি ইন্দু-রূপে নিত্য-সুখে, নমি বারংবার॥

(২৭০)

কূর্ম্ম-শক্তি, ঋদ্ধি, সিদ্ধি, কল্যাণি, তোমারে নমস্কার।
অলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী, নমি শর্ব্ব-পত্নি বারংবার॥

(২৭১)

তুমি দুর্গা দুর্গপারা সর্ব্ব-কর্ম্মক্ষমা সর্ব্বসার।
তমোময়ী কৃষ্ণা ধূম্রা, খ্যাতিরূপা নমস্যা সবার॥

(২৭২)

অতিসৌম্যা অতিরৌদ্রা, তোমারে প্রণতি অনিবার।
বিশ্বের আধার তুমি দেবী কর্ত্রী, লহ নমস্কার॥

(২৭৩)

যে দেবী সকল ভূতে খ্যাতা বিষ্ণুমায়া নামে তাঁর ।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৭৪)

যে দেবী সকল ভূতে খ্যাতা বিষ্ণুমায়া নামে তাঁর ।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৭৫)

যে দেবী সকল ভূতে খ্যাতা বিষ্ণুমায়া নামে তাঁর ।
নমি তাঁবে নমি বারংবার ॥

(২৭৬)

যে দেবী সকল ভূতে করিছেন চেতনা-সঞ্চার ।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৭৭)

যে দেবী সকল ভূতে করিছেন চেতনা-সঞ্চার ।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৭৮)

যে দেবী সকল ভূতে করিছেন চেতনা-সঞ্চার ।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৭৯)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা বুদ্ধি-রূপে তাঁর ।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৮০)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা বুদ্ধি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৮১)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা বুদ্ধি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৮২)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা নিদ্রা রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৮৩)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা নিদ্রা-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৮৪)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা নিদ্রা-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৮৫)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ক্ষুধা-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৮৬)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ক্ষুধা-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৮৭)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ক্ষুধা-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৮৮)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ছায়া-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৮৯)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ছায়া-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৯০)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ছায়া-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৯১)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা শক্তি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৯২)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা শক্তি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৯৩)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা শক্তি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৯৪)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা তৃষ্ণা-রূপে তাঁর ।

নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৯৫)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা তৃষ্ণা-রূপে তার ।

নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৯৬)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা তৃষ্ণা-রূপে তাঁর ।

নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৯৭)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ক্ষান্তি-রূপে তাঁর ।

নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(২৯৮)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ক্ষান্তি-রূপে তাঁর ।

নমি তাঁরে নমি বারংবার ।

(২৯৯)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ক্ষান্তি-রূপে তাঁর ।

নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩০০)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা জাতি-রূপে তাঁর ।

নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩০১)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা জাতি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩০২)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা জাতি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩০৩)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা লজ্জা-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩০৪)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা লজ্জা-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩০৫)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা লজ্জা-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩০৬)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা শান্তি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩০৭)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা শান্তি রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩০৮)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা শান্তি রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩০৯)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা শ্রদ্ধা-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩১০)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা শ্রদ্ধা-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩১১)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা শ্রদ্ধা রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩১২)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা কান্তি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩১৩)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা কান্তি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩১৪)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা কান্তি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩২২)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা স্মৃতি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩২৩)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা স্মৃতি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩২৪)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা দয়া-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩২৫)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা দয়া-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩২৬)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা দয়া-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩২৭)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা তুষ্টি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩২৮)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা তুষ্টি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩২৯)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা তুষ্টি-রূপে তাঁর।

নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩৩০)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা মাতৃ রূপে তাঁর।

নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩৩১)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা মাতৃ-রূপে তাঁর।

নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩৩২)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা মাতৃ-রূপে তাঁর।

নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩৩৩)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ভ্রান্তি-রূপে তাঁর।

নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩৩৪)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ভ্রান্তি-রূপে তাঁর।

নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩৩৫)

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ভ্রান্তি-রূপে তাঁর।

নমি তাঁরে নমি বারংবার ॥

(৩৩৬)

ইন্দ্রিয়ে সকল জীবে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান যাঁর।
ব্যাপ্তি-রূপা দেবী যিনি, তাঁরে আমাদের নমস্কার॥

(৩৩৭)

চিতি-রূপে রহিছেন, ব্যাপি যিনি অখিল সংসার।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩৩৮)

চিতি-রূপে রহিছেন, ব্যাপি যিনি অখিল সংসার।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩৩৯)

চিতি-রূপে রহিছেন, ব্যাপি যিনি অখিল সংসার।
নমি তাঁরে নমি বারংবার॥

(৩৪০)

যাঁরে পূর্ব্বে দেবগণ করিল বহু স্তবন,
ইষ্ট লাভে যাঁরে ইন্দ্র সেবে অনুক্ষণ।
সেই কল্যাণী ঈশ্বরী, ভদ্রকালী শুভঙ্করী,
আমাদের বিঘ্নাপদ করুন নাশন॥

(৩৪১)

দুর্দ্ধর্ষ-দৈত্য দলিত- দেবগণে সম্পূজিত,
যাঁরে এবে আমাসবে করি নমস্কার।
ভক্তি-নম্র শিরে যাঁরে স্মরিলে, তৎক্ষণ পরে,
বিঘ্নসর্ব্ব আমাদের করেন সংহার॥

(৩৪২-৩৪৫)

ঋষি কহিলেন, মহারাজ!' হিমালয় পর্ব্বতে দেবগণ এইরূপে মহামায়া দেবীর স্তব করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবতী পার্ব্বতী তথায় তাঁহাদিগের সম্মুখ দিয়া গঙ্গাস্নানার্থ যাইতে লাগিলেন।' (দেবগণ তাঁহাকে সহসা চিনিতে না পারায়) সেই সুলোচনী দেবী ভ্রূবিকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা এখানে কাহার স্তব করিতেছেন ? (দেবতারা উত্তর দিতে না দিতেই) তাঁহার শরীর-কোষ হইতে সুনীলবর্ণা মঙ্গলময়ী শিবা দেবী নিষ্কাসিত হইয়া বলিলেন,' "অমরগণ শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যদ্বয় কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও স্বর্গ হইতে বিদূরিত হইয়া এক্ষণে সকলে একত্রে আমারই স্তব করিতেছেন"।

(৩৪৬)

(কিংবদন্তী এই যে, পার্ব্বতী পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন, মহাদেব তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে 'কালী' বলিয়া উপহাস করিতেন। দেবী এই অভিমানে একদা এক নির্জ্জন প্রদেশে যাইয়া, তথায় সর্পের নির্ম্মোক পরিত্যাগের ন্যায়, তাঁহার সেই কৃষ্ণনীলবর্ণা শরীর-কোষটি নির্ম্মোচন পূর্ব্বক স্বয়ং গৌরবর্ণা হইলেন। অযোনি-সম্ভবা তাঁহার সেই দেহকোষটিও অপূর্ব্ব চিরকুমারী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অলক্ষ্যে গৌরী-পার্ব্বতীর সঙ্গেই সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায়

বিচরণ করিতেন। পার্ব্বতীর দ্বিতীয় অঙ্গভূতা তাঁহার সেই চির-সহচরী) অম্বিকাদেবী এক্ষণে পুনরায় তাঁহার দেহ-কোষ হইতে বিনির্গত হইয়া প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন। এই জন্য সমস্ত লোকমণ্ডলে তিনি কৌষিকী নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন।

(৩৪৭-৩৪৮)

তখন গৌরী-পার্ব্বতী স্নান করিতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু কালিকানাম্নী সেই কৃষ্ণবর্ণা পার্ব্বতী হিমালয় পর্ব্বতেই রহিলেন।' অনন্তর চণ্ড ও মুণ্ড নামক শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্যদ্বয় সেই অপরূপ সুন্দর মনোহর মূর্ত্তি-ধারিণী অম্বিকা-দেবীকে দেখিতে পাইল।

(৩৪৯-৩৫৯)

তাহারা সেই নিরুপমা সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া, নিজপ্রভু দৈত্যরাজ শুম্ভের নিকট গমন পূর্ব্বক, তাঁহাকে বলিতে লাগিল,মহারাজ। একটি পরমাসুন্দরী রমণী কান্তিচ্ছটায় হিমালয় পর্ব্বতকে উদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছেন,' তাঁহার ন্যায় এমত চমৎকার রূপলাবণ্য কেহ কখন নয়ন-গোচর করে নাই। দানবরাজ! আপনি, সেই দেবীটি কে? ইহা জানিতে ও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করুন।' অসুরপতে! কি বলিব! সেই রমণীটি রত্নবিশেষ। তাঁহার দেহ অতীব সুচারু, এবং তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গকান্তিতে

দশ দিক্ সমুজ্জ্বলিত হইয়াছে। তিনি এখনও তথায় রহিয়াছেন, একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসুন।' হে প্রভো! ত্রিভুবনে যে সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গজরত্ন অশ্বরত্ন ও মণি মাণিক্যাদি রত্ন আছে, সে সমস্তই সমাহৃত হইয়া এক্ষণে আপনারই প্রাসাদে সুশোভিত রহিয়াছে।' আপনি ইন্দ্রের নিকট হইতে তাঁহার গজরত্ন ঐরাবত ও অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবাকে আনয়ন করিয়াছেন, স্বর্গপুরী হইতে পারিজাত বৃক্ষও এখানে সমানীত হইয়াছে।' পূর্ব্বে ব্রহ্মা যে হংসবাহিত অদ্ভুত পুষ্পকরথে আকাশপথে বিচরণ করিতেন, আপনি তাহাও আহরণ করিয়াছেন, এই সেই বিমানরত্ন সম্প্রতি আপনার গৃহ-প্রাঙ্গণে রহিয়াছে।' আপনি ধনেশ্বর কুবেরের নিকট হইতে মহাপদ্ম নামক নিধিরত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। রত্নাকর সমুদ্র আপনাকে কিঞ্জল্কিনী নাম্নী অবিশীর্ণকেশরা ও চিরপ্রফুটিতা পদ্মমালা প্রদান করিয়াছেন।' আপনারই গৃহে বরুণদেবের সেই কাঞ্চনবর্ণ লাবণ্যবর্ষী উৎকৃষ্ট ছত্রটি এবং দক্ষ প্রজাপতির সেই চমৎকার-জনক রথরত্নটিও সমাহৃত হইয়া রহিয়াছে।' হে দানবেশ্বর! আপনি যমের নিকট হইতে তাঁহার সেই সর্ব্বজীবের প্রাণসংহারিণী উৎক্রান্তিদা নামিকা শক্তিটি সংগ্রহ করিয়াছেন। ভবৎ-সংগৃহীত সলিলাধিপতি বরুণের সেই পাশ অস্ত্রটিও আপনার ভ্রাতা নিশুম্ভের হস্তে রহিয়াছে,' এবং রত্নাকর-সমুদ্ভূত সমস্ত

রত্নরাজি তাঁহার নিকট বিন্যস্ত হইয়াছে। বহ্নিদেবতা আপনাকে অনল-সংস্কৃত পবিত্রোজ্জ্বল বস্ত্রযুগল প্রদান করিয়াছেন।' অধিক আর কি বলিব, দৈত্যরাজ! এইরূপ জগতের সমস্ত রত্নই আপনার নিকট সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং এই কল্যাণময়ী স্ত্রীরত্নটিকে সংগ্রহ করিতে কেনই বা আপনি যত্ন না করেন।

(৩৬০-৩৬২)

ঋষি কহিলেন,' মহাসুর শুম্ভ, চণ্ডমুণ্ডের মুখে এই সকল বার্ত্তা শ্রবণান্তর, সুগ্রীব নামক দূতকে (আহ্বান করিয়া দেবীসম্বন্ধে নানা প্রকার আদেশ উপদেশ দান পূর্ব্বক তাহাকে) সেই দেবীর নিকট গমন করিতে অনুমতি দিয়া বলিলেন' যে, *আমার আজ্ঞামতে তুমি তথায় গমন

* এইস্থান হইতে চণ্ডীগ্রন্থের কতিপয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলদর্পিত ও কামোন্মত্ত শুম্ভাসুরের, সাধারণ বা লৌকিক অর্থে, দেবীর প্রতি ব্রীড়া বা অবজ্ঞাসূচক বাক্যই টীকাকারগণ কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে, এবং ইহাতে কাব্যাভিনয়ও সঙ্গত ও রসপূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং এই অনুবাদ-খণ্ডে শ্লোকগুলির সেইরূপই অনুবাদ প্রদত্ত হইল। পরন্তু জগন্মাতা অম্বিকা দেবীর প্রতি এতাদৃশ ব্রীড়া বা অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ এবং ভক্তজনের পক্ষে তাহা আবৃত্ত বা শ্রবণ করা নিতান্ত কষ্টজনক ও অরুচিকর, এই জন্য টীকাকার শন্তনু এই সকলের লৌকিক ব্যাখ্যার বিবৃতির পরে, শ্লোকগুলির পদগুলিকে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ বক্ররীতিতে সন্ধি-বিশ্লেষণ পূর্ব্বক ব্যাজস্তুতি জনক অপূর্ব্ব নিগূঢ় অর্থও প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সেই সকল নিগূঢ়ার্থের মর্ম্মানুবাদ অতঃপর প্রদত্ত হইল।

করিয়া তাঁহাকে এই এই বলিবে, এবং যাহাতে তিনি আনন্দমনে শীঘ্র আমার নিকট আগমন করেন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে।

(৩৬৩)

তদনন্তর, হিমালয়ের উপরিভাগে যে রমণীয় প্রদেশে সেই অম্বিকাদেবী অবস্থিতা ছিলেন, সুগ্রীব সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে মধুর-স্বরে সুকোমল ভাষায় দৈত্যরাজ শুম্ভের সন্দেশ বার্ত্তা কহিতে লাগিল।

(৩৬৪-৩৬৫)

দূত কহিল,' দেবি! দৈত্যরাজ শুম্ভ এক্ষণে ত্রিলোকের একমাত্র অধীশ্বর। আমি তাঁহার সন্দেশহর দূত, তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি এখানে আপনার নিকট আসিয়াছি।

---

(৩৬২)

যিনি মদীয়-নিন্দাবাদ-নিবারক অসুরগণের প্রাণ-সংহারিণী, যিনি আমাকে ও মদীয়ানুজ নিশুম্ভকে বধ করিলে কোনরূপেই নিন্দার্হা হইবেন না, এবং সুধীগণ যাঁহাকে জানিতে পারিয়া সম্যক্ প্রীতি লাভ পূর্ব্বক যাঁহার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন (সুতরাং যিনি "সংগ্রী" ও "ইত্যা" বলিয়া উক্তা হয়েন), সেই মায়ারূপা মহাদেবী যাহাতে আমার কৃপা করিতে মন্নিকেতনে শুভাগমন করেন, তুমি সত্বর তাহারই চেষ্টা করিবে।

(৩৬৪-৩৬৫)

দূত ভক্তি-প্রবণ চিত্তে কহিতে লাগিল। হে দেবি! আপনার জয় হউক। আমি দৈত্যরাজ শুম্ভের দূত, আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করিবেন। তিনি এক্ষণে ত্রিলোকের অধিপতি হইয়াছেন সত্য, কিন্তু আপনার নিকট তিনি কাশতৃণবৎ লঘু হয়েন।

(৩৬৬-৩৭৩)

যে দানবাধিপতি শুম্ভের শাসন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, বিদ্যাধর প্রভৃতি সমুদয় দেবযোনিবর্গে সর্ব্বদা অপ্রতিহত প্রভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং যিনি দৈত্য-শত্রু দেবসমূহকে পরাজয় করিয়াছেন, তিনি যাহা যাহা কহিয়াছেন, আপনি তাহা শ্রবণ করুন।' এক্ষণে এই সমগ্র ত্রৈলোক্য-রাজ্য আমারই আয়ত্তাধীন হইয়াছে, এবং সমস্ত দেবগণও আমারই বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছেন। সকলের পৃথক্ পৃথক্ ভোগ্য যজ্ঞীয় অগ্রভাগ আমিই উপভোগ করিয়া থাকি।' ভুবনত্রয়ে যে সমস্ত অসংখ্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রত্নরাজি আছে, সে সকল আমারই হস্তগত হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন সেই ঐরাবত নামক গজরত্নটি আমিই আচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছি।' উচ্চৈঃশ্রবা নামক যে অশ্বরত্নটি ক্ষীরোদ সাগরের মন্থনকালে উত্থিত হইয়াছিল, অমরগণ নমস্কার

(৩৬৬ ৩৬৯)

দানবাধিপতি সমস্ত দেবাদিবর্গকে শাসনে রাখিয়াছেন সত্য। কিন্তু আপনি বিষ্ণুমায়ারূপা "অবী" দেবী। আপনাকর্ত্তৃক তাঁহার সেই শাসনাজ্ঞা এক্ষণে আহত বা নষ্ট হইবে, এবং অচিরে দেবতাগণ নিশ্চই বিজিত হইবেন। এক্ষণে তিনি যাহা বলিয়াছেন শ্রবণ করুন।' আপনি মমতা-বিধায়িনী মায়াদেবী, এই সমগ্র ত্রিভুবন আপনারই অধিকৃত ও দেবতাগণ আপনারই বশবর্ত্তী। অবিদ্যারূপে আপনিই সকলের পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞভাগ উপভোগ করেন।' হে। মহামায়ে. ত্রিলোকের উৎকৃষ্ট রত্নসকল আপনাতেই অধিষ্ঠিত, এবং আপনাকেই ইন্দ্রের ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা আশ্রয় করিয়া রত্নত্ব লাভ করিয়াছে।

করিতে করিতে আমাকেই তাহা সমর্পণ করিয়াছেন।' সুন্দরি! অধিক আর কি বলিব, দেবলোকে গন্ধর্ব্বলোকে ও নাগলোকে, অন্যান্য যে সকল রত্নভূত পদার্থ আছে, সে সমস্তই এক্ষণে আমারই অধিকারে আসিয়াছে।' দেবি! আমরা দুই ভাই আপনাকে রমণীরত্ন বলিয়া মনে করি, এবং আমরাও রত্নোপভোগের যথার্থ পাত্র। সুতরাং আপনি আমাদিগের নিকটে উপাগত হউন।' হে খঞ্জন চঞ্চল-নয়নে! আপনি আমাকে বা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিশুম্ভকে

---

(৩৭০)

পরন্তু, দূত মুখে প্রকৃত প্রস্তাবে শুম্ভের গব্ব-গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী তাঁহার পার্শ্বস্থ সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শোভনে! দেবতা, গন্ধর্ব্ব বা নাগগণের মধ্যে যাঁহারা রত্নভূত উৎকৃষ্ট, তাঁহারা সকলেই আমাতে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছেন, যেহেতু আমি সর্ব্বভূতময়ী দেবী, এবং পৃথিব্যাদি অন্যান্য যে সকল রত্নভূত নিধি দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলও আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে, যেহেতু আমি বিশ্বরূপা ও বিশ্ব-জননী। অতএব শুম্ভ যে গর্ব্বিত বাক্য কহিয়াছে, তাহা সত্য নহে।

(৩৭১-৩৭৩)

দূত পুনরায় কহিল, দেবি! দৈত্যরাজ শুম্ভ আরও বলিয়াছেন, যে আমরা অত্যাচার উপদ্রব পূর্ব্বক সকলকেই শোষণ করিয়া থাকি, এবং কুটিলতা সহকারে সকলেরই রত্ন পদার্থ শোষণ করিয়া স্বয়ং রত্নভুক্ হইয়াছি। আপনি স্ত্রীরত্ন-বিশেষ, সুতরাং রত্নের মর্য্যাদা আপনিই রক্ষা করিবেন। অতএব কালাগ্নি রুদ্র "উ" দেবতার ন্যায় আমাদিগকে দণ্ড বিধান করণার্থ আমাদের নিকট আগমন করুন।' হে দেবি! আপনি "মম"-রূপে বিধায়িনী অবিদ্যা, লক্ষ্মীরূপা "ম," ও "ম" অর্থাৎ

বরণ করুন, যেহেতু আমরা উভয়েই মহাবল পরাক্রমশালী, ও আপনিও স্ত্রীরত্নভূতা।' আর যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন, যে আমাকে বিবাহ করিলে, আপনি পাটেশ্বরী হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগের অধিকারিণী হইবেন, তাহা হইলে না হয়, আমাকেই বরণ করুন। এবং আমারই মহিষী হইয়া ত্রিলোকের সাম্রাজ্য সম্ভোগ করুন।

(৩৭৪-৩৭৫)

ঋষি কহিলেন, মহারাজ!' দূতমুখে শুম্ভাসুরের এবংবিধ দুর্বিনীত সন্দেশ শ্রবণ করিয়া, সেই দুরবগাহা সমগ্রৈশ্বর্য্যবতী কল্যাণময়ী জগদ্ধাত্রী দেবী তদীয় ধৃষ্টতায় মনে মনে হাস্য করত, অন্তরে দৈত্যগণকে হনন করিবার ইচ্ছা গোপন পূর্ব্বক, সোল্লুণ্ঠন বাক্যে উত্তর দান করিতে আরম্ভ করিলেন।

শিবের প্রণয়িণী মহাশক্তি। আমরা ন্যায় পথাপথভ্রষ্ট চঞ্চল-প্রকৃতি দুর্দ্দান্ত অসুর, এবং আপনি রমণী রত্নভূতা আদ্যা শক্তি, এই জন্য আমরা আপনাকে আমার সঙ্গেই হউক, বা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিশুম্ভের সঙ্গেই হউক, যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছি। আপনি দুষ্ট দৈত্য সংহার জন্য সন্নদ্ধাঙ্গী হইয়া একবার প্রভূত শৌর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে আক্রমণ ও আমাদিগের দর্প চূর্ণ করুন।' আপনি পরমা লক্ষ্মী; আমার মাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গ ঐশ্বর্য্য ভোগ জন্য সর্ব্বদা হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের সহিত একত্রিত হইলে, আপনি অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করত স্বীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন, ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি আমার মাতৃমুখ্য পরিজনতা লাভ করুন।

(৩৭৬-৩৮০)

দেবী কহিলেন, দূত!' তুমি যাহা কহিলে, সকলই সত্য, ইহাতে তুমি মিথ্যা কিছুই বলহ নাই। শুম্ভ বাস্তবিকই ত্রিলোকের অধিপতি, এবং তাঁহার ভ্রাতা নিশুম্ভও তদ্রূপ।' কিন্তু তিনি যে প্রস্তাবটি বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই, যে আমার যে একটি প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা ভঙ্গ করিয়া আমি কিরূপে মিথ্যাবাদিনী হই! পূর্ব্বে যখন আমার বুদ্ধি অল্পমাত্র ছিল, তখন আমি বাল্য-চপলতা বশতঃ যে প্রতিজ্ঞাটি করিয়াছিলাম, তাহা বলি শুন।' লোক মধ্যে যিনি কোন বিষয়ে আমাকে জয় করিতে পারিবেন, অথবা যিনি যুদ্ধে আমার দর্পক্ষয় করিতে

(৩৭৬-৩৮০)

দূতমুখে শুম্ভের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, দেবী কহিলেন, দূত! তুমি "অয়ান" অর্থাৎ শুভাবহ বিধিমতে অবধ্য বলিয়াই অদ্য তোমার জীবন রক্ষা পাইল। নতুবা পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীলোকের প্রতি এবম্প্রকার অবজ্ঞাসূচক সত্যভ্রষ্ট মিথ্যা অশ্লীল বাক্য প্রয়োগে তোমার প্রাণদণ্ড হইত। তবে তুমি যে বলিলে, যে শুম্ভ "ত্রিলোকাধিপতি", তাহাতে এইটুকু মাত্র সত্য হইতে পারে, যে সে অধুনা ত্রিলোকীজনের "আধিপতি", অর্থাৎ মনোব্যথার কারণ স্বরূপ হইয়াছে, এবং নিশুম্ভও তদ্রূপ।' হে অল্পবুদ্ধিভাক্ দূত! তুমি তাহাদের সহিত আমার বিবাহ বিষয়ক যে প্রস্তাব শুনাইলে, তাহাতে আমার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞাটি শুনিয়া বল দেখি, আমি তাহা কি প্রকারে মিথ্যা করি? জানিও যে আমি নিত্যা নির্বিকারা সচ্চিন্ময়ী দেবী, আমাতে বাল্যযৌবনাদি অবস্থার বিপর্য্যয় নাই, সুতরাং আমি বাল্যসুলভ অল্পবুদ্ধির প্রযুক্ত এ প্রতিজ্ঞা করি নাই। ত্রিভুবন মধ্যে আমিই জয়ন্তী শক্তি, আমিই দর্পাত্মা অহঙ্কার-রূপা শক্তি এবং

পারিবেন, কিংবা যিনি শক্তিতে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবেন, তিনিই আমার স্বামী হইবেন।' সুতরাং মহাসুর শুম্ভই হউন, বা নিশুম্ভই হউন, এখানে আসিয়া শীঘ্র আমাকে পরাজয় পূর্ব্বক আমার পাণিগ্রহণ করুন, বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

(৩৮১-৩৮৫)

দূত কহিল,' দেবি! আপনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বিবেকশূন্যা হইয়াছেন। এরূপ কথা আমার সমক্ষে আর

আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলাভিমানা শক্তি, সুতরাং আমাকে কেহ পরাজয় করিতে, বা কেহ আমার দর্পচূর্ণ করিতে পারে না, এবং শক্তিতেও কেহ আমার সমকক্ষ নাই। এই জন্যই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যে পুরুষত্ব-প্রাপ্ত আমারই রূপান্তরমাত্র যে শঙ্করদেবই মৎ-প্রতিযোগী হইয়া নিদারুণ সংসার-গ্রামে পরম বৈরাগ্য-প্রভাবে সম্পদ্‌রূপ "মা"কে জয় করিবেন, যিনি অনঙ্গাত্মক "অম" দৈত্যবর্গের দর্পচূর্ণকারী হইবেন, এবং যিনি মৎপ্রতি স্নেহময়তা প্রযুক্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সর্ব্বদা আমার প্রতি অনুকূল থাকিবেন, পরন্তু রুদ্রগণ মধ্যে সৃষ্টি-কল্প বিধায়ক "ভব" নাম ধারী যে মহান্ পুরুষ পরমা প্রকৃতি-রূপা আমাতে 'গ্রাম্যধর্ম্ম' বা নির্ভর রমণে রত হইয়া গাঢ়তর ভাবে অভিভূত করত, আমার কন্দর্প-দর্প তিরোহিত করিবেন, সেই প্রতাপাঢ্য মহেশ্বরই আমার পতি হইবেন।' সুতরাং শুম্ভ বা নিশুম্ভ আপনাকে যতই বড় বলিয়া মনে করুক না কেন, সেই সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেবই অচিরে তাহাদিগকে তুচ্ছ করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিবেন। সুতরাং তাহারাও এখানে আসিয়া আমার বজ্র-হস্তের একটি চপেটাঘাতে শীঘ্রই তাহাদিগের ধৃষ্টতার ফল প্রাপ্ত হউক।

(৩৮১-৩৮৫)

তখন দেবীর স্তুতিবাদ জন্য দূত কহিল,' হে 'অবলিপ্তাসি' দেবি! আপনি মদোদ্ধত দৈত্যগণের মর্দ্দনকারিণী, কিন্তু এই ত্রিলোক মধ্যে

বলিবেন না। দেখুন, ত্রিলোকমধ্যে কে এমন পুরুষ আছে যে শুম্ভ নিশুম্ভের সমীপে যাইতে সাহস করে?' সেই দুই মহাবীরের কথা দূরে থাকুক, তদনুচর ধূম্রলোচনাদি অন্যান্য দৈত্যগণেরই সম্মুখে সমুদয় দেবগণ একত্র হইয়াও যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে পারেন না, আপনি একাকিনী অসহায়া ও অবলা স্ত্রীলোক হইয়া কি করিবেন?' যে শুম্ভাদি অসুরগণের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণও যুদ্ধ করিতে অসক্ত হইয়াছিলেন, আপনি স্ত্রীলোক হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে কি সাহসে যাইবেন ' অতএব আমি ভালই বলিতেছি, আপনি

দেবাদি ভক্ত জন সকলের আপনি 'মা' অর্থাৎ ধনধান্ত সমৃদ্ধিপ্রদা লক্ষ্মী! তাই আপনি আমাকে এই সকল বলিলেন। আপনি তাঁহাদিগের মঙ্গলার্থ রণোন্মত্তা হইলে শুম্ভ ও নিশুম্ভের মধ্যে কোন্ পুরুষই বা আপনার সমক্ষে যুদ্ধ করিয়া স্থির থাকিতে পারিবে।' সম্মিলিত দেবতাগণ যে অন্যান্য দৈত্যের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন নাই, তাহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু আপনি আদ্যা শক্তি ও সকলের বলবীর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সুতরাং আপনি স্ত্রী-প্রকৃতি হইলেও তাহাতে ক্ষতি কি? আপনি একাকিনীই তাহাদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করণে সমর্থা।' হে দেবি! আপনি "ইন্দ্রাদ্যাঃ" অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণ আপনার ধ্যান করিলে আপনি তাঁহাদিগের হৃদয়ে আসীনা হয়েন, আপনি 'সকলা' অর্থাৎ চতুঃষষ্টি কলানিচয় আপনাতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, এবং আপনি "দেবাঃ" অর্থাৎ লীলা বশতঃ বিজিগীষমাণা। অতএব ইন্দ্রাদি দেবগণ শুম্ভাদি যে দানব সমূহের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, আপনি তাহাদিগেরই রমনীগণকে স্ব স্ব ভর্ত্তৃবিনাশ জন্য শোক দুঃখ প্রয়াস যুক্ত করিতে সমর্থবতী। সুতরাং যুদ্ধকালীন তাহাদিগের সম্মুখে থাকিয়া কেনই বা আপনি তাহাদিগকে পরাজয় না করিবেন? দেবি, আপনি দুরাত্মা শুম্ভের গর্ব্বিত ও অশ্লীল প্রস্তাব

স্বচ্ছন্দে শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকটে চলুন। নতুবা, কেশা-কর্ষিত হইয়া কেন অপমানিত ভাবে যাইবেন। তাঁহারা বলী, আপনাকে অবলা বলিয়া কোনরূপেই ছাড়িবেন না, এবং তখন আর আপনার এপ্রকার গৌরব থাকিবে না।

ইহা শুনিয়া দেবী কহিলেন,' হাঁ সত্য, শুম্ভ ও নিশুম্ভ এতাদৃশ বীর্য্যবান্ ও বলী বটে, কিন্তু কি করি! আমি যে পূর্ব্বে বিবেচনা না করিয়াই এইরূপ বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলাম, সুতরাং আমার যে অন্য গতি নাই।' যাহা হউক, তুমি ফিরিয়া যাও, এবং আমি সাদরে যাহা যাহা বলিলাম, তুমি সে সমস্ত অসুরাধিপতিকে সবিশেষ উত্তম করিয়া বলিও, তিনি যাহা উচিত তাহাই করিবেন।

শুনিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা বাক্য স্মরণ করত, শান্তি দান জন্য আমার সহিত সেই শুম্ভনিশুম্ভের নিকটে চলুন। এবং তথায় তাহাদিগের গৌরব নষ্ট করত, বলপূর্ব্বক তাহাদের কেশমুষ্টি ধরিয়া, তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে করিতে, আপনি পুনরায় নিজ সখীজন সমীপে সগৌরবে আসিবেন।

(৩৮৬-৩৮৭)

দেবী কহিলেন, হাঁ!' শুম্ভ ও নিশুম্ভ আমার যুদ্ধ যজ্ঞের উপযুক্ত ও 'সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বীর্য্যবান্ বলিয়াই বটে। কিন্তু পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা সময়ে আমি যে ঈদৃক্ উত্তম বলি ভক্ষণ করিতে পাইব, ইহা মনে হয় নাই। এক্ষণে কি করি, ভালই হইল, তোমার কথনমতে তাহাদিগকে বলিদানই করিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ওঁ চণ্ডিকা দেবীকে নমস্কার।

(৩৮৯-৩৯০)

ঋষিবর কহিলেন,' অনন্তর সেই সুগ্রীব নামক দূত দেবীর এবম্প্রকার উত্তর শ্রবণে স্বনিয়োগে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ চিত্তে দৈত্যরাজের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল।

(৩৯১-৩৯৩)

তখন অসুররাজ দূতমুখে দেবীর সেই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-প্রদীপ্ত-চিত্তে দৈত্য-সেনাপতি ধূম্র-লোচনকে কহিলেন,' *ধূম্রলোচন! তুমি নিজ সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হইয়া বলপূর্ব্বক সেই দুষ্টা রমণীটার কেশপাশ ধরিয়া, তাহাকে বিবশা ও রোরুদ্যমানা করিতে করিতে

* দৈত্যরাজ শুম্ভের কোন হিতকারী নীতিশাস্ত্র-বিশারদ অমাত্য রাজবাক্যের পদরচনা হইতে নিগূঢ়ার্থে দেবীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ধূম্রলোচনকে উপদেশ দিতেছেন।

(৩৯২-৩৯৩)

হে ধূম্রলোচন! তুমি স্বসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, বলপূর্ব্বক শীঘ্র সেই দেবীকে আনিতে বৃথা চেষ্টা করিও না, কারণ তিনি নীতিমার্গচ্যুত দৈত্য-রাজের উদ্ধত সেনানীবর্গের পক্ষে অতীব দারুণা এবং তিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় জন্য আত্মশক্তি প্রভাবেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হরকে আকর্ষণ বা প্রকটীকরণ করিয়া স্বীয় মহিমা পরিচালিত করেন। সেই দৈত্যকুল

শীঘ্র লইয়া আইস।' যদ্যপি অপর কোন ব্যক্তি তাহাকে পরিত্রাণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে সে (মর) নরই হউক বা অমরই হউক, যক্ষই হউক বা গন্ধর্ব্ব বা অপর সে কেহই হউক, তাহাকে অমনি বধ করিবে।

(৩৯৪-৩৯৭)

ঋষি কহিলেন, মহারাজ!' ধূম্রলোচন, দৈত্যরাজের আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই ষষ্টিসহস্র অসুর-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শীঘ্র সেই দেবীর নিকট গমন করিল।' অনন্তর তাঁহাকে হিমালয়ের উপরিভাগে রহিতে দেখিয়া, তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "চল, আমার প্রভু দানবরাজ শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট চল।' যদি তুমি তাঁহাদের নিকট স্বচ্ছন্দভাবে না

বিধ্বংসিনী দেবীকে আনিতে চেষ্টা করিলে ভয়ানক অনর্থ ঘটিবে।' তিনি ভক্ত দেবগণকে সদাই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগের অনিষ্টসাধনে রত হইলে, সে মর্ত্তাজীবই হউক বা যক্ষ গন্ধর্ব্বাদি অন্য কেহই হউক, তাহাকে নিশ্চয়ই হত হইতে হইবে।

(৩৯৬-৩৯৭)

তখন ধূম্রলোচনকে সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া, হিমালয়োপরি অবস্থিতা দিব্য রূপলাবণ্য ধারিণী দেবীর সেই সখীজন তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, দেবি! আপনি হিংসাপরায়ণ শুম্ভাসুরের প্রতিহিংসন বিষয়ে যত্নবতী হইয়া, স্বীয় প্রভুত্ব প্রকাশ করুন, এবং দেবগণকে রক্ষা করিয়া আপনার "উ" নামটির মহিমা দেখান।' দৈত্য-বধানন্তর যদি আপনি হর্ষভরে অদ্য আমাকে লইয়া, আপনার ভর্ত্তা শিবের নিকট গমন করেন, তাহা হইলে আমি সেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর ঈশ্বর মহাদেবের প্রণয়াহ্বানে নিতান্ত লজ্জিত ও বিহ্বলচিত্ত হইব। এবং ধূম্রলোচনও কহিল, হে দেবি! আপনি শুম্ভাসুরের রক্ষকগণকে দূরীকরণ পূর্ব্বক স্বীয় স্বামী শুম্ভকে বধ করিবার জন্য

যাও, তাহা হইলে, দেখিতেছ ত, আমি কেমন সৈন্যবলে বেষ্টিত হইয়া আসিয়াছি, এখনি তোমার কেশমুষ্টি ধরিয়া, বলপূর্ব্বক তোমাকে টানিয়া লইয়া যাইব, এবং তাহাতে তোমাকে কতই কাতর হইতে হইবে।”

(৩৯৮-৩৯৯)

দেবী কহিলেন, ধূম্রলোচন!' তুমি ত নিজেই বলবান্, তাহাতে আবার সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হইয়া আরও পরাক্রমশালী হইয়াছ, তোমাকে দৈত্যেশ্বর বলপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন, আমি অবলামাত্র, সুতরাং ইহাতে আমার কি বা কর্ত্তব্য কি বা সামর্থ্য আছে।

(৪০০-৪০১)

ঋষি কহিলেন,' অম্বিকা দেবী এই কথা বলিলে, সেই ধূম্রলোচন যেমন তাঁহার প্রতি আক্রমণার্থ ধাবমান হইল, অমনি তিনি এমন একটি ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিলেন যে তাহাতেই সেই অসুর ভস্মীভূত হইয়া গেল।

চলুন। জ্ঞানিগণের প্রতি যাহাদিগের প্রীতি নাই, আপনি সেই সকল দৈত্যের শাস্তি বিধায়িনী, সুতরাং তাহাদিগের কেশমুষ্টি ধরিয়া, টানিয়া আনিতে গমন করুন। আমি আর তথায় সসৈন্যে গমন করিব না।

(৩৯৮-৩৯৯)

দেবী কহিলেন ধূম্রলোচন!' আমি "বলাৎ" অর্থাৎ বলসংহারিণী মহাশক্তি। তুমি রূপবান্ বলিয়া দৈত্যেশ্বর কর্ত্তৃক মৎসন্নিধানে বলিস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছ। তুমি স্বীয় প্রাণরক্ষার্থ অপর কাহার নিকট লইয়া যাইবে বল? আমি সকলেরই বল নষ্ট করিব। এক্ষণে মৃত্যু সন্নিকট বলিয়া তোমার মস্তকোপরি কাকাবলি উড়িতেছে। সুতরাং আইস, অগ্রে তোমারই এই স্থূলশরীরটি বিনাশ করি।

(৪০২-৪০৭)

অনন্তর ধূম্রলোচনকে এইরূপে হত হইতে দেখিয়া, তাহার সেই সুবিপুল সৈন্যবর্গ কুপিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে অম্বিকাদেবী তাহাদিগের উপর সুতীক্ষ্ণ শরজাল-বর্ষণ, শক্তি-প্রক্ষেপ ও পরশু-প্রহার করিতে লাগিলেন।' এবং তাঁহার বাহন সেই সিংহটিও ক্রোধে দুর্নিরীক্ষ্য গ্রীবাভঙ্গী করত, কেশর সমূহকে বিকম্পিত করিয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে সেই অসুর-বাহিনী মধ্যে ঝম্ফ প্রদান পূর্ব্বক' কোন কোন দৈত্যকে করতল-প্রহারে কাহাকেও বা দন্তাঘাতে এবং অন্য কাহাকেও বা পশ্চাৎপদের আক্রমণে সংহার করিতে লাগিল।' সেই রণোন্মত্ত কেশরী, যেন পঞ্চমুখ ব্যাদান করিয়া, বজ্রনখ দ্বারা কাহারও উদরদেশ বিদীর্ণ করিল,' চপেটাঘাতে কাহারও মুণ্ড কাহারও বাহু কায়বিচ্ছিন্ন করিল, এবং জটাজূট বিধূনন পূর্ব্বক দন্তাঘাতে কাহারও বক্ষঃস্থল হইতে রুধির পান করিতে লাগিল।' দেবীর বাহন সেই প্রচণ্ড-কোপ মহাবল পরাক্রান্ত সিংহরাজ এইরূপে ক্ষণকাল মধ্যে সেই সমস্ত দৈত্য-সৈন্যকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল।

(৪০৮-৪০৯)

দেবী ধূম্রলোচনকে ভস্মীভূত করিয়াছেন, এবং তাঁহার সিংহ তদীয় সমস্ত অসুর-সৈন্যকে বিনষ্ট করিয়াছে,' ইহা

শুনিয়া দৈত্যরাজ শুম্ভের ক্রোধে অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি তখনই চণ্ড ও মুণ্ড নামক সেই অসুরদ্বয়কে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করিলেন।

(৪১০ ৪১২)

হে চণ্ড, হে মুণ্ড! তোমরা উভয়ে বহুতর সৈন্য-পরিবৃত হইয়া সেই দেবীর নিকট গমন কর, এবং তথা হইতে তাহাকে শীঘ্র এখানে লইয়া আইস।' যদি সহজে না আইসে, তাহা হইলে, হয় কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক, না হয় বন্ধন পূর্ব্বক, তাহাকে আনিবে। যদি তাহাকে আনয়ন করা নিতান্তই অসম্ভব বোধ হয়, তাহা হইলে সমস্ত অসুর সৈন্যে মিলিত হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে, এবং অশেষ প্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে তাহাকে বধ করিবে।' পরে সেই দুষ্টা

(৪১০ ৪১২)

অনন্তর চণ্ড মুণ্ডকে শুম্ভাসুরের নিকট আগমন করিতে দেখিয়া, দেবীর সখীবর্গ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে দেবি! আপনি কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক চণ্ড মুণ্ডের নিকট চলুন। এবং তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলুন যে "হে চণ্ড, হে মুণ্ড! তোমরা বহুতর সৈন্য-সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিতে আইস, দেখিবে যে, তোমাদিগের সেই মহতী সেনা আমার সহিত যুদ্ধে অবিলম্বে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে"। হে দেবি সংভৃত-সর্পাভরণে! আপনি কালিকা মূর্ত্তিতে "শম্বু" অর্থাৎ বৃহৎ সর্পের হার পরিধান করিয়া থাকেন। এবং আপনার বাণ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশের বাণের ন্যায় অব্যর্থ। যুদ্ধকালীন চতুর্দ্দিকে হলায়ুধ বিক্ষেপকারী অসুরগণকে আপনি নাগপাশে বদ্ধ ও আকর্ষণ করিয়া আপনার সেই অব্যর্থ বাণে তাহাদিগকে বধ করত,

রমণী ও তাহার দুরন্ত সিংহ নিহত হইলে, তোমাদের সেই অম্বিকাকে* মুমূর্ষু অবস্থায় থাকিলে বন্ধন করিয়া, বা মৃত হইলে বহন করিয়া, লইয়া আসিবে।

দেবতাগণকে রক্ষা করুন, যেন তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে স্বর্গভোগ করিতে পারেন।' হে সর্ব্ব-ব্যাপিনি "আত্মিতে" দেবি! আপনি নিজসিংহে ও অন্য সর্ব্বত্র সতত-গতি হইয়া থাকেন। এই দুর্দ্দান্ত দেববিদ্বেষী দৈত্যসেনা আপনার নিকট উপস্থিত হইলে. আপনি তাহাদিগকে বিশেষরূপে নিতান্ত শোষণপূর্ব্বক, "অম্বিকা" বা লম্বিকা পাশ রজ্জু লইয়া শত্রুগৃহ হইতে সেই অসুর-বাহিনীকে বন্ধন পূর্ব্বক শীঘ্র প্রত্যাগমন করুন।

* এখানে শুম্ভাসুরোক্ত 'অম্বিকা' শব্দে ইহা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, যে "দেখিও তিনি তোমাদের অম্বিকা অর্থাৎ মাতা, তাঁহার প্রতি তোমরা যেন কামভাব প্রকাশ করিও না"।

সপ্তম অধ্যায়।

ওঁ চণ্ডিকা দেবীকে নমস্কার।

(৪১৩-৪১৫)

ঋষি কহিলেন,' শুম্ভাসুর চণ্ডমুণ্ডকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিলে, দৈত্যগণ সেই দুইজনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধ যাত্রা করিল।' অনন্তর তাহারা দেখিল, যে হিমালয়ের কাঞ্চনাভ অত্যুচ্চ শৃঙ্গ-প্রদেশে দেবী তাঁহার সিংহপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, ও তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করিতেছেন।

(৪১৬)

দেবীকে দেখিবামাত্র দৈত্যগণ তাঁহাকে ধরিবার উদ্যোগ করত, কেহ কেহ ধনুকের জ্যা আকর্ষণ, কেহ কেহ নিষ্কোষিত অসি ধারণ, এবং অপর সকলে তাঁহার সমীপে দ্রুতগমন করিতে লাগিল।

(৪১৭ ৪২০)

তখন অম্বিকা দেবী সেই সকল দৈত্যকে শত্রুভাবে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত কুপিতা হইলেন। ক্রোধাবেগে তাঁহার শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া শেফালিকা বৃন্তের বর্ণ ধারণ করিল,' ও ললাট-ফলক ভয়ঙ্কর ভ্রুকুটীতে

কুঞ্চিত হইল। এবং তথা হইতে তাঁহার সর্ব্ব-সংহারিণী তামসী মূর্ত্তিময়ী ক্রোধশক্তি তৎক্ষণাৎ করালবদনা কালী-দেবী-রূপে বিনির্গতা হইলেন। তাঁহার হস্তে খড়্গ, পাশ ও অদ্ভুত নর-কঙ্কালের খট্বাঙ্গ মুষ্টিবদ্ধ, গলদেশে নরমুণ্ড-মালা দোদুল্যমানা এবং কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত; তাঁহার দেহযষ্টি বিকট-দর্শন, কদাকার, ও অস্থিচর্ম্মমাত্রে সার;' মুখবিবর নিরতিশয় বিস্তীর্ণ, এবং তাহা হইতে লেলিহান সুদীর্ঘ লোলজিহ্বা ভয়ঙ্কররূপে বহির্গত; এবং তাঁহার চক্ষু আরক্তবর্ণ ও কোটর-নিমগ্ন। তাঁহার ভীম গর্জ্জন নিনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল।

(৪২১-৪২৭)

তিনি প্রচণ্ড-বেগে দেবদ্রোহী অসুর-গণ মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে ও তাহাদিগের চতুরঙ্গ সৈন্যসকলকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।' পৃষ্ঠস্থিত যোদ্ধৃগণ ও তদীয় অগ্র ও পশ্চাদ্বর্ত্তী শস্ত্রধারী পুরুষগণ সহিত জয়ঘণ্টালঙ্কৃত গজদিগকে এক হস্তে উত্তোলন পূর্ব্বক স্বীয় বিশাল মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।' অশ্বা-রোহী ও রথারোহী বীরদিকেও তদীয় অশ্ব ও রথ-সারথি সহিত মুখমধ্যে তদ্রূপ নিক্ষেপ করিয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর শব্দে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।' পদাতিক-গণের কাহারও কেশমুষ্টি, কাহারও বা গ্রীবা ধরিয়া মুখে

ফেলিতে লাগিলেন, এবং কাহাকে বা পদাঘাতে বিদলিত ও কাহাকে বা বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষণ পূর্ব্বক বধ করিতে লাগিলেন।' অসুরগণ তাঁহার প্রতি যে সকল অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল, সে সমস্ত তিনি সেই ব্যাদিত মুখ-বিবর মধ্যে গ্রাস করত বিশাল ও করাল দন্তে সক্রোধে চর্ব্বণ পূর্ব্বক নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন।' তিনি এইরূপে মহাবল মহাকায় ও দুষ্টাশয় অসুরগণের প্রায় সমস্ত সৈন্যকে বিধ্বস্ত ও ভক্ষণ করিতে, এবং অন্যান্য সকলকে প্রহার করিতে লাগিলেন।' অসুরগণ কেহ কেহ খড়্গপ্রহারে, কেহ কেহ খট্বাঙ্গাঘাতে, কেহ কেহ বা করালদন্তের ভীষণ দংশনে বিনষ্ট হইতে লাগিল।

(৪২৮-৪৩০)

তখন অসুরসৈন্য সকলকে এইরূপে ক্ষণমধ্যে বিনাশিত হইতে দেখিয়া প্রচণ্ড-বিক্রম চণ্ডাসুর সেই মৃত্যুরূপা ভয়ঙ্করী কালীর প্রতি ধাবমান হইল,' এবং সেই ভীষণ-লোচনা ঘোর-দর্শনা দেবীর প্রতি নিরন্তর সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। মুণ্ডাসুরও তাঁহার প্রতি সহস্র সহস্র চক্র নিক্ষেপ করিল।' কালী দেবীর ব্যাদিত মুখমধ্যে সেই সকল প্রক্ষিপ্ত সমুজ্জ্বল চক্ররাশি প্রবেশ করিল। তাহাতে বোধ হইল, যেন মেঘ বিবর মধ্য হইতে বহুতর সূর্য্যবিম্ব প্রকাশিত হইতেছে।

(৪৩১-৪৩২)

অনন্তর কালী দেবী অতীব রোষভরে ভৈরব নিনাদে ভয়ঙ্কর হাস্য করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই করাল মুখ-বিবর হইতে বিকট-দর্শন দশন-পংক্তির জ্যোতিঃ বিনির্গত হইতে লাগিল।' তিনি হস্তে একখানি বৃহৎ অসি উত্তোলন করত, হুঙ্কার শব্দ পূর্ব্বক, চণ্ডের প্রতি ধাবিতা হইলেন, এবং তাহার কেশমুষ্টি ধরিয়া, তদাঘাতে তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

(৪৩৩)

চণ্ডকে নিপাতিত হইতে দেখিয়া, মুণ্ডও দেবীর প্রতি ধাবমান হইল, কিন্তু দেবী ক্রোধভরে তাহাকেও সেই খড়্গাঘাতে ভূতলশায়ী করিলেন।

(৪৩৪)

তখন হতাবশিষ্ট অসুরসৈন্যগণ প্রচণ্ড-বীর্য্য চণ্ড-মুণ্ডকে বিনাশিত হইতে দেখিয়া, প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল।

(৪৩৫-৪৩৬)

কালী দেবী চণ্ড ও মুণ্ডের ছিন্ন মস্তকদ্বয় লইয়া, যাঁহার ললাট-ফলক হইতে তিনি উদ্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই চণ্ডিকা-দেবীর সমীপে গমন পূর্ব্বক প্রচণ্ড অট্টহাস্যের সহিত বলিতে লাগিলেন,' এই যুদ্ধযজ্ঞে চণ্ড ও মুণ্ডরূপ দুই

মহাপশুকে আপনার নিকট বলি উপহার দিতেছি ; শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বলিদান জন্য আপনি নিজে তাহাদিগকে বধ করিবেন ।

(৪৩৭-৪৩৯)

ঋষি কহিলেন,' কালী দেবীকে মহাসুর চণ্ড-মুণ্ডের ছিন্নমুণ্ড আনিতে দেখিয়া, কল্যাণময়ী চণ্ডিকা দেবী তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন,' দেবি ! আপনি যে চণ্ডমুণ্ডকে লইয়া আমার নিকট আসিলেন, এই হেতু লোক-মণ্ডলে আপনি "চামুণ্ডা" নামে প্রসিদ্ধা হইবেন ।

———

অষ্টম অধ্যায়।

ওঁ চণ্ডিকা দেবীকে নমস্কার।

(৪৪০-৪৪৬)

ঋষি কহিলেন, মহারাজ!' চণ্ডমুণ্ড নিহত ও তদীয় ভূরি ভূরি সৈন্য বিনষ্ট হইলে.' সেই প্রতাপবান্ অসুরাধিপতি শুম্ভের চিত্ত নিতান্ত কোপ-পরায়ণ হইয়া উঠিল। তিনি একেবারে দৈত্যগণের সমগ্র সৈন্যবর্গকে সজ্জা করিতে আদেশ দিলেন।' কহিলেন, আমার আজ্ঞা এই যে, এখনি ষড়শীতি উদায়ুধ দৈত্যগণ এবং রণচতুর অশীতি-সংখ্যক কম্বুগণ নিজ নিজ চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে যাত্রা করুক।' কোটিবীর্য্য অসুরগণের পঞ্চাশৎ বংশ, ধৌম্রগণের একশত বংশ' এবং কালকগণ, দৌর্হৃদগণ, মৌর্য্যগণ, কালকেয়গণ এবং অসুরগণ সকলেই শীঘ্র সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করুক।' ভীমশাসন অসুরপতি এই আজ্ঞা প্রদান করিয়া স্বয়ং বহু সহস্র মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিলেন।

(৪৪৭-৪৫০)

হে মহারাজ! অসুরগণের সেই ভয়ঙ্কর সৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া, চণ্ডিকা দেবী নিরন্তর ধনুষ্টঙ্কার

শব্দে পৃথিবী হইতে আকাশমণ্ডল পর্যান্ত পরিপূর্ণ করিলেন।' তখন দেবীর সিংহটিও ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং অম্বিকা সেই সিংহনাদকে স্বীয় ঘণ্টাস্বনে আরও বর্দ্ধিত করিলেন।' দিঙ্মণ্ডল ঘন ঘন ধনুষ্টঙ্কারে সিংহনাদে ও ঘণ্টারবে আপূরিত হইল। আবার কালী দেবী বিস্তারিত আননে ভীষণ চীৎকার করত, সে সকল নিনাদকেও ঢাকিয়া ফেলিলেন।' এই ভয়ঙ্কর মর্ম্মস্পর্শী মিশ্রনিনাদ শ্রবণে দৈত্যসৈন্যগণ ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া চণ্ডিকা কালী ও সিংহকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক আক্রমণ করিল।

(৪৫১-৪৫৩)

মহারাজ! এই সময়ে দেবশত্রু অসুরগণের বিনাশ, ও অমরবরগণের মঙ্গলের নিমিত্ত, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ কার্ত্তিকেয় ও ইন্দ্রের দেহ হইতে তাঁহাদিগের স্ব স্ব বলবীর্য্যান্বিতা শক্তি, তাঁহাদেরই নিজ নিজ রূপ ভূষণ ও আয়ুধ ধারণ ও বাহনা-রোহণ পূর্ব্বক মূর্ত্তিমন্তাবে বহির্গত হইয়া, অসুরগণের সহিত যুযুৎসু চিত্তে সেই মূলশক্তি চণ্ডিকার নিকট আগমন করিলেন। (ইঁহারাই প্রত্যেকে স্ব স্ব দেবতার পরিচায়িকা বা তাঁহাদের ইয়ত্তা-পরিমাপিকা, এজন্য ইঁহারা মাতৃগণ বলিয়া প্রসিদ্ধা)।

(৪৫৪-৪৬০)

ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী নাম্নী শক্তি হস্তে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু

ধারণ পূর্ব্বক হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া আসিলেন।' মহেশের মাহেশ্বরী শক্তি ললাটে চন্দ্রকলা, মণিবন্ধে সর্প-বলয় ও হস্তে ত্রিশূল ধারণ পূর্ব্বক বৃষ বাহনে উপস্থিত হইলেন।' কার্ত্তিকেয়ের কৌমারী শক্তি হস্তে শক্ত্যায়ুধ ধারণ পূর্ব্বক দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ময়ূরারোহণে আগমন করিলেন। ইনি অম্বিকা দেবীরই গুহ-রূপিণী বিভূতি মাত্র।' তদ্রূপ বৈষ্ণবী শক্তি হস্তষট্‌কে শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ ধনু বাণ ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক গরুড়-পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া সমাগত হইলেন।' বিষ্ণু যে অসীম বলবীর্য্যযুক্ত যজ্ঞবরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বারাহী শক্তিও তথায় আসিয়া মিলিত হইলেন।' তদীয় নৃসিংহ অবতারের নারসিংহী শক্তি ক্রোধ ভরে স্বীয় কেশর-কলাপ বিধূনন পূর্ব্বক নক্ষত্র সকলকে ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত করত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন।' এবং দেবরাজ ইন্দ্রের ঐন্দ্রী শক্তিও সহস্র-নয়নোদ্ভাসিনী মূর্ত্তিতে হস্তে বজ্রধারণ পূর্ব্বক ঐরাবতারোহণে তথায় তাঁহাদিগকে সংপ্রাপ্ত হইলেন।

(৪৬১)

অনন্তর ভগবান্ ঈশান দেব-শক্তি সকলকে চতুর্দ্দিকে সমাগত দেখিয়া হর্ষভরে চণ্ডিকা দেবীকে কহিলেন, প্রিয়ে! এইবার অসুরগণ শীঘ্রই নিপাতিত হইবে।

(৪৬২ ৪৬৭)

তখন চণ্ডিকা দেবীর শরীর হইতে ভয়ঙ্করী ও অতিদারুণা তদীয়া শক্তি শত শত শৃগালীর ন্যায় রব করিতে করিতে বিনির্গতা হইলেন। তাঁহার সঙ্গে শব্দায়মানা অসংখ্যা শৃগালীও আসিল।' সেই অপরাজিতা চণ্ডিকা-শক্তি ধূম্রবর্ণ জটাজূটধারী ঈশানকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার সন্দেশহর দূত হইয়া একবার শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট গমন করুন।' এবং সেই দুই অতিগর্ব্বিত দানবকে, এবং তাহাদের সহিত যে সকল অসুরাদি যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বলুন,' যে পূর্ব্বমত দেবরাজ ইন্দ্রই ত্রৈলোক্যে রাজত্ব করুন, এবং দেবগণই যজ্ঞ-ভাগ-ভোজী হউন। তোমাদের যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে সকলে পাতালে গমন কর।' আর, যদি তোমরা বলদর্পিত হইয়া এখনও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আইস, তোমাদের মাংস ভোজনে আমার শিবাগণ পরিতৃপ্তা হউক। সেই চণ্ডিকা-শক্তি দেবী এইরূপে ভগবান্ শিবকে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে তিনি শিবদূতী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন।

(৪৬৮)

অনন্তর মহাদেব শিবদূতীর সেই বাক্য মহাসুরগণকে শ্রবণ করাইলে, তাহারা ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া যুদ্ধার্থ

কাত্যায়নী দেবীর নিকট ধাবিত হইল। (অম্বিকা দেবী এক সময়ে 'কত' নামক ঋষির গোত্রে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এজন্য কাত্যায়নী তাঁহারই নামান্তর মাত্র)।

(৪৬৯ ৪৭০)

অমরারি অসুরগণ দেবীর সম্মুখে আগমন করত ক্রোধাবেগে নিতান্ত উদ্ধত হইয়া, তাহারাই প্রথমত দেবীর প্রতি শর বর্ষণ শক্তি-প্রক্ষেপ ও ঋষ্টি-প্রহারাদি করিতে লাগিল।' কিন্তু দেবী তাঁহার গম্ভীর-টঙ্কৃত ধনু দ্বারা সুতীক্ষ্ণ শর-জাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদের প্রক্ষিপ্ত শূল বাণ শক্তি ও পরশু চয়কে যেন ক্রীড়া পূর্ব্বকই ছেদন করিতে লাগিলেন।

(৪৭১-৪৭৮)

তখন মাতৃগণও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অসুর-সংহরণে প্রবৃত্ত হইলেন। চামুণ্ডা কালী দেবী শত্রুবর্গের কাহাকেও শূলাঘাতে, কাহাকেও বা খট্বাঙ্গ-প্রহারে বধ করত, রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন।' 'ব্রহ্মাণী দেবী চতুর্দ্দিকে সংক্রমণ পূর্ব্বক কমণ্ডলু-স্থিত মন্ত্রপূত জল-সেচনে অসুরগণকে হতবীর্য্য ও নিস্তেজস্ক করিতে লাগিলেন।' মাহেশ্বরী ত্রিশূলাঘাতে, বৈষ্ণবী চক্র-নিক্ষেপে, ও কোপ-ভীষণা কৌমারী শক্তি-প্রহারে দৈত্যনিচয়কে বধ করিতে লাগিলেন।' ঐন্দ্রী শক্তির প্রক্ষিপ্ত নিদারুণ বজ্র-পাতে শত শত দৈত্য দানব বিদীর্ণ-দেহ হইয়া ভূতলশায়ী হইল, এবং তাহাদের

দেহ হইতে অজস্র রুধির-স্রোতঃ প্রবাহিত হইল।' বারাহী শক্তি স্বীয় তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র তুণ্ডাঘাতে অনেকের বক্ষঃস্থল বিধ্বস্ত এবং সুদর্শন চক্র-নিক্ষেপে বহু জনের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক অসুরদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন।' নারসিংহী দেবী গভীর গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত, যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক স্বীয় বজ্রনখে অসুর-বৃন্দকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, তাহাদিগকে স্বীয় করাল মুখে কবলিত করিতে লাগিলেন।' এবং শিবদূতীর ভয়ঙ্কর অট্টহাস্যে কত কত অসুর মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল, এবং তিনি তখন রণমদে মত্ত হইয়া তাহাদিগকে উদরসাৎ করিতে লাগিলেন।' ক্রুদ্ধ মাতৃগণ এইরূপ বিবিধ প্রকারে মহাসুর দিগকে বিমর্দ্দন করিতেছেন দেখিয়া অমরারি দৈত্য সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল।

(৪৭৯ ৪৮৫)

মাতৃগণের ঈদৃশ নিদারুণ বিধ্বংসন ব্যাপারে হতাবশিষ্ট অসুরগণ পলায়ন-পরায়ণ হইলে, মহাসুর রক্তবীজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল।' এই রক্তবীজের শরীর হইতে ভূমিতে এক বিন্দু রক্ত নিপতিত হইলে, অমনি তাহা হইতে তাহারই ন্যায় সমানবীর্য্য আর একটি মহাসুর উৎপন্ন হইত। (এজন্য রক্তবীজের নামান্তর রক্তবিন্দুও ছিল)। সেই মহাসুর রক্তবীজ হস্তে ভীষণ গদাধারণ পূর্ব্বক ঐন্দ্রী শক্তির

সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, ঐন্দ্রী দেবীও তাহার উপরি বজ্র-প্রহার করিলেন।' রক্তবীজ কুলিশাহত হইলে, তাহার শরীর হইতে যেমন রক্তস্রোতঃ বহিতে লাগিল, অমনি তাহা হইতে, তাহার ন্যায় পরাক্রম-বিশিষ্ট ও তাহারই ন্যায় রূপ-ধারী বহুতর যুধ্যমান অসুর সমুদ্ভূত হইল।' রক্তবীজের শরীরচ্যুত রক্তবিন্দুর পরিমাণানুসারে তাহারই ন্যায় বলবীর্য্য বিক্রম বিশিষ্ট তাবৎ-সংখ্যক পুরুষ জন্মিল।' এবং সেই সকল রক্ত-সম্ভূত পুরুষ নিদারুণ রূপে অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক রক্তবীজেরই ন্যায়মাতৃগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।' ঐন্দ্রী পুনরায় রক্তবীজের মস্তকে বজ্র-প্রহার করিলে, তদীয় ক্ষত স্থান হইতে যে রক্তধারা পতিত হইতে লাগিল, তাহা হইতেও সহস্র সহস্র তদ্বৎ শস্ত্রধারী ও যুধ্যমান পুরুষ আবির্ভূত হইল।

(৪৮৬ ৪৮৭)

ঐন্দ্রীর নিকট পুনঃপুনঃ বজ্র-প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া রক্তবীজ যেমন তাহার নিকট হইতে অপরদিকে ফিরিল, অমনি বৈষ্ণবী শক্তি তাহাকে গদা-প্রহার ও ইতস্ততঃ চক্রা-ঘাত করিতে লাগিলেন।' বৈষ্ণবী- চক্রে রক্তবীজের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইলে, যে প্রভূত রুধির-পাত হইল, সেই রুধিরে তৎপ্রমাণ সহস্র সহস্র মহাসুর সঞ্জাত হইয়া পৃথ্বীতলকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল।

(৪৮৮-৪৯০)

অনন্তর কৌমারী দেবী শক্তি-প্রয়োগে, বারাহী অসি-প্রহারে ও মাহেশ্বরী ত্রিশূল নিক্ষেপে মহাসুর রক্তবীজকে আহত করিতে লাগিলেন।' মহাসুরও বিষম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাতৃগণের সকল দেবীকেই পৃথক্ পৃথক্ গদাঘাত করিতে লাগিল।' রক্তবীজের শরীর হইতে মাতৃগণের শূল শক্তি ও খড়্গ প্রহারে যে ভূরি ভূরি রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল, তাহা হইতে শত শত যুযুধান অসুর সমুদ্ভূত হইতে লাগিল।

(৪৯১-৪৯৬)

এইরূপে মহাসুর রক্তবীজের রুধির-সম্ভূত অসুর-সংঘে সমস্ত ধরাতলকে ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়া দেবগণের মনে নিতান্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইল।' তখন রণ-বিশারদা বিষ্ণু-মায়ারূপিণী চণ্ডিকা দেবী দেবগণকে ঈদৃশ বিষণ্ণ দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, ভয় নাই, ভয় নাই, এখনি শত্রুগণকে সংহার করিতেছি। অনন্তর তাঁহারই স্বীয় তামসী শক্তি কালী দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চামুণ্ডে! আপনার ঐ সর্ব্ব-সংহারক বদনকে একবার বিস্তীর্ণরূপে ব্যাদান করুন,' এবং মহাসুর রক্তবিন্দু হইতে মদীয় শস্ত্রপাত-সম্ভূত রক্তবিন্দু অসুর সমূহকে আপনি শীঘ্র শীঘ্র আপনার সেই লেলিহান জিহ্বাযুক্ত করাল মুখে

গ্রাসপূর্ব্বক তাহাদিগকে চর্ব্বণ ও ভক্ষণ করত রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকুন। সুতরাং এই দুর্দ্ধর্ষ বিকট দৈত্য ক্রমে ক্রমে স্বীয় রক্তক্ষয় জন্য অবশেষে স্বয়ংই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। এবং আপনি ইহাদিগকে উদরসাৎ করিলে পুনরায় এতাদৃশ ভয়ঙ্কর দৈত্যগণ উদ্ভূত হইতে পারিবে না। তাঁহাকে এই কথা বলিয়া চণ্ডিকা দেবী সেই রক্তবীজকে শূলাঘাতে বিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষত করিলেন,' এবং কালীদেবীও রক্তবীজের দেহনিঃসৃত শোণিত পানে রত হইলেন।

(৪৯৭-৪৯৯)

অনন্তর মহাসুর রক্তবীজ চণ্ডিকা দেবীকে প্রচণ্ডরূপে গদাঘাত করিল, কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিময়ী বিশ্বরূপা দেবীর তাহাতে স্বল্পমাত্রও বেদনা অনুভূত হইল না।' পরন্তু রক্তবীজ শূলাহত হইলে, তাহার শরীরের যে যে স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল, চামুণ্ডা দেবী সেই সেই স্থান হইতে তাহার রক্তস্রোত মুখমধ্যে চুষিয়া লইতে লাগিলেন।' এবং তাঁহার বিশাল মুখ-বিবরে রক্তপাত-সম্ভূত যে সমস্ত অসুর জন্মিতে লাগিল, তাহাদিগকে তিনি চর্ব্বণ ও ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

(৫০০-৫০২)

হে মহীপাল সুরথ নৃপতে! রক্তবীজ এইরূপে দেবীগণ কর্ত্তৃক শূল বজ্র বাণ খড়্গ ঋষ্টি প্রভৃতি আয়ুধাঘাতে আহত

ও চামুণ্ডা কর্ত্তৃক পীত-শোণিত হইতে লাগিল।' এবং অবশেষে শস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত ও রক্তশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত ও গতাসু হইল।' তখন দেবগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন, এবং মাতৃগণ অসুরগণের রুধির পানে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে বীরপানোৎসব করিতে লাগিলেন।

নবম অধ্যায়।

ওঁ চণ্ডিকা দেবীকে নমস্কার।

(৫০৩-৫০৫)

সুরথ রাজা সুমেধা ঋষিকে বলিলেন,' ভগবন্! আপনি মহামায়া দেবীর চরিত-মাহাত্ম্য বর্ণনে আমাকে যে রক্ত-বীজের বধ-বৃত্তান্ত শুনাইলেন, ইহা তো নিতান্তই অদ্ভুত।' যাহা হউক, মহাবীর রক্তবীজ নিপাতিত হইলে, শুম্ভ নিশুম্ভ ক্রোধান্ধ হইয়া পুনরায় কি কি করিল, আমার তৎশ্রবণে ইচ্ছা হইতেছে।

(৫০৬-৫১০)

ঋষি কহিলেন মহারাজ!' সেই ঘোরতর সংগ্রামে রক্ত-বীজ ও অন্যান্য সৈন্য সামন্ত নিপাতিত হইলে, শুম্ভনিশুম্ভের বিষম ক্রোধোদয় হইল।' তখন, অসুরগণের সেই সুবি-পুল সৈন্য সকল নিরন্তর হত হইতেছে দেখিয়া, নিশুম্ভ ক্রোধাবেগে স্বীয় উৎকৃষ্ট অসুর-বাহিনী লইয়া রণস্থলে ধাবিত হইল।' এবং তাহার অগ্রে পশ্চাতে ও পার্শ্বদ্বয়ে মহাসুর-গণ শ্রেণীবদ্ধভাবে সমবেত হইয়া, কোপে অধরোষ্ঠ দংশন করিতে করিতে চণ্ডিকা দেবীকে হনন করিবার মানসে, চলিতে লাগিল।' দৈত্যপতি মহাবল শুম্ভও স্বকীয় সৈন্তে

পরিবৃত হইয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত-চিত্তে মাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে চণ্ডিকাকে নিধন করিবার জন্য উপস্থিত হইল।

(৫১১-৫১২)

তখন শুম্ভনিশুম্ভ দেবীর সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, এবং মেঘ হইতে বারি বর্ষণের ন্যায় তাহারা অজস্র অত্যুৎকট শরবৃষ্টি করিতে লাগিল।' কিন্তু চণ্ডিকা দেবী স্বীয় বাণ সমূহে তাহাদের প্রক্ষিপ্ত শর সকল ছেদন করত, সেই দুই দুর্দ্দান্ত অসুরপতির অঙ্গে অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিলেন।

(৫১৩ ৫১৮)

তখন নিশুম্ভ একখানি শাণিত খড়্গ ও একখানি উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট চর্ম্মে সজ্জিত হইয়া দেবীর বাহন সেই রণকুশল সিংহের শিরোদেশে প্রহার করিল।' তাহাতে দেবী তাঁহার ক্ষুরপ্র অস্ত্র প্রয়োগে অসুরবরের সেই উৎকৃষ্ট অসিখানি ও অষ্ট চন্দ্র যুক্ত সেই চর্ম্মটি তখনই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।' খড়্গ ও চর্ম্ম বিনষ্ট হইলে, নিশুম্ভাসুর দেবীর প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু সেই শক্তিটি সম্মুখে আসিবা মাত্র দেবী চক্র ঘূর্ণনে তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া দিলেন।' তখন দানবসিংহ কোপে প্রজ্বলিত হইয়া শূল নিক্ষেপ করিল, দেবীও সেই শূলকে নিকটে আসিতে

দেখিয়া মুষ্ট্যাঘাতে তাহাকে চূর্ণিত করিলেন।' অনন্তর নিশুম্ভ একটি গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে ঘুরাইতে ঘুরাইতে চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ করিল; কিন্তু দেবীর জ্বলন্ত শূল-পাতে গদাটি ভস্ম হইয়া গেল।' তখন দৈত্য-পুঙ্গব হস্তে একখানি পরশু লইয়া ধাবিত হইল, কিন্তু দেবী তাহাকে অজস্র বাণাঘাতে মূর্চ্ছিত করিলেন, সে ভূতলে পতিত হইল।

(৫১৯-৫২০)

ভীম-বিক্রম দুর্দ্ধর্ষ কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিশুম্ভ ধরাশায়ী হইল, দেখিয়া দৈত্যরাজ শুম্ভ নিতান্ত ক্রোধ-সন্দীপিত চিত্তে অম্বিকা দেবীকে বধ করিবার মানসে একটি উচ্চ রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে চলিলেন।' রণ-সজ্জায় তখন তাহার বড়ই শোভা হইয়াছিল, বোধ হইল যেন সে নানাবিধ দিব্য আয়ুধ ধারণ করত সুদীর্ঘ ও নিরুপম আটটি হস্ত দিঙ্মণ্ডলে প্রসারিত করিয়াছে।

(৫২১-৫২৬)

দৈত্যপতি এইরূপে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, দেবী সুগভীর শঙ্খধ্বনি পূর্ব্বক, উৎকট শ্রবণ-ভৈরব ধনু-ষ্টঙ্কার করিতে লাগিলেন,' এবং স্বীয় ঘণ্টার ভয়ঙ্কর রণরণিত নিনাদে দিগ্বিদিক্ এমনি প্রতিধ্বনিত করিলেন, যে দৈত্য-সৈন্যগণ আতঙ্কে ভগ্নোদ্যম হইল।' তখন তাঁহার সিংহও

ঘোরতর গর্জ্জনে পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দশদিক্ পরিপূর্ণ করিল, এবং তচ্ছ্রবণে মাতঙ্গগণের গণ্ডস্থল হইতে প্রভূত মদবারি ক্ষরিত হইতে লাগিল।' তদনন্তর চামুণ্ডা দেবী ঊর্দ্ধে উল্লম্ফন পূর্ব্বক করতল দ্বয়ে ধরাতলকে এতদ্রূপ সন্তাড়িত করিতে লাগিলেন, যে তজ্জনিত ভয়ঙ্কর শব্দে পূর্ব্বোক্ত শঙ্খ-ধ্বনি ধনুষ্টঙ্কার ঘণ্টারব ও সিংহগর্জ্জন অবসন্ন ও আচ্ছাদিত হইয়া গেল।' তখন শিবদূতী দেবীও ঘোর অমঙ্গল-সূচক বিষম অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন। সেই অট্ট হাস্য-রবে অসুরগণ নিতান্ত সন্ত্রস্ত হইল, এবং শুম্ভের চিত্তে দুর্ব্বিষহ নিদারুণ ক্রোধ জন্মিল।' অম্বিকা দেবী এই সময়ে যেমন তাহাকে বলিলেন, "থাক্ থাক্ রে পাষণ্ড", অমনি আকাশ-স্থিত দেবগণ সমস্বরে বলিযা উঠিলেন "দেবীর জয় হউক, দেবীর জয় হউক"।

(৫২৭-৫৩০)

অনন্তর শুম্ভ দেবীর নিকটবর্ত্তী হইয়া একটি ভীষণ তেজঃপুঞ্জ শক্তি নিক্ষেপ করিলে, উহা জলন্ত অগ্নি-প্রভার ন্যায় ছুটিতে লাগিল, কিন্তু চণ্ডিকা দেবী স্বীয় মহোল্কা নাম্নী তাদৃশ দেদীপ্যমান শক্তি প্রয়োগে তাহাকে নিরস্ত করিলেন।' এই দুই প্রচণ্ড শক্তির পরস্পর প্রতিঘাতে একটি ঘোরতর কর্কশ নির্ঘোষ সমুত্থিত হইল, কিন্তু শুম্ভের লোক-ত্রয়ব্যাপী উৎকট সিংহনাদে উহা আচ্ছন্ন হইয়া গেল।'

তখন তাঁহারা দুই জনে পরস্পরের প্রতি অজস্র বাণ বর্ষণ করত, নিজ নিজ নিশিত বাণে পরস্পরের বাণ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন।' পরিশেষে চণ্ডিকা দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া শুম্ভের বক্ষে শূলাঘাত করিলেন, দৈত্যপতি তাহাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল।

(৫৩.-৫৩৮)

অনন্তর নিশুম্ভের মূর্চ্ছাপনোদন হইলে, সে ধনুর্বাণ গ্রহণ করত চণ্ডিকা ও চামুণ্ডা দেবীকে এবং দেবীর বাহন সেই সিংহকে পুনঃপুন শরাঘাত করিতে লাগিল।' তৎপরে দৈত্যরাজ চণ্ডিকা দেবীর প্রতি এমনি ক্ষিপ্র-হস্তে অজস্র চক্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যে বোধ হইল যেন তখন তাহার দশ সহস্র বাহু নির্গত হইয়াছে।' কিন্তু সেই দুর-ভিগমা সঙ্কট-বিমোচনী পরমৈশ্বর্যাবতী চণ্ডিকা দেবী কুপিতা হইয়া নিজ শর বর্ষণে দৈত্য-প্রহিত সেই সকল চক্র ও বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।' অতঃপর নিশুম্ভ সত্বর একটি গদা গ্রহণ করত দৈত্য-সৈন্য পরিবৃত হইয়া দেবীকে হনন করিবার জন্য সবেগে ধাবিত হইল!' সে গদাহস্তে নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র চণ্ডিকা দেবী একখানি তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা তাহার সেই গদাকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। অসুর তখন একটি শূল গ্রহণ করিল।' সেই দেব-নির্যাতন-কারী নিশুম্ভকে শূল-হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী

স্বীয় শূল দ্বারা বিষম বেগে তাহার হৃদ্দেশের মর্ম্ম স্থান বিদ্ধ করিলেন।' তখন ম্রিয়মাণ নিশুম্ভের বিদীর্ণ হৃদয় হইতে তদীয় সূক্ষ্ম-দেহ অপর একটি মূর্ত্তিমান্ ও তদ্বৎ মহাবল মহাবীর্য্য পুরুষ রূপে তৎক্ষণাৎ বিনির্গত হইতে হইতে যুযুৎসু-চিত্তে বলিল "থাক থাক"।' কিন্তু দেবী অবিলম্বে সেই উত্তিষ্ঠমান পুরুষের মুণ্ড খড়্গাঘাতে অট্টহাস্য করিতে করিতে ছেদন করিলেন। নিশুম্ভ তখন গতাসু হইয়া ধরাতলে পতিত হইল।

(৫৩৯-৫৪৩)

নিশুম্ভ নিহত হইলে চণ্ডিকা দেবীর বাহন সেই সিংহটি অনেকগুলি অসুর সৈন্যকে আক্রমণ করত, ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ দন্তে তাহাদের গ্রীবাদেশ নিষ্পেষণ পূর্ব্বক, তাহাদিগকে কবলিত করিতে লাগিল, এবং অন্যান্য অসুরগণকে চামুণ্ডা ও শিবদূতী দেবী উদরসাৎ করিতে লাগিলেন।' তৎপরে কতকগুলি মহাসুর কৌমারী দেবীর শক্তি প্রহারে নষ্ট ও কতকগুলি ব্রহ্মাণী দেবীর কমণ্ডলু স্থিত-মন্ত্র পূত জল সেচনে হতবীর্য্য হইয়া নিরাকৃত হইল।' মাহেশ্বরী দেবী ত্রিশূলাঘাতে অপর কতকগুলি দৈত্য-সৈন্যের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন, বারাহী দেবী ঘোর দন্তুর তুণ্ডাঘাতে অনেককে বিধ্বস্ত করত ধরাশায়ী করিলেন,' বৈষ্ণবী দেবী ঘূর্ণ্যমান সুদর্শন চক্রে বহুতর দানবকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন, এবং

ঐন্দ্রী দেবী বজ্র-প্রহারে ভূরি ভূরি দৈত্যকে সংহার করি-
লেন।' অসুরগণের মধ্যে অনেকেই এইরূপে নিহত হইল,
অনেকে কালী শিবদূতী ও মৃগেন্দ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল, এবং
অবশিষ্ট সকলে সেই মহাযুদ্ধ হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন
করিল।

দশম অধ্যায়।

ওঁ চণ্ডিকা দেবীকে নমস্কার।

(৫৪৪-৫৪৬)

ঋষি কহিলেন, মহারাজ!' প্রাণতুল্য অতিপ্রিয় কনিষ্ঠ সহোদর নিশুম্ভ নিহত হইল, এবং সমগ্র অসুর সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া দৈত্যপতি শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল,' শক্তিগর্ব্বোদ্ধতে দুর্গে! আর বৃথা দর্প করিও না। প্রতিজ্ঞাচ্ছলে তুমি বড়ই স্বকীয় গৌরব জানাইয়াছিলে, এক্ষণে অন্যান্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করত যুদ্ধ করিয়া, আপনাকে বিলক্ষণ সত্যসন্ধা, সুতরাং অতি-মানিনী বলিয়া প্রতিপন্ন করিলে!

(৫৪৭-৫৪৮)

দেবী কহিলেন,' অরে পাপিষ্ঠ! এই জগতে একমাত্র

---

(৬৪৬)

ভক্তিপক্ষে নিগূঢ়ার্থ—

হে বলাবলে! আপনি শক্তিমানের বল-হারিণী, এবং দুর্ব্বলের বলদাত্রী। হে অপদুষ্টে! আপনি স্ব-পর ভেদ দোষ রহিতা, সুতরাং সকলেরই যথাযথ কর্ম্মফল বিধাত্রী। হে দুর্গে। আপনি বাক্যমনের অগোচরা, দুর্জ্জেয়া। আপনি আমার চিত্তে আর গর্ব্ব বিধান করিবেন না। আপনি সর্ব্ব-শক্তিরূপিণী, এই জন্যই আপনি অন্যান্য দেবীর শক্তি-সমূহ প্রকাশ করত যুদ্ধ করিয়াছেন; আপনিই একমাত্র অভিমানযোগ্যা পূজার্হা। আমার ধৃষ্টতাপরাধ ক্ষমা করুন।

আমিই আছি, আমা ভিন্ন অপর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। এই সকল দৃশ্যমান দেবী আমারই প্রকাশিত কায়ব্যূহ রূপ বিভূতি মাত্র। এই দেখ, ইঁহারা পুনরায় আমাতেই মিলিতেছেন।

(৫৪৯ ৫৫১)

অনন্তর ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সেই সকল দেবী দেখিতে দেখিতে অম্বিকা দেবীর শরীরে বিলীন হইয়া গেলেন। তখন একমাত্র তিনিই অবস্থিতা রহিলেন,' এবং বলিলেন,' আমি যে নানাবিধ বিভূতি প্রকাশ করিয়া স্বীয় কায়ব্যূহ রচনা করিয়াছিলাম, তাহা তো এই সংহৃত করিলাম। এক্ষণে এই যুদ্ধে তো একা আমিই রহিলাম, দেখি তুমিও কেমন স্থির হইয়া থাক।

(৫৫২-৫৫৭)

ঋষি কহিলেন, মহারাজ!' অনন্তর সমস্ত দেবগণ ও অসুরগণ অন্তরে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন, যে অম্বিকা দেবী ও শুম্ভাসুর এই দুই জনের নিদারুণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ বাধিল।' তাঁহারা উভয়ে সেই সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পরস্পরের প্রতি নিশিত শরজাল বর্ষণ ও ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।' অম্বিকা দেবী যে সকল ভূরি ভূরি মন্ত্র-পূত অলৌকিক দিব্য অস্ত্র শুম্ভের প্রতি মোচন করিলেন, দৈত্যপতি তত্তৎ প্রতিরোধক অস্ত্র সমূহ ক্ষেপণ

দ্বারা সে সকল নিরস্ত করিতে লাগিল।' আবার, শুম্ভ যে সকল তাদৃশ দিব্য অস্ত্র দেবীর প্রতি প্রয়োগ করিল, পরমেশ্বরী দেবী হুঙ্কার পূর্ব্বক যেন ক্রীড়া করতই সে সকল অস্ত্রকে ব্যর্থচেষ্ট করিলেন।' তদনন্তর অসুর-রাজ শত শত শরবর্ষণে দেবীকে যেন আচ্ছাদন করিল, দেবীও তজ্জন্য কুপিতা হইয়া বাণ-বর্ষণে তাহার 'কোদণ্ড খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন

(৫৫৮-৫৬৩)

তখন দৈত্যেন্দ্র ভগ্নধনুষ্ক হইয়া একটি ভীষণ শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিল, কিন্তু উহা তাহার হস্তে থাকিতে থাকিতেই দেবী চক্র ক্ষেপণে সেই শক্তিকে চূর্ণিত করিলেন।' অনন্তর দৈত্যাধিপতি একখানি শাণিত খড়্গ ও শতচন্দ্র নামক সূর্য্যাবৎ দীপ্তি-বিশিষ্ট একটি চর্ম্মফলক লইয়া দেবীর প্রতি ধাবমান হইল।' কিন্তু সে নিকটে আসিবামাত্র দেবী তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ মোচনে তাহার 'সেই খড়্গ ও সূর্য্যপ্রভ চর্ম্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন'।' এবং তৎপরে তাহার রথ সারথি ও অশ্বগণকেও বাণাঘাতে নিপাতিত করিলেন।' তখন শুম্ভাসুর হতাশ্ব হতসারথি ও ভগ্নায়ুধ হইয়া একটি ভীষণ মুদগর উত্তোলন পূর্ব্বক অম্বিকা দেবীকে নিধন করিতে উদ্যত হইল,' দেবীও নিশিত শরবর্ষণে তাহার সেই মুদগরকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। তখন দৈত্যরাজ অনন্যোপায়

হইয়াও মুষ্টি-বদ্ধ হস্তে দেবীর প্রতি প্রভুত বেগে ধাবিত হইল।

(৫৬৪-৫৭১)

নিকটে আসিয়া দৈত্যবর দেবীর বক্ষে সেই বজ্র-মুষ্টি প্রহার করিল, দেবীও তাহার বক্ষে এক বিষম চপেটাঘাত করিলেন।' দৈত্যরাজ সেই চপেটাঘাতে অস্থির হইয়া ধরাতলে পতিত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরুত্থিত হইয়া' দেবীকে আকর্ষণ পূর্ব্বক এক উল্লম্ফন প্রদানে গগনমার্গে উত্থান করিল, এবং সেই শূন্য প্রদেশেই নিরবলম্ব থাকিয়া চণ্ডিকা দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।' শূন্যাকাশে তাঁহারা পরস্পরে প্রথমত এমনই ঘোরতর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন, যে বিমানচারী সিদ্ধ ও মুনিগণ তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।' অম্বিকা দেবী বহুক্ষণ সেই অসুরের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়া শেষে তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিলেন।' দুষ্টাশয় শুম্ভাসুর বিষম বেগে ধরাতলে পতিত হইয়াও বদ্ধ-মুষ্টি হস্তে চণ্ডিকা দেবীকে সংহার করণেচ্ছায় পুনরায় তাঁহার সম্মুখে ধাবিত হইল।' দৈত্যগণের অধীশ্বরকে এইরূপে আসিতে দেখিয়া, দেবী তাহার বক্ষঃস্থল শূলাঘাতে বিদ্ধ করত তাহাকে ভূতলশায়ী করিলেন।' সে তখন দেবীর শূলাগ্রে বিক্ষত-হৃদয় হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ধরাপতন কালে

শুম্ভাসুরের ভরে পৃথিবী পর্ব্বত সাগর ও দ্বীপপুঞ্জ কম্পিত হইয়া উঠিল।

(৫৭২-৫৭৫)

দুরাত্মা শুম্ভাসুর নিহত হইলে, জগজ্জন সম্যক্ স্বাস্থ্য লাভ করিল, অখিল বিশ্ব প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারিল, এবং নভোমণ্ডল নির্ম্মল শোভা প্রাপ্ত হইল।' ইতিপূর্ব্বে যে সকল উৎপাত-সূচক ভীষণ মেঘোদয় ও উল্কাপাত হইত, তাহা প্রশমিত ও অন্তর্হিত হইল, এবং স্রোতস্বতী নদী সকল উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গ-ভঙ্গে জনপদাদি প্লাবন করিতে নিরস্ত হইয়া, অনুকূল স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।' তাহার মৃত্যুতে দেবগণের চিত্ত আনন্দ-পূর্ণ হইল। গন্ধর্ব্বগণ মনোহর বিজয়গান ও মৃদঙ্গাদি বাদন করিতে, এবং অপ্সরো-রমণীগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।' তখন বায়ুও সুখস্পর্শ ভাবে মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল, দিবাকরের প্রভা তৃপ্তি-কর হইল, মুনি ঋষিগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে পুনরায় যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন, তাঁহা-দিগের স্থাপিত আহবনীয়াদি অগ্নি হইতে প্রশান্ত ও সুনির্ম্মল জ্বালা প্রকাশ হইতে লাগিল, অগ্নির তদানীন্তন পট্ পটা শব্দ বামাবর্ত্তার্চ্চি, দুর্গন্ধ ধূমোত্থান প্রভৃতি নিবৃত্ত হইল, এবং চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব তিরোহিত হইয়া শান্তি ও মঙ্গল-সূচক শব্দ শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল।

দেবীর চরম মাহাত্ম্যের তাৎপর্য্য।

ভগবচ্ছক্তির সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় ক্রম-বিকাশ নিয়মে সুদীর্ঘ কালান্তর ধরাতল নরজাতির উপযুক্ত আবাস-স্থল হইলে, ক্রমে ইহা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মনুষ্যে পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু এই নরজাতি বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্ম প্রভৃতি উচ্চভাবে একেবারেই অলঙ্কৃত হয় নাই। দৈহিক আকৃতি ও মানসিক প্রবৃত্তিতে যেমন পশু পক্ষ্যাদি তির্য্যক্ জীব হইতে ক্রমে বা-নর ও তৎপরে নরজাতি ক্রমান্বয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চত্ব লাভ করিয়াছে, তদ্রূপ পৃথিবী-লোকের চরম জীব নর-জাতিও আধ্যাত্মিক-উন্নতি কল্পে ক্রমবিকাশেরই নিয়মাধীন রহিয়াছে। আদিম অবস্থায় ইহাদিগের পাশব-প্রবৃত্তিই প্রবল, ও উৎকৃষ্ট মানব-প্রবৃত্তি সকল কেবল মাত্র বিকাশোন্মুখ ছিল। তখন কাম ক্রোধাদি রিপুবর্গের প্রাধান্য ও উত্তেজনা বশতঃ পরশ্রী-লিপ্সা, কামিনী-রিরংসা, ঐশ্বর্য্য-বুভুক্ষা অরাতি-জিঘাংসা প্রভৃতি আসুরিক প্রবৃত্তিতেই ইহারা পরিচালিত হইত, সুতরাং ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, সাধু-চিকীর্ষা, পুণ্য-লিপ্সা, শান্তি-পিপাসা প্রভৃতি দিব্য-প্রবৃত্তি সকল ইহাদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত অনাদৃত ও কুণ্ঠিত-ভাবে থাকিত। আর্য্যশাস্ত্রে এই জন্যই বর্ণিত আছে, যে দ্বিতীয় মন্বন্তরে, আদিম অবস্থায় মনুষ্য-জাতি এইরূপ আসুরিক প্রবৃত্তি-সম্পন্ন ছিল, তাহারা দৈত্য, দানব, অসুর প্রভৃতি জাতিবাচক নামে

অভিহিত হইত। ইহারা দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ মহাবল ও পরা-ক্রমশালী হইয়া দেবভোগ্য সম্পৎ সকল বলপূর্ব্বক অধিকার করত দেবতাগণকে নিতান্ত হীন অবস্থায় রাখিয়াছিল। ক্রম-বিকাশোন্মুখ ভগবচ্ছক্তিকে বহুতর চেষ্টায় মনুষ্য-সমাজকে আসুরিক অবস্থা হইতে দিব্য অবস্থায় আনয়ন করিতে হয়; ইহারই নাম চণ্ডিকা বা অম্বিকা দেবীর সহিত নৃশংস-স্বভাব শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ, ও পরিশেষে তাহাদিগের সংহার পূর্ব্বক জগতে শান্তি, স্বস্তি জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও সদনুষ্ঠানাদির সংস্থাপন। ইহাতেই তাঁহার চরম মাহাত্ম্য প্রকাশ,এবং ইহাতেই সেই মহামায়ার মহাসর-স্বতী নাম্নী সাত্ত্বিকী অভিব্যক্তি।

সত্ত্বগুণ নির্ম্মলত্ব, প্রকাশকত্ব, অনাময়ত্ব, জ্ঞান ও সুখের নিদান স্বরূপ। সুতরাং ইহা বহুযত্নে বহুমার্জ্জনায় ও বহুসাধনায় উপলব্ধ হয়। এজন্য প্রায়ই ইহা প্রথমতঃ ঘন মলিন আবরণে সুরক্ষিত ও আচ্ছাদিত বা অপ্রকাশিত থাকে। অতএব এই সাত্ত্বিক পদার্থ এবং তাহার রক্ষক বা আচ্ছাদক স্বরূপ তামসাবরণ, উভয়ে ছায়াতপবৎ দৃঢ়-সম্বদ্ধ, ও অলক্ষিতভাবে থাকিলেও পরস্পরের চির-সহচর। এইজন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যে দেবগণ শুম্ভ নিশুম্ভ কর্তৃক উপ-দ্রুত হইয়া শান্তি ও স্বস্তি লাভের জন্য ভগবতীর আরাধনা করিলে, তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ সুখ সম্পৎ প্রাপ্তির ইঙ্গিত

জন্য সত্বগুণাধিষ্ঠাত্রী গৌরী-পার্ব্বতী তাঁহাদিগকে একবার মাত্র দর্শন দিয়াই স্নান-ব্যপদেশে অন্তর্হিতা হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের তাৎকালিক উপদ্রবের প্রশমন জন্য তদীয়া আবরণভূতা কৌষিকী নাম্নী কৃষ্ণা-পার্ব্বতী কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিতা রহিলেন। যুদ্ধকালে তিনিই শত্রু সংহার জন্য "চণ্ডিকা" নামে ও জগদ্রক্ষণ জন্য জগজ্জননী "অম্বিকা" নামে অভিহিতা হইয়াছেন। ফলতঃ অভিব্যক্তিতে বা প্রত্যক্ষতো ভিন্না হইলেও গৌরী-পার্ব্বতী ও কৃষ্ণা-পার্ব্বতী একই মাত্র নির্ব্বিশেষ-শক্তি।

শুম্ভ নিশুম্ভের সেনানীগণ মধ্যে রক্তবীজের যুদ্ধ বর্ণনা বড়ই অদ্ভুত-রসাত্মক ও রহস্যপূর্ণ। টীকাকারগণ ইহার রহস্যোদ্ভেদ করেন নাই, এবং তন্ত্রাদিতেও তাহার কোন বিশদীকৃত ব্যাখ্যা নাই। কেবল সপ্তশতী মন্ত্রমালার ৪৯৩ সংখ্যক মন্ত্রে "রক্তবিন্দু" শব্দ রক্তবীজেরই নামান্তর বলিয়া প্রকটিত আছে। যথা,

"মচ্ছস্ত্র-পাত-সম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্।
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিনা॥"

এবং গুপ্তবতী টীকাকৃৎ ভাস্কর রায়াচার্য্য ইহাকে সেই রূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু এই রক্তবীজ যুধ্যমান অসুর-সেনাপতিগণের মধ্যে সর্ব্বশেষ সেনাপতি, এবং ইহারই নিধনের পর শুম্ভ নিশুম্ভ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছিল।

এই কয়েকটি আনুষঙ্গিক বর্ণনে এইমাত্র অনুমিত হয়, যে প্রাকৃতিক বা বৈকারিক সৃষ্টির ক্রমবিকাশতার ন্যায় মনুষ্য-সমাজের ও তাহাদের সংগ্রাম-নৈপুণ্যের উন্নতিও ক্রম-বিকাশ নিয়মেই হইয়াছিল। প্রথমতঃ সেনাপতি ধূম্র লোচন মহাকায় মহাবল এবং মহতী-সেনা-পরিবৃত ছিল। কিন্তু রণ-কৌশলে তাহার বা তদীয় সৈন্যের বিশেষ কোন নিপুণতা ছিল না। ধূম্রলোচন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আসিয়া অনেক আস্ফালন করিয়াছিল, কিন্তু চণ্ডিকা দেবীর এক হুঙ্কার মাত্রেই সে বিনষ্ট হইল। এবং তদীয় সৈন্য সামন্ত দেবীর স্বল্পায়াসেই এবং তাঁহার বাহনমাত্রের আক্রমণেই বিনষ্ট হইল। চণ্ডমুণ্ডের যুদ্ধ বর্ণন সংগ্রাম-কৌশলের দ্বিতীয়াবস্থা। এই যুদ্ধে চণ্ড মুণ্ড ও তদীয় চতুরঙ্গ সৈনা সামন্ত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা প্রকার রণচেষ্টা দেখাইয়া-ছিল, দেবীকেও তজ্জন্য চামুণ্ডা মূর্ত্তিতে তাঁহার সর্ব্বসংহারিণী ক্রোধশক্তি প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। সেই শক্তিতেই তিনি সৈন্য-সংহার ও পর্য্যায়ক্রমে চণ্ডমুণ্ডকে বধ করেন। কিন্তু যতক্ষণ তাহারা দুইজনে জীবিত ছিল, ততক্ষণই তাহাদের সৈন্যগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। যেমন তাহারা দুইজনে হত হইল, অমনি সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। রক্তবীজের যুদ্ধ বর্ণনা সংগ্রাম-কৌশল প্রদর্শনের তৃতীয়াবস্থা। এই যুদ্ধকালে অসুর-

সৈন্যগণ সজ্জীভূত ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে দল-বদ্ধ হইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সমাগত হইল। দেবীকেও সেই অসংখ্য সৈন্যকে সংহার জন্য নানাবিধ শক্তি-প্রকাশ, এবং যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে দূতমুখে সুকৌশল ও চতুরতাপূর্ণ সন্ধি-প্রস্তাব প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। অসুরগণ সন্ধি-প্রস্তাব অগ্রাহ্য পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, দেবী সেই সকল বিবিধ শক্তি-রূপা দেবীর সাহায্যে মুহূর্ত্তমধ্যে অসুরগণের সেই ভিন্ন ভিন্ন সৈন্য-সম্প্রদায়কে সংহার করিলেন। অতঃপর রক্তবীজ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। এক্ষণে ইঙ্গিতে আশ্চর্য্য ব্যূহ রচনার পরিচয় পাওআ যাইতেছে, অর্থাৎ ইহার পশ্চাতে তদীয় সৈন্য সকল প্রথমতঃ এমন গুপ্তভাবে শ্রেণীবদ্ধ ছিল, যে রক্তবীজের আগমন কালীন তাহারা কোনরূপেই উপলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু যেমনই যুদ্ধ আরম্ভ হইল, অমনি যেন কোথা হইতে আচম্বিতে সমান অস্ত্রশস্ত্র ও বেশভূষা-ধারী সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, এবং আহত সৈন্যগণ নিমেষ মধ্যে কেমন কৌশল পূর্ব্বক স্থানান্তরিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন রক্তবীজের রক্তবিন্দু ভূপতিত হইলে, তাহা হইতেই নূতন রক্তবীজ উৎপন্ন হইতেছে। ইহাই চণ্ডীকাব্যের অদ্ভুত রহস্য। মুহূর্ত্ত মধ্যে দেবীপক্ষীয় যোদ্ধাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে সমমূর্ত্তি সমরূপ যুধ্যমান অসুরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলেন। এবং সেনাপতি

হত হইলে অপর একটি সেনাপতি চকিতের ন্যায় এমান তাহার স্থান অধিকার করে, যে আদি সেনাপতি মরিল কি না, ইহার উপলব্ধি হয় নাই। দেবগণকে এক্ষণে অসুরদিগের ঈদৃশ রণ-কৌশল দেখিয়া ভয়-চকিত হইতে হইয়াছিল। তখন ভগবচ্ছক্তি পুনরায় তাঁহার সেই সর্ব্ব-সংহারিণী তামসী মূর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ক্ষণমধ্যে স্বীয় মহামৃত্যুরূপ করাল বদনে গ্রাস করত উদরসাৎ করিতে লাগিলেন। মহামারী দিগ্দাহ, অগ্ন্যুৎপাত, ভূকম্প প্রভৃতি যে সকল ভয়ঙ্কর অত্যুৎকট, বিশ্বধ্বংসী, আকস্মিক, দৈবোৎপাতে দেশ জনপদ সকল মুহূর্ত্ত মধ্যে জনশূন্য ভস্মাচ্ছাদিত বা রসাতলগত হয়, সেই সকল লোমহর্ষণ দৈবোৎপাতই ভগবচ্ছক্তির এই সর্ব্ব-সংহারিণী বিশ্বগ্রাসী ঘোর-তামসী চামুণ্ডা মূর্ত্তি। সেনাপতিগণ ও সৈন্য-সমূহ এইরূপে নিঃশেষিত হইলে, যখন একমাত্র শুম্ভই অবশিষ্ট রহিল, তখন দেবীও তাঁহার প্রকাশিত স্বীয় শক্তি সকল সংহৃত করিলেন, এবং একমাত্র নিজেই অবস্থিত রহিলেন। এবং স্বয়ংই শুম্ভাসুরকে সংহারপূর্ব্বক জগতের তদানীন্তন সর্ব্বপ্রকার উৎপাত নিরস্ত করত, ইহাতে শান্তি ও স্বস্তি সংস্থাপন করিলেন।

ফলতঃ প্রপঞ্চ জগতে দেখা যায় যে যেমন একমাত্র তেজঃপদার্থের রূপান্তরেই বেগ, তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি

উৎপন্ন হয়, তেমনি একমাত্র মূল বা সমষ্টি শক্তিই নানাবিধ ভৌতিক, দৈবিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি ও তদীয় অসংখ্য অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। কার্য্যকালে এই সকল প্রস্ফু-টিত হয়, এবং কার্য্যশেষ সময়ে এই অসংখ্য শক্ত্যভিব্যক্তি পুনরায় অস্ফুট হইয়া সেই মূলশক্তিতে সংহৃত হয়, অথচ সেই অনন্ত মূল-শক্তির কিছুতেই হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। ইহা-তেই আমরা এই উপদেশ প্রাপ্ত হই, যে মূলশক্তির বিচিত্র অভিব্যক্তি-সমূহ পরস্পরাপেক্ষী, এবং সেই মূলশক্তি স্বয়ং নির্ব্বিকল্পভাবে অবস্থিত। ইহাকেই আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ "Co-relation of Forces" এবং "Con-servation of Energy" কহেন। আর্য্যশাস্ত্রে এই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে সেই মূলশক্তি-রূপিণী চণ্ডিকা দেবী আপনাকেই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি নানা মাতৃশক্তিতে প্রকাশ করিলেন, এবং পুনরায় তাঁহাদিগকে আপনাতেই সংহৃত করিয়া প্রত্যক্ষতঃ স্বয়ং একমাত্র অদ্বিতীয় ভাবে রহিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

ওঁ চণ্ডিকা দেবীকে নমস্কার।

(৫৭৬)

কহিছেন ঋষিবর।

(৫৭৭)

দেবী-হস্তে দৈত্য-পতি মরিলে, দেব-সংহতি
ইষ্ট-লাভে হৃষ্ট-মতি প্রফুল্ল-বদন।
ইন্দ্র বহ্নি আদি সবে, উদ্ভাসি দিক্ মহোৎসবে,
করে কত কাত্যায়নী দেবীর স্তবন॥

(৫৭৮)

হে দেবি শরণাপন্ন- পালিকে হও প্রসন্ন,
প্রসন্ন হও মা এই ব্রহ্মাণ্ড-নিকরে।
রাখ বিশ্বে বিশ্বেশ্বরি, সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি ধরি,
তুমি দেবি ব্যাপ্তা সর্ব্ব জঙ্গম-স্থাবরে॥

(৫৭৯)

বসুন্ধরা-রূপে রহি, সর্ব্ব-ভূত-ভার সহি,
এক মাত্র হও তুমি বিশ্বের আধার।
স্থিতি করি রস-রূপে, রাখ সর্ব্ব-জীবে সুখে,
তুমি একা, তব শক্তি অনন্ত অপার॥

(৫৮০)

অনন্ত বৈষ্ণবী-শক্তি, তুমি পালনানুরক্তি,
বিশ্বের কারণ-ভূতা তুমি মহামায়া।
তোমারি প্রভাবে হয়, সম্মোহিত জীব-চয়,
ভব-মুক্ত সেই, যারে দেহ পদচ্ছায়া ॥

(৫৮১)

বিদ্যা সর্ব্ব, কলা সহ, তোমারি অংশ-নিবহ,
সতী আদি নারী যত, হয় অংশ তব।
একা তুমি এ জগতে ব্যাপ্তা মাতঃ কত মতে,
মুখ্য গৌণ স্তুতি তবে হয় কি সম্ভব ॥

(৫৮২)

সর্ব্ব-ভূত-ব্যাপ্তা দেবী তুমি ভোগ-মোক্ষ-বিধায়িনী।
স্তব্যা সকলের, কিন্তু স্তুতি-বাক্য আছে কি জননি ॥

(৫৮৩)

সকল জন-হৃদয়ে থাক বুদ্ধি-রূপেতে জননি।
স্বর্গ-মোক্ষ-দাত্রী তুমি, নমি গো তোমারে নারায়ণি ॥

(৫৮৪)

কলা কাষ্ঠা আদি কাল-মানে পরিণতি বিধায়িনী।*
সংসার-সংহৃতি-ক্ষমে, নমি গো তোমারে নারায়ণি ॥

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

(৫৮৫)

সকল-মঙ্গল-হিতে, গৌরি, শিবে, অভীষ্ট-সাধিনি।
সর্ব্বাশ্রয়ে, ত্রিনয়নে, নমি গো তোমারে নারায়ণি॥

(৫৮৬)

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-সমর্গে, সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে, গুণগতে, নমি গো তোমারে নারায়ণি॥

(৫৮৭)

পীড়িত শরণাগত দীন হীন জনের রক্ষণি।
তুমি সর্ব্ব-দুঃখ-হরা, নমি গো তোমারে নারায়ণি॥

(৫৮৮)

হংস-বাহি-রথারূঢ়ে, চতুর্ম্মুখি, বিরিঞ্চি-রূপিণি।
কুশে কুণ্ড-* বারি-সেক্ত্রি, নমি গো তোমারে নারায়ণি

(৫৮৯)

বৃষারূঢ়ে, চন্দ্র-চূড়ে, নাগ-হারে, ত্রিশূল-ধারিণি।
মহেশ্বর-রূপ-ধরে, নমি গো তোমারে নারায়ণি॥

(৫৯০)

কুক্কুট-ময়ূর-যুতে, মহাশক্তি-আয়ুধ-শোভণি।
নির্ম্মলে কৌমার-রূপে, নমি গো তোমারে নারায়ণি॥

(৫৯১)

দিব্য শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-ধরে, বৈষ্ণব-রূপিণি।
সুপ্রসন্ন হও মাতঃ, নমি গো তোমারে নারায়ণি॥

---

* কমণ্ডলু।

(৫৯১)

বারাহী-রূপিণি, তুমি দন্তে বসুন্ধরা-উদ্ধারিণী।
ভীম চক্র-ধরে, শিবে নমি গো তোমারে নারায়ণি ॥

(৫৯৩)

ভীষণ নৃসিংহ-রূপে, নখে দন্তে দৈত্য সংহারিণী।
ত্রিলোক রক্ষণ যুতে, নমি গো তোমারে নারায়ণি ॥

(৫৯৪)

বজ্র-হস্তে, মুকুটিনি, দশ-শত-নেত্র-বিকাসিনি।
বৃত্রঘ্নে, শক্র রূপিণি, নমি গো তোমারে নারায়ণি ॥

(৫৯৫)

শিবদূতী-রূপ-ধরে, দৈত্যগণ-বল-সংহারিণি।
ভয়ঙ্করি, ভীম-নাদে, নমি গো তোমারে নারায়ণি ॥

(৫৯৬)

চামুণ্ডে, বিকট-দন্তে, গলে মুণ্ড-মালা-বিলম্বিনি।
চণ্ড-মুণ্ড-বিঘাতিনি, নমি গো তোমারে নারায়ণি ॥

(৫৯৭)

তুমি লক্ষ্মী, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, স্বধা, লজ্জা, প্রলয়-রূপিণী।
ধ্রুবা মহামায়া বিদ্যা, নমি গো তোমারে নারায়ণি ॥

(৫৯৮)

তুমি মেধা সরস্বতী, ধন্যা * শ্রী বৈষ্ণবী, সংহারিণী।
নিয়তি তুমি ঈশানী, নমি গো তোমারে নারায়ণি।

* ধনদাত্রী।

(৫৯৯)

তুমি সর্ব্ব-রূপা, তুমি সর্ব্বশক্তি-যুতা, সর্ব্বসার।
ভয় হৈতে কর ত্রাণ, দুর্গে দেবি করি নমস্কার॥

(৬০০)

কাত্যায়নি, কিবা তব ত্রিনয়ন মুখ চমৎকার।
সর্ব্ব ভূত হৈতে রক্ষ আমাসবে, দেবি নমস্কার॥

(৬০১)

তীক্ষ্ণ অগ্নিকল্প যেই বহু দৈত্য করিল সংহার।
সে শূল নাশুক ভয়, ভদ্রকালি, করি নমস্কার॥

(৬০২)

ব্যাপি জগৎ শব্দ যার দৈত্য-তেজ করে সংহরণ।
সেই তব ঘণ্টা সবে মাতৃসম করুক রক্ষণ॥

(৬০৩)

দৈত্য-রক্ত-মেদো-লিপ্ত খড়্গ তব করোজ্জ্বলাকার।
বিরাজুক শুভ-হেতু, চণ্ডিকে তোমারে নমস্কার॥

(৬০৪)

হ'লে তুষ্ট নরোপরে, নাশ মা রোগ-নিকরে,
রুষ্ট হ'লে, মনোভীষ্ট কর গো বিলয়।
লইলে তব আশ্রয়, না থাকে বিপদ ভয়,
তবাশ্রিত হয় কত জনের আশ্রয়॥

(৬০৫)

নির্যাতন কত মত, এবে যে করিলে মাতঃ,
ধর্ম্ম-দ্বেষী মহাবীর দৈত্য সবাকারে।
নিজ মূর্ত্তি রাশি রাশি বিভূতি-রূপে প্রকাশি,
যা দেখালে তুমি, তাহা অন্য কেবা পারে॥

(৬০৬)

নানা বিদ্যা, নানা শাস্ত্র, জ্ঞান উপলক্ষ মাত্র,
পারে কি তাহারা বিশ্ব জীবেরে রক্ষিতে।
মমতা মোহান্ধকারে, তুমি বিনা কেবা পারে
বিভ্রান্ত করিতে সবে, বিজ্ঞান থাকিতে॥

(৬০৭)

উগ্র-বিষ সর্প, রক্ষঃ, দস্যু-দল, বৈরি-পক্ষ,
যথা যথা রহে, তথা করি অবস্থান।
কিংবা যথা দাবানল, অথবা অতল জল,
তথা রহি বিশ্বে তুমি কর পরিত্রাণ॥

(৬০৮)

বিশ্বেশ্বরি মাতঃ তুমি রক্ষিতেছ বিশ্ব-ভূমি,
তুমি বিশ্বময়ী, তাই বিশ্বের আধার।
ব্রহ্মাদি বিশ্বের পতি করে তব স্তুতি নতি,
তব ভক্তগণ হয় আশ্রয় সবার॥

(৬০৯)

হে দেবি হও প্রসন্ন, নাশি ভয় শত্রু-জন্য,
রক্ষ নিত্য, যথা এবে দৈত্যবধ করি.
জগতের পাপচয়, কর মাতঃ শীঘ্র ক্ষয়,
দৈবোৎপাত-জন্য ফল বিঘ্ন রাশি হরি ॥

(৬১০)

সর্ব্ব পীড়া-নিবারিণি, ভক্তে দয়া কর।
ত্রৈলোক্য-পূজিতে, বিশ্ব-জনে দেহ বর ॥

(৬১১-৬১২)

দেবী কহিলেন,' সুরগণ ! আমি বরদানে প্রস্তুত আছি। তোমরা বিশ্ব-হিতকর কি বর মানস করিয়াছ, প্রার্থনা কর, আমি তাহাই দিতেছি ।

(৬১৩-৬১৪)

দেবগণ কহিলেন, হে অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরি ! আপনি যেমন এক্ষণে আমাদিগের শত্রু-বিনাশ করত আমাদিগকে স্বস্তিদান করিলেন, সেইরূপ ভবিষ্যতে ত্রিলোক মধ্যে যখন যে উৎপাতাদি উদ্ভূত হইবে, তখন তাহা আপনাকে প্রশমিত করিতে হইবে :

(৬১৫-৬৩০)

দেবী কহিলেন,' অমর-বৃন্দ ! বৈবস্বত নামক আগমিষ্যৎ সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ মহাযুগে (দ্বাপর ও কলির

সন্ধি কালে) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অপর দুইটী মহাবল পরাক্রান্ত অসুর জন্মগ্রহণ করিবে।' আমি তখন নন্দ-গোপের গৃহে, তদীয় ভার্য্যা যশোদার গর্ভে, মহালক্ষ্মী অংশে, অবতীর্ণ হইয়া, "নন্দা" নাম ধারণ করিব, এবং বিন্ধ্যাচলে বাস করত তাহাদিগকে বধ করিব।' অনন্তর সেই মহাযুগের কলি-কালে আমি অতীব রৌদ্র মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বিপ্রচিত্তির বংশ-সম্ভূত দানবগণকে সংহার করিব।' আমি রক্ত-চামুণ্ডা মূর্ত্তিতে সেই সকল ভয়ঙ্কর বৈপ্রচিত্ত অসুরগণকে চর্ব্বণ ও ভক্ষণ করত রক্তাক্ত কলেবর হইব। এবং আমার দন্তগুলি অসুর-শোণিতে দাড়িম্ব পুষ্পের ন্যায় আরক্তবর্ণ হইবে।' তজ্জন্য স্বর্গলোকে দেবতাগণ ও মর্ত্ত্যলোকে মানবগণ আমার স্তব করিতে করিতে আমাকে "রক্তদন্তিকা" নামে অভিহিতা করিবে।' পুনরায় (চত্বারিংশত্তম মহাযুগে) এক সময় শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি বশতঃ পৃথিবী জলশূন্যা হইয়া শস্যহীনা হইবে। তখন অনশন প্রপীড়িত মুনিগণের স্তব-স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া আমি অযোনি-সম্ভবা রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইব।' এবং এক শত নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক সেই সকল সন্তপ্ত মুনিকে নিরীক্ষণ করিব। তজ্জন্য নরলোকে সকলে আমাকে "শতাক্ষী" নামে কীর্ত্তন করিবে।' হে সুরবৃন্দ! সেই অবগ্রহ-

বিশোষণ কালে অখিল দুর্ভিক্ষার্ত্ত লোক সমূহকে আমি নিজ-দেহ-সমুদ্ভূত শাকাদি উদ্ভিজ্জ ভোজন করাইয়া পুন-র্বৃষ্টিপাত কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিব।' এবং তজ্জন্য ভূলোকে আমার "শাকম্ভরী" নামে খ্যাতি হইবে।' সেই অনাবৃষ্টি কালে আমি আবার দুর্গম নামক এক মহাসুরকে নিপাত করিয়া "দুর্গাদেবী" এই সুপ্রসিদ্ধ নামেও অভিহিতা হইব।' অনন্তর (পঞ্চাশত্তম মহাযুগে) আমি ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করত মুনিগণের পরিত্রাণ জন্য হিমালয় পর্ব্বতে পুনরায় রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিব।' তখন সেই আনম্র-মূর্ত্তি ভক্তি-গদ্গদ মুনিগণ আমাকে স্তব করিতে থাকিবেন, এবং আমিও তখন "ভীমাদেবী" নামে প্রসিদ্ধা হইব।' তদনন্তর (ষষ্টিতম মহাযুগে) যখন অরুণ নামক মহাসুর লোকত্রয়কে প্রপীড়িত করিবে, তখন আমি অত্যদ্ভুত ভ্রামররূপ ধারণ করিব, আমার দেহ অসংখ্য ভ্রমরে আচ্ছাদিত থাকিবে।' আমি ত্রিলোকের মঙ্গল সাধন জন্য সেই দুর্দ্দান্ত অরুণাসুরকে বধ করিলে, লোকে আমায় সর্ব্বত্র "ভ্রামরী" নামে স্তব স্তুতি করিবে।' এইরূপ যখনই দুর্ব্বৃত্ত দৈত্য দানবগণ সংসারে মহতী পীড়া উৎপাদন করিবে, তখনই আমি ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া তোমাদিগের অরিকুল ধ্বংস করিব।

দেবীর প্রতিজ্ঞাবাক্যের তাৎপর্য্য।

সপ্তম মন্বন্তরের ভিন্ন ভিন্ন মহাযুগে দেবীর কয়েকটি অবতারের কথা উপলক্ষ মাত্র। বস্তুতঃ, অন্যান্য শাস্ত্রে তৎপূর্ব্ব মন্বন্তর সকলেও তাঁহার আরও অনেক অবতার-বিষয়ক বর্ণনা আছে। এই জন্যই উপসংহারে দেবী বলিয়াছেন, যে যখনই সংসারের মহতী পীড়া উৎপন্ন হইবে, তখনই আমি অবতীর্ণা হইব।

— —

দ্বাদশ অধ্যায়।

ওঁ চণ্ডিকা দেবীকে নমস্কার।

(৬৩১-৬৩৮)

দেবী পুনরপি কহিলেন, দেবগণ! 'যে ব্যক্তি অতঃপর সমাহিত-চিত্ত হইয়া এই সকল স্তবপাঠে নিত্য আমার স্তুতি করিবে, আমি তাহার বিঘ্ন বিপত্তি সকল নিঃসন্দেহ প্রশমিত করিব।' যাহারা অনন্যমনে অষ্টমী নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মধুকৈটভ-নাশ মহিষাসুর-বধ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-নিধন বার্ত্তা পাঠ করিবে,' অথবা যাহারা ভক্তি সহকারে আমার এই সমস্ত উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্যবিষয় শ্রবণ করিবে,' তাহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র পাপ বা পাপ-জনিত কোন বিপদ্ আপদ্ থাকিবে না, তাহাদিগের কখন দারিদ্র্য-দুঃখ বা ইষ্ট-জন-বিয়োজন হইবে না,' এবং তাহাদিগের কখন শত্রু-ভয়, দস্যু-ভয়, রাজ-ভয়, শস্ত্র-ভয়, অগ্নি ভয়, বা জল-মজ্জন-ভয় থাকিবে না।' সুতরাং মদীয় এই স্তব মাহাত্ম্য সর্ব্বদা সমাহিত-চিত্তে পাঠ করা ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু সর্ব্বপ্রকার স্বস্ত্যয়ন কার্য্যের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ।' ইহা মহামারী-সমুদ্ভূত অশেষ প্রকার উপসর্গ এবং সংসারের আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকার উৎপাত প্রশমিত করিয়া থাকে

৬৩৯-৬৪৩

পরন্তু আমার যে যে মন্দিরে ইহা সম্যক্‌রূপ পঠিত হয়, আমি সেই সেই মন্দির কখনই পরিত্যাগ করি না, তথায় আমি সর্ব্বদা সন্নিহিতা হইয়া থাকি।' পূজা হোম বলিদান মহোৎসব প্রভৃতি কার্য্যে আমার এই সমগ্র চরিত-মাহাত্ম্য-পাঠ ও এতচ্ছ্রবণ নিতান্ত কর্ত্তব্য।' পূজাদি বিধি সম্যক্ পরিজ্ঞাত থাকুক বা না থাকুক, যে এই প্রকারে স্তব-পাঠ পূর্ব্বক আমার জন্য পূজা, হোম বা বলিদান করে, আমি তাহার অনুষ্ঠিত সেই কার্য্য সকল আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করি।' প্রতিবৎসর শরৎকালে বা বর্ষারম্ভে বসন্তকালে আমার যে নব-রাত্রিকী মহা-পূজা হইয়া থাকে, তাহাতে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে,' মনুষ্য আমার অনুগ্রহে সকল প্রকার বিঘ্ন বাধা হইতে উত্তীর্ণ, ধনধান্যে পরিপূর্ণ ও পুত্রপৌত্রাদি বংশ সমন্বিত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

(৬৪৪-৬৪৫)

আমার এই এই মহাবতার-প্রসঙ্গ, আমার জগদভ্যুদয়-করী ব্রহ্মাণ্যাদি শক্তি-প্রকাশ এবং যুদ্ধকালীন আমার তাদৃশ অলৌকিক পরাক্রম-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পুরুষ নির্ভয়-চিত্ত হয়।' এবং যাহারা ভক্তি-পূর্ব্বক আমার মাহাত্ম্য-বর্ণন শ্রবণ করে, তাহাদিগের অরাতি-মণ্ডল বিলয়

প্রাপ্ত হয়, তাহারা স্বয়ং কুশলে থাকে, এবং তাহাদের বংশ-জাত সকলে সমৃদ্ধিশালী হইয়া আনন্দ উপভোগ করে।

(৬৪৬-৬৫০)

আগন্তুক উৎপাত উপদ্রবাদির শান্তি-কর্ম্মে, দুঃস্বপ্ন-দর্শনে ও অত্যনিষ্ট গ্রহপীড়াদিতে আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ নিতান্ত কর্ত্তব্য।' তাহা হইলে উপসর্গ সকল শান্ত হয়, দারুণ গ্রহপীড়া নিবৃত্ত হয় এবং অনিষ্ট-সূচক স্বপ্ন-দর্শনেও শুভ ফল উৎপন্ন হয়।' মদীয় মাহাত্ম্য-গুণে শিশু-গণ পূতনাদি বালগ্রহাক্রান্ত হইয়া অভিভূত হইলেও তাহাদিগের রোগ-শান্তি হয়, স্বজনগণ মধ্যে পরস্পর মনোবিচ্ছেদ বা সুহৃদ্ভেদ হইলেও, পুনরায় পরম প্রীতিদ সন্ধি-সংঘঠন হয়,' এবং রক্ষো-ভূত-পিশাচাদি নানাবিধ দুর্ব্বৃত্ত জঘন্য জীবের উপদ্রব-বল সহজে নষ্ট হয়। এবং তাহারাও স্বয়ং এই মাহাত্ম্য-পাঠ মাত্রই একেবারে বিনষ্ট হয়।' ফলতঃ, যেখানে সমগ্ররূপে আমার এই মাহাত্ম্য-পাঠ হয়, আমি তথায় নিশ্চয় বিদ্যমান থাকি, সুতরাং তথায় অতীব দুষ্প্রাপ্য নিধি-লাভও অসম্ভব হয় না।

(৬৫১-৬৫৫)

সংবৎসর কাল দিবারাত্রি মধ্যে উত্তম উত্তম ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প, অর্ঘ্য, ও বলি প্রদানে, পঞ্চামৃতাদি জলে মহা-ভিষেক করণে, সমন্ত্র হোমাহুতি দানে, অন্যান্য বিবিধ

নৈবেদ্যাদি ভোগ প্রদর্শনে, এবং মদুদ্দেশে বহুতর ব্রাহ্মণ ভোজনে আমার যাদৃশী প্রীতি জন্মে, আমার চরিত্র-মাহাত্ম্য পাঠ একবার মাত্র শ্রবণেও আমার তাদৃশী প্রীতি হয়।" আমার আবির্ভাবাদি কীর্ত্তনে নানাবিধ ভূতাদি জনিত উপদ্রব হইতে রক্ষা প্রাপ্তি হয়, এবং তচ্ছ্রবণে সমস্ত পাপ নষ্ট এবং সর্ব্বপ্রকার রোগে আরোগ্য লাভ হয়।' অসুরগণের সহিত যুদ্ধকালীন আমার দুর্দ্দান্ত-দৈত্য-সংহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মনুষ্যের আর শত্রুজন্য ভয় থাকে না।' অধুনা শুম্ভ নিশুম্ভের বধ জন্য তোমরা যে দেবীসূক্ত ও নারায়ণীসূক্ত স্তব করিয়াছ, মহিষাসুর-বধ কালে ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত তোমরা যে মহিষান্তকরীসূক্ত স্তব করিয়াছিলে এবং মধুকৈটভ-বধ জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা যে রাত্রিসূক্ত পাঠ করিয়াছিলেন, সেই এই সকল সূক্ত পাঠে আমার স্তব করিলে মনুষ্য শুভ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

(৬৫৬ ৬৬০)

মনুষ্য অরণ্য মধ্যে দাবাগ্নি-পরিবৃত হইলে, বা দুরন্ত নির্জ্জন পথে দস্যুদলাক্রান্ত' হইলে, বা একাকী অসহায় অবস্থায় শত্রু-হস্তে পতিত হইলে,' অথবা বনমধ্যে হিংস্র সিংহ ব্যাঘ্র বা বনহস্তি-কর্ত্তৃক অনুদ্রুত হইলে, বা ক্রুদ্ধ নৃপতি কর্ত্তৃক বধার্হ আজ্ঞা প্রাপ্ত বা কারারুদ্ধ হইলে,' কিংবা বাণিজ্যার্থ মহার্ণব যাত্রাকালীন প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে

আঘূর্ণিত-পোত হইয়া বিষম বিপন্ন হইলে, বা ভীষণ সংগ্রাম স্থলে শস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইলে,' অথবা নানাপ্রকার নিদারুণ ব্রণপীড়াদিতে অভিভূত বা তীব্র বেদনাগ্রস্ত হইলে, যদ্যপি কেহ আমার চরিত মাহাত্ম্য স্মরণমাত্র করে, তাহা হইলেও সে সেই সকল সঙ্কট হইতে অবিলম্বে মুক্ত হয়।' অধিক আর কি বলিব, আমার চরিত্র স্মরণমাত্র সিংহাদি হিংস্র জন্তু, দুর্বৃত্ত দস্যু ও বৈরি, এবং আপদ্ বিপদ্ সকল মদীয় প্রভাবে দূর হইতেই অন্তর্হিত হয়।

(৬৬১-৬৬৫)

ঋষি কহিলেন, মহারাজ!' সেই পরমৈশ্বর্য্যবতী প্রচণ্ড-বিক্রমা চণ্ডিকা দেবী এই কথা বলিতে বলিতে সেই স্থানেই দেবগণের দৃক্পথ হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।' দেবতারাও শত্রুবিনাশ জন্য নিরাতঙ্ক-চিত্তে পূর্ব্ববৎ নিজ নিজ অধিকৃত কর্ম্ম করত, স্ব স্ব যজ্ঞভাগ উপভোগ করিতে লাগিলেন।' যুদ্ধে মহামায়া দেবী কর্তৃক সেই ত্রিলোক-তাপন অত্যুদ্ধত অনুপম-শক্তি দেবশত্রু শুম্ভ' ও তদীয় ভ্রাতা মহাবীর্য্য নিশুম্ভ নিহত হইলে, হতাবশিষ্ট দৈত্যদানবগণ পাতাল প্রদেশে গমন করিল।

(৬৬৬-৬৭১)

হে মহারাজ! সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যবতী দেবী নিত্যা হইয়াও এইরূপে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূতা হইয়া জগতের রক্ষা ও

পরিপালন , করেন।' তাঁহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারই প্রভাবে বিশ্বান্তর্গত জীব-নিচয় মোহিত হইয়া থাকে, এবং ভক্তিপূর্ব্বক প্রার্থনায় পরিতুষ্টা হইলে, তিনিই কৈবল্য-বিষয়ক জ্ঞান ও ধনসমৃদ্ধি প্রদান করেন।' হে নরপতে! তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্তা রহিয়াছেন, তিনি মহাকালীরূপে মহত্তত্ত্ব হইতে এই সমস্ত প্রপঞ্চ জগৎ সঙ্কলন করিতেছেন, এবং প্রলয়কালে তিনি মহামারীরূপে প্রতিলোম পদ্ধতিতে ব্যষ্টি পদার্থ হইতে সেই মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত সর্ব্ব-সংহার করেন।' সেই মহামারী দেবীই স্বয়ং জন্মরহিতা হইয়া সৃষ্টিকালে সমস্ত ভূতাদি পুনরায় সৃজন করেন, এবং সেই নিত্যা সনাতনী দেবীই স্থিতিকালে সর্ব্ব-ভূতাদিকে রক্ষা ও পালন করিয়া থাকেন।' নরগণের বৈভব-কালে তিনিই তাহা দিগের গৃহে লক্ষ্মী-স্বরূপা হইয়া তাহাদের ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন, আবার দুর্দ্দশা বা পতনকালে তিনিই অলক্ষ্মীরূপিণী হইয়া সর্ব্ব সম্পদ্ হরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে দারিদ্র্য-দুঃখে ও বিষম অভাবে নিক্ষেপ করত নষ্ট করেন।' ইঁহাকে গন্ধ পুষ্প ও ধূপ দীপাদি দ্বারা পূজা করিলে, এবং সূক্তপাঠে ইঁহার স্তব করিলে ধন-সম্পত্তি, পুত্র-পৌত্রাদি, ধর্ম্মে মতি ও অন্তে পরম শুভ গতি প্রদান করেন।

তাৎপর্য্য।

সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বৃত্তান্তগুলি যথাপূর্ব্বক স্মরণ রাখিলে জীবাত্মার পুনঃপুনঃ সংসারাগমনের ইতিকর্ত্তব্যতা হৃদয়ঙ্গম হয়, এবং তদনুষ্ঠানেই প্রকৃত ধর্ম্মচর্য্যা জনিত ভগবৎ-প্রসাদ লাভ হয়। ইহাই ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যোপাসনা মন্ত্রের উপদেশ। চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্যত্রয়ে রূপকচ্ছলে সেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়াই হৃদয়গ্রাহিরূপে বর্ণিত রহিয়াছে, সুতরাং ইহা অবশ্যপাঠ্য ও অবশ্যজ্ঞাতব্য। এই জন্যই দেবী বরদানচ্ছলে মনুষ্যগণ সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে নানাবিধ বিপদাদি হইতে নিষ্কৃতি ও অশেষবিধ সম্পদাদির বৃদ্ধি জন্য তদীয় স্তব ও মাহাত্ম্যপাঠ ও তত্তৎ শ্রবণের ভূয়োভূয়ঃ ব্যবস্থা আছে। এবং সেই সকল স্থানে তিনি বর্ণ-নির্ব্বিশেষে কেবলমাত্র "পুমান্" "মনুষ্য" ও "নর" শব্দেরই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু পাঠাপেক্ষা শ্রবণের ব্যবস্থা অধিকতর স্থানে উল্লিখিত হওআয় ইহাই অনুমিত হয়, যে যাঁহারা পাঠ বিষয়ে উচ্চারণ-পরিশুদ্ধ্যাদিতে সম্যক্ শিক্ষিত ও ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই পাঠের প্রকৃত অধিকারী, তদ্ভিন্ন সকলে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণমাত্রেই অভীষ্ট ফল লাভে সমর্থ হয়েন। এবং ঘোর সঙ্কটাবস্থায় পতিত হইলে যখন পাঠের বা শ্রবণের সম্ভাবনা থাকে না, তথায়

তাঁহার মাহাত্ম্যের স্মরণমাত্রই যথেষ্ট। ফলতঃ, যেমন পরমাত্মার পুংস্ত্ব বা স্ত্রীত্ব নাই, জীবাত্মারও সেইরূপ পুংস্ত্ব বা স্ত্রীত্ব অথবা বর্ণ-ভেদত্ব নাই। জীবাত্মা স্থূলদেহ ধারণ করত নিজ নিজ কর্ম্মজন্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অধিকারিত্ব সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট ভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি পাঠ বিষয়ে সম্যক্ সামর্থ্য ও অধিকার প্রাপ্ত হইলেই, তাহার সমাহিত চিত্তে চণ্ডীপাঠ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। পরন্তু তন্ত্রোক্ত রুদ্রচণ্ডী নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে, যে

"এতাং চণ্ডীং জগদ্ধাত্রি ব্রাহ্মণ স্তু সদা পঠেৎ।
নাহন্যস্তু পাঠকো দেবি, পঠনাদ্ ব্রহ্মহা ভবেৎ॥"

অর্থাৎ, হে দেবি জগদ্ধাত্রি, ব্রাহ্মণেরই সর্ব্বদা এই চণ্ডী পাঠ করা বিধেয়, অন্যের পাঠ করা উচিত নহে, করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক হয়। অন্য এক স্থানে আছে, যে

"ব্রাহ্মণো হিতকারী চ পঠেন্নিয়ত-মানসঃ।"

অর্থাৎ, সংযতচিত্ত হইয়া কল্যাণকামী ব্রাহ্মণ ইহা পাঠ করিবেন। রুদ্রচণ্ডী মার্কণ্ডেয় সপ্তশতী চণ্ডীর প্রতিবিম্ব বা ছায়া মাত্র, অথচ উভয় গ্রন্থে এপ্রকার বিরোধাভাস উপদেশ থাকায়, এতদুভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা হেতু ইহাই অনুমিত হয়, যে ব্রহ্মধাতু-সম্পন্ন ব্যক্তিই এখানে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ভগবদ্গীতার উপদেশ মতে

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য বুদ্ধিতেই ব্রহ্মধাতু নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সুতরাং এতদ্‌গুণাবলি-বিশিষ্ট ব্যক্তিই তাদৃশ উৎকৃষ্ট সপ্তশতী চণ্ডী বা রুদ্রচণ্ডী পাঠেরই প্রকৃত অধিকারী। ফলতঃ, শাস্ত্রোক্ত বচন সকল প্রায়শঃ ন্যায়-গর্ভিতই হইয়া থাকে। তবে, প্রযুক্ত শব্দগুলি কোথাও বা অভিধা অর্থে, কোথাও বা লক্ষণা অর্থে এবং কোথাও বা ব্যঞ্জনা অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেইগুলির মীমাংসা সুশিক্ষা সুরুচি ও সহৃদয়তা সাপেক্ষ।

চণ্ডীপাঠ সম্বন্ধে আর একটি বিষয় বিবেচ্য আছে। এতদ্দেশবাসী অনেকের ধারণা এই, যে রাত্রিকালে এই পাঠ নিষিদ্ধ। তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই, যে সপ্তশতী গ্রন্থ সঙ্কলনে টীকাকারগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত চণ্ডীর যে সকল মাহাত্ম্য, রহস্য, বিধি প্রভৃতি প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে কুত্রাপি এরূপ নিষেধ-বাক্য দেখিতে পাওআ যায় না। পরন্তু অত্রত্য কোন কোন পণ্ডিতজনের তদ্বিষয়ে মতভেদও দৃষ্ট হয়, এবং দেখিতে পাওআ যায়, যে পশ্চিমাঞ্চল ও অন্যত্রবাসী ব্রাহ্মণগণ স্বচ্ছন্দে রাত্রি-কালে চণ্ডীপাঠ করেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। চণ্ডী গ্রন্থেও দেখা যায়, যে প্রলয় বা মহারাত্রি কালে মধুকৈটভাক্রান্ত ব্রহ্মা যোগনিদ্রাগত নারায়ণকে প্রবোধিত করণার্থ যোগনিদ্রারূপিণী রাত্রি দেবীর স্তবপাঠ করিয়া-

ছিলেন, এবং সেই স্তবটি রাত্রিসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। চরম মাহাত্ম্য বিষয়ে চণ্ডীদেবীর যে চামুণ্ডা বা কালীমূর্ত্তির চরিত্র সবিস্তরে বর্ণিত আছে, সেই চামুণ্ডা দেবীর পূজা প্রায়ই রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতএব সে সময়ে চণ্ডী পাঠ অনারব্ধ হইলে পূজাটি নিতান্ত হীনাঙ্গ বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই নিষেধ-বাক্যটি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, এই দুইটী বিষয়ে পাঠকের রুচিই প্রমাণ।

পরন্তু বারাহী তন্ত্রে একটি শ্লোক আছে ; যথা—

"সপ্তভিঃ শত-সংখ্যেযা পদ্য-রূপাঽপ্যঽনুত্তমা।
নাম্না সপ্তশতী দেবী জপ্যা ধীরৈ দিবানিশম্॥"*

ইহার অর্থ এই, যে সপ্তশতী নাম্নী অত্যুৎকৃষ্টা সপ্তশত-সংখ্যক মন্ত্রাত্মিকা যে পদ্যময়ী দেবী আছেন, ধীর পণ্ডিত-গণ অহর্নিশি তাহা জপ বা পাঠ করিবেন।

আবার রুদ্রযামল-তন্ত্রে চণ্ডীশাপোদ্ধার মন্ত্রসকলের পর দৃষ্ট হয়, যে—

"ইত্যেবং হি মহামন্ত্রান্ পঠিত্বা পরমেশ্বরি।
চণ্ডীপাঠং দিবারাত্রৌ কুর্য্যাদেব ন সংশয়ঃ।"

অর্থাৎ, হে পরমেশ্বরি! চণ্ডীশাপোদ্ধার জন্য এইরূপ

* এই শ্লোকটি মুঙ্গেরান্তর্গত পীরপাহাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত রামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চণ্ডীগ্রন্থে উদ্ধৃত রহিয়াছে।

মহামন্ত্র সকল পাঠ করত, কি দিবা কি রাত্রি, উভয় কালেই চণ্ডীপাঠ করা বিধেয়; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সুতরাং রাত্রিকালে চণ্ডীপাঠের বিধি আগমশাস্ত্রে স্পষ্টই দেখিতে পাওআ যাইতেছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ওঁ চণ্ডিকা দেবীকে নমস্কার।

(৬৭২-৬৭৬)

ঋষি কহিলেন,' হে ভূপতে! এই আপনাকে আমি সেই মহামায়া দেবীর অত্যুৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য-বিষয় বর্ণন করিলাম।' তিনি ঈদৃশ-প্রভাববতী, ও জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধায়িনী বিষ্ণু-মায়া-রূপিণী ভগবতী। তিনিই সকলকে তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করেন,' এবং তিনিই বিবেক-শীল ব্যক্তিগণকেও মোহিত করিয়া থাকেন। তাঁহা কর্ত্তৃক জগজ্জন মোহিত হইয়া আসিতেছে, ও ভবিষ্যতে সেইরূপ মোহিত হইবে। এই বৈশ্য ও আপনিও সেই মহামায়া কর্ত্তৃক মোহিত হইয়াছেন।' মহারাজ! আপনারা সেই পরমেশ্বরী দেবীর শরণাপন্ন হউন। তাঁহার আরাধনা করিলে, তিনি মনুষ্যগণকে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-ভোগ এবং পরিশেষে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করেন।

(৬৭৭-৬৭৯)

তখন মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য ভাগুরিকে কহিলেন,' ক্রোষ্টুকে!' সুরথ রাজা সংশিত-ব্রত সুমেধা ঋষির প্রমুখাৎ এইরূপ মহামায়া দেবীর সবিস্তর মাহাত্ম্য ও তদীয় উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মহাভাগ ঋষিকে প্রণতি

পূর্ব্বক,’ নিজ রাজ্যাপহরণ ও হৃত-রাজ্যে মমতা বশতঃ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, তখনই তপস্যারম্ভ করিবার অভিপ্রায়ে তথা হইতে গমন করিলেন। মুনিবর! সেই বৈশ্যও তাঁহার অনুগমন করিলেন।

(৬৮০-৬৮৩)

অনন্তর সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য জগদম্বার প্রত্যক্ষ দর্শন মানসে একটি নদীর পুলিন দেশে রহিয়া, তথায় দেবী-সূক্ত জপ করত কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।’ তাঁহারা সেই পুলিনে দেবীর একটি মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, পুষ্প ধূপাদি উপকরণ দানে ও হবন তর্পণাদি অনুষ্ঠানে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।’ তাঁহারা প্রথমতঃ হবিষ্যান্নাদি স্বল্পাহার ও তৎপরে নিরাহার অভ্যাসে হঠ যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে তন্মনা হইয়া রহিলেন, এবং নিজগাত্র হইতে রুধিরপাত দ্বারা ভগবতীকে বলি দিতে লাগিলেন।’ তাঁহারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক সংযতাত্মা হইয়া এইরূপে তিন বৎসর কাল দেবীর আরাধনা করিলেন, তদনন্তর সেই জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা দেবী পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষী-ভূতা এবং বর প্রদানে উদ্যতা হইলেন।

(৬৮৪-৬৮৫)

দেবী কহিলেন,’ হে রাজন্ সুরথ! এবং হে বৈশ্য-কুল-গৌরব সমাধে! আমি তোমাদের উভয়ের আরাধনায়

পরিতুষ্টা হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা কি কি প্রার্থনা কর, বল, আমি বর দিতেছি তোমরা তাহাই পাইবে।

(৬৮৬-৬৮৮)

মার্কণ্ডেয় মুনি কহিলেন,' তখন সুরথ রাজা ইহ জন্মে নিজ সামর্থ্য প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রু-বিনাশ করত স্বরাজ্যের পুনরুদ্ধার, ও পরজন্মে চিরস্থায়ী অবিধ্বংসী রাজত্ব প্রার্থনা করিলেন।' এবং সেই সংসার-বিরক্ত প্রজ্ঞাবান্ সমাধি বৈশ্য, যাহাতে "আমি" "আমার" ইত্যাকার মায়াময় ভেদ বুদ্ধি তিরোহিত হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন।

(৬৮৯-৬৯৫)

দেবী কহিলেন,' নৃপতে! আপনি অত্যল্পদিন মধ্যেই শত্রুগণকে সংহার পূর্ব্বক নিজরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এবং সে রাজ্য আর নষ্ট হইবে না।" অনন্তর মৃত্যুর পর সূর্য্যদেবের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করত আপনি ভূমণ্ডলে সাবর্ণি নামে মন্বন্তরাধিপতি হইবেন।" হে বৈশ্যবর! তোমাকেও অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি, তোমার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে।"

(৬৯৬-৬৯৮)

তখন মার্কণ্ডেয় মুনি কথার উপসংহার করিয়া বলিলেন,' দেবী সেই দুই জনকে এই প্রকারে যথাভিলষিত বরদান করিলে, তাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক দেবীকে স্তুতি নতি করিলেন

এবং দেবীও তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান হইলেন।' সেই ক্ষত্রিয়-কুল-ধুরন্ধর সুরথ রাজা এইরূপে ভগবতীর নিকট বরলাভ করত সূর্য্যের ঔরসে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সাবর্ণি মনু হইবেন।

(৬৯৯-৭০০)

দেবী সেই দুই জনকে এই প্রকারে যথাভিলষিত বর-দান করিলে, তাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক দেবীকে স্তুতি নতি করিলেন, এবং দেবীও তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান হইলেন।' সেই ক্ষত্রিয়-কুল-ধুরন্ধর সুরথ রাজা এইরূপে ভগবতীর নিকট বরলাভ করত সূর্য্যের ঔরসে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সাবর্ণি মনু হইবেন।

ক্লীঁং ওঁ।

ওঁ চণ্ডিকা দেবীকে নমস্কার।

সপ্তশতী পাঠান্তে

পুনরায় শ্রীচণ্ডী বা দুর্গা দেবীর ধ্যান।

সৌদামিনী-প্রভা-সমা কান্তি যাঁর নিরুপমা,
ভীষণা, আসীনা যিনি মৃগেন্দ্র-কন্ধরে।
অসি চর্ম্ম হস্তে ধরি, সেবে যাঁরে সহচরী
কুমারী-সংহতি সদা প্রফুল্ল-অন্তরে ॥
বর পাশ ধনুর্বাণ চর্ম্ম অসি খরশাণ
ধরি চক্র করে, যিনি তর্জ্জনী দেখান।
যিনি তেজঃ-পুঞ্জাননা চন্দ্রচূড়া ত্রিনয়না,
সেই চণ্ডী দুর্গা দেবী, করি তাঁরে ধ্যান ॥

সপ্তশতী পাঠের উপসংহার।

—০:*:০—

দেবীসূক্ত।

স্তবিছেন দেবগণ।

দেবি মহাদেবি শিবে সতত তোমারে নমস্কার।
প্রকৃতি মঙ্গলা তুমি ভক্তি-নম্র আমরা তোমার॥
সংহরণে রৌদ্রা তুমি, গৌরি, ধাত্রি, করি নমস্কার।
জ্যোৎস্নাময়ি ইন্দু-রূপে, নিত্য-সুখে, নমি বারংবার॥
কূর্ম্ম-শক্তি, ঋদ্ধি, সিদ্ধি, কল্যাণী, তোমারে নমস্কার।
অলক্ষ্মী ও রাজ-লক্ষ্মী, নমি শর্ব্ব-পত্নি, বারংবার॥
তুমি দুর্গা, দুর্গপারা, সর্ব্ব-কর্ম্ম-ক্ষমা সর্ব্বসার।
তমোময়ী, কৃষ্ণা, ধূম্রা, খ্যাতি-রূপা, নমস্যা সবার॥
অতিসৌম্যা, অতিরৌদ্রা, তোমারে প্রণতি অনিবার।
বিশ্বের আধার তুমি দেবী, কর্ত্রী, লহ নমস্কার॥
যে দেবী সকল ভূতে খ্যাতা বিষ্ণুমায়া নামে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার॥
যে দেবী সকল ভূতে করিছেন চেতনা সঞ্চার।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার॥

যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা বুদ্ধি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা নিদ্রা-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ক্ষুধা-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ছায়া রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা শক্তি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁবে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা তৃষ্ণা-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ক্ষান্তি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁবে, নমি তাঁরে, নমি বাবংবার॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা জাতি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা লজ্জা-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা শান্তি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বাবংবার॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা শ্রদ্ধা-রূপে তাঁর।

নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার ॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা কান্তি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার ॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা লক্ষ্মী-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার ॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা বৃত্তি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার ॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা স্মৃতি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার ॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা দয়া-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার ॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা তুষ্টি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার ॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা মাতৃ-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার ॥
যে দেবী সকল ভূতে বিরাজিতা ভ্রান্তি-রূপে তাঁর।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার ॥
ইন্দ্রিয়ে, সকল জীবে, সর্ব্ব ভূতে অধিষ্ঠান যাঁর।
ব্যাপ্তি-রূপা দেবী যিনি, তাঁরে আমাদের নমস্কার ॥
চিতি-রূপে রহিছেন, ব্যাপি যিনি অখিল-সংসার।
নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি তাঁরে, নমি বারংবার ॥

যাঁরে পূর্ব্বে দেব-গণ. করিল বহু স্তবন,
ইষ্টলাভে যাঁরে ইন্দ্র সেবে অনুক্ষণ।
সেই কল্যাণী ঈশ্বরী, ভদ্রকালী শুভঙ্করী,
আমাদের বিঘ্নাপদ করুন নাশন॥
দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য-দলিত- দেবগণে সম্পূজিত,
যাঁরে এবে আমাসবে করি নমস্কার।
ভক্তি-নম্র-শিরে যাঁরে স্মরিলে, তৎক্ষণ পরে,
সর্ব্ব বিঘ্ন আমাদের করেন সংহার॥

অতঃপর পূর্ব্ববৎ
নবার্ণ মন্ত্র জপ ও মন্ত্র-ন্যাস।

পরিশেষে
দেবীকে জপ নিবেদন।

সপ্তশতীর রহস্যত্রয়।

শ্রীগণপতিদেবের জয়।

নারায়ণ এই সপ্তশতী-রহস্যত্রয়ের ঋষি, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, এবং মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী ইহার দেবতা-ত্রয়। যথোক্ত ফললাভার্থ এতৎপাঠের প্রয়োজন।

প্রাধানিক রহস্য।

সুরথ রাজা সুমেধা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে চণ্ডিকা দেবীর যে সকল অবতারের বিষয় কহিলেন, তাঁহাদিগের প্রকৃতি কি কি, এবং কেই বা তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ? এইটি এক্ষণে বলিতে হইবে। ব্রহ্মন্! দেবীর কোন স্বরূপটি কি বিধি মতে আমার আরাধ্য, তাহাও অনুগ্রহ করিয়া রীতি-পূর্ব্বক বলুন, আমি আপনার নিকট প্রণত হইয়া রহিয়াছি।

ঋষি কহিলেন, মহারাজ! এ বিষয়টি বড়ই গোপনীয়, শাস্ত্রের আদেশ এই, যে ইহা সকলের নিকট বলিবার যোগ্য নহে। তবে, আপনি ভগবতীর নিতান্ত ভক্ত, ও আমার অতিশয় অনুরক্ত, সুতরাং আপনার নিকট আমার কিছুই অবক্তব্য নাই। অতএব বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পরমৈশ্বর্য্যবতী ত্রিগুণাত্মিকা মহালক্ষ্মীই সকলের আদি-ভূতা! কল্পের পূর্ব্বে তিনি ত্রিগুণাতীত তুরীয়াবস্থায় অপ্রকাশিতা থাকেন, এবং কল্পকালে গুণময়ী হইয়া সমষ্টি বা ব্যষ্টিভাবে প্রকাশিতা হয়েন ও এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ওত-প্রোত ভাবে ব্যাপ্তা রহেন। হে রাজন্! কল্পারম্ভে তিনি সমষ্টিগুণত্রয়ে এই তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা ও তপ্তকাঞ্চনালঙ্কার-বিভূষিতা মূর্ত্তি ধারণ করত, ব্রহ্মাণ্ডের শূন্যাকাশকে স্বীয় তেজোধাতু দ্বারা পরিপূর্ণ করেন, এবং সেই বিরাট্ মূর্ত্তিতে তিনি মস্তকে (ব্রহ্মচিহ্ন) নাগ, (রুদ্রচিহ্ন) লিঙ্গ, ও (বিষ্ণুচিহ্ন) যোনি, এবং কর-চতুষ্টয়ে বহুবীজপূর্ণ দাড়িম্ব ফল, গদা, চর্ম্মফলক ও পানপাত্র ধারণ করেন। ইহাই চণ্ডী দেবীর আদ্যা প্রকৃতি।

অনন্তর সেই সর্ব্বব্যাপিনী ভগবতী মহালক্ষ্মী অখিল লোককে জীবশূন্য দেখিয়া, প্রথমতঃ তাঁহার প্রভূত তমোগুণ মাত্র দ্বারা আর একটি মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। ইহাঁর বর্ণ মর্দ্দিত কজ্জলের ন্যায় গাঢ় নীল, লোচনগুলি বিশাল ও বিস্ফারিত, মুখ-বিবর করাল দন্তুর, এবং কটিদেশ ক্ষীণতর। ইহাঁর মস্তক মুণ্ড-মালা-বেষ্টিত, বক্ষঃস্থল কবন্ধ-হার-বিলম্বিত, এবং ভুজ-চতুষ্টয় খড়্গ, চর্ম্ম, ছিন্নমুণ্ড ও খর্পরে অলঙ্কৃত। সেই তামসী-মূর্ত্তি-ধারিণী রমণী মহা লক্ষ্মীকে কহিলেন, জননি! আমি আপনাকে বারবার

নমস্কার করি, আপনি আমার নাম ও কর্ম্ম নির্দ্দেশ করুন।

তখন মহালক্ষ্মী সেই তামসী রমণীকে উত্তর করিলেন, আমি তোমার নাম ও কর্ম্ম সকল নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মহামায়া, মহাকালী, মহামারী, ক্ষুধা, তৃষা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, একবীরা, কালরাত্রি ও দুরত্যয়া, এই দশটি তোমার নাম, এবং এই সকল নামের অর্থ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মই তোমার কর্ম্ম। যে ব্যক্তি তোমার এই সকল কর্ম্ম আলোচনা করিবে, তাহার সমগ্র সুখ লাভ হইবে।

হে মহারাজ! মহালক্ষ্মী মহাকালীকে এই কথা বলিয়া স্বীয় অতিশুদ্ধ পবিত্র সত্ত্বগুণ দ্বারা আর একটি মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। ইঁহার বর্ণ চন্দ্রপ্রভাবৎ শুভ্র, এবং ইঁহার হস্ত চতুষ্টয়ে অক্ষমালা, অঙ্কুশ, বীণা ও পুস্তক শোভা পাইতে লাগিল। ইনি উৎকৃষ্টা রমণীরূপে বিরাজিতা হইলেন। তখন মহালক্ষ্মী তাঁহাকে এই সকল নাম প্রদান করিলেন, যথা;—মহাবিদ্যা, মহাবাণী, (মহা) ভারতী, (মহা) বাক্, মহাসরস্বতী, আর্য্যা, ব্রাহ্মী, কামধেনু, বেদগর্ভা ও ধীশ্বরী।

মহালক্ষ্মীতে তখন ব্যষ্টিভাবে কেবলমাত্র রজোগুণই রহিল। তিনি মহাকালী ও মহাসরস্বতীকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা উভয়ে স্বীয় স্বীয় অনুরূপ দেবমিথুন উৎপাদন কর। এই বলিয়া তিনিও স্বয়ং একটি স্ত্রী-পুরুষ

মিথুন উৎপন্ন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই তপ্ত-হেম-বর্ণ মনোহর-কান্তি-বিশিষ্ট ও পদ্মাসনাসীন হইলেন। উৎপাদনান্তর তিনি পুরুষটির নাম ব্রহ্মা, বিধি, বিরঞ্চি ও ধাতা, এবং নারীটির নাম শ্রী, পদ্মা, লক্ষ্মী ও কমলা রাখিলেন।

মহাকালী ও মহাসরস্বতীও স্ব স্ব মিথুন সৃজন করিলেন। মহারাজ! ইঁহাদিগের রূপ ও নাম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাকালীর উৎপাদিত পুরুষটির কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, বাহু রক্তবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ, ও শেখরদেশ চন্দ্রকলা-শোভিত, এবং তাঁহার নাম রুদ্র, শঙ্কর, স্থাণু, কপর্দ্দী, ত্রিলোচন ইত্যাদি। মহাকালীর সৃষ্টা নারীটি শুভ্রবর্ণা, এবং তাঁহার নাম ত্রয়ী, বিদ্যা, 'কামধেনু, ভাষা, অক্ষরা, স্বরা, প্রভৃতি।

মহারাজ! মহাসরস্বতী একটি গৌরবর্ণা নারী ও একটি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উৎপন্ন করিলেন। তাঁহাদিগেরও নাম বলি, শ্রবণ করুন। পুরুষটির নাম বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, বাসুদেব জনার্দ্দন প্রভৃতি; এবং নারীটির নাম উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, সুন্দরী, সুভগা, শিবা ইত্যাদি।

এইরূপে এই তিনটি মহাপ্রকৃতি দেবী পুরুষত্ব প্রাপ্ত-হইয়া স্ত্রী-পুরুষ মিথুন উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ইহা কেবল প্রজ্ঞাচক্ষু জনেই উপলব্ধ করিতে পারেন, অপরে পারে না, তাহাদের ইহা ধারণা করা নিতান্ত কঠিন।

হে মহারাজ। অনন্তর মহালক্ষ্মী ত্রয়ীর সহিত ব্রহ্মার, গৌরীর সহিত রুদ্রের, ও লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর বিবাহ দিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা ও স্বরার সহযোগে একটি অণ্ড উৎপন্ন হইল। মহাবীর্য্য ভগবান্ রুদ্র গৌরীর সহযোগে সেই অণ্ডকে স্ফুটিত করিলেন *। তখন সেই অণ্ডাভ্যন্তরে প্রকৃতি হইতে ক্রমশঃ মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতির পরিণতি হইয়া অবশেষে মহাভূতাত্মক এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি লইল। বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহযোগে সেই বিশ্ব পালন করিতে, এবং রুদ্র গৌরীর সহযোগে যথাকালে ইহার সংহার করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যে সেই মহালক্ষ্মী দেবীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তিনি সমষ্টিরূপে সর্ব্বদেব-দেবীর ঈশ্বরী, এবং ব্যষ্টিরূপেও জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিধাত্রী। তিনি সগুণভাবে সাকারা এবং নির্গুণ তুরীয় ভাবে নিরাকারা সচ্চিদানন্দময়ী। সুতরাং তাঁহার নামও অসংখ্য। তাঁহার অপার মহিমা তদীয় ব্যষ্টিরূপ-গত ভিন্ন ভিন্ন নামে, এবং তদুৎপন্ন অপর দুই অবতারেরও ভিন্ন ভিন্ন নামে নিরূপিত হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য কোন নামে হয় না।

---

* এইজনাই হরগৌরী জগজ্জনের পিতামাতা বলিয়া অভিহিত হয়েন।

বৈকৃতিক রহস্য।

ঋষি কহিলেন, যে ত্রিগুণা মহালক্ষ্মীদেবী তামসী ও সাত্বিকী-রূপা অপর দুইটী দেবীর আবির্ভাব করিয়া স্বয়ং ত্রিধা প্রকাশিতা হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যবতী ভগবতী শর্ব্বা, চণ্ডিকা, দুর্গা ও ভদ্রা নামে প্রখ্যাতা হয়েন। মহাকালী নাম্নী তদুৎপন্না তামসী দেবীই বিষ্ণুর যোগনিদ্রা রূপিণী, এবং মধুকৈটভ বিনাশার্থ কমলযোনি ব্রহ্মা তাঁহারই স্তব করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি কজ্জল-সুন্দর-বর্ণা, দশমুখী, দশভুজা এবং দশপাদা হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিমুখে তিনটি করিয়া বিশাল লোচন বিরাজিত ছিল, সুতরাং তিনি তখন ত্রিংশল্লোচনা। এবং তাঁহার বদন গুলি করাল দন্ত রাজির প্রভায় ভয়ঙ্কর হইলেও তিনি রূপের শোভায় ও লাবণ্যচ্ছটায় পরম সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠাভূতা হইয়াছিলেন। তিনি দশটি হস্তে খড়্গ, বাণ, গদা, শূল, চক্র, শঙ্খ, ভুশুণ্ডী, পরিঘ, কার্ম্মুক ও রুধির-ক্ষরৎ ছিন্নমুণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছিলেন। ইনিই বৈষ্ণবী মায়া, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর ইয়ত্তাবচ্ছেদিকা, ইহাঁর শক্তি অনিবার্য্য, ইনি মহত্তত্ত্ব হইতে সমস্ত বিশ্ব সঙ্কলন করেন, এবং প্রলয়ারম্ভে সর্ব্বসংহারক মহাকালের শক্তি-রূপা। এই জন্যই ইঁহার নাম মহামায়া, দুরত্যয়া ও মহাকালী। ইঁহার পূজা ও আরাধনা করিলে চরাচর সমস্ত বিশ্ব পূজকের বশীভূত হয়।

যে অমিত-প্রভা মহিষমর্দ্দিনী দেবী দেব-সমুচ্চয়ের শরীর হইতে জ্যোতীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনিই সেই ত্রিগুণাত্মিকা মহালক্ষ্মীর অপরা মূর্ত্তি। তাঁহার মুখমণ্ডল ও স্তনযুগল শ্বেতবর্ণ, হস্তগুলি ও জঙ্ঘোরুদ্বয় নীলবর্ণ এবং কটিদেশ ও পদপল্লব-দ্বয় রক্তবর্ণ। তিনি পরম রূপলাবণ্য-বতী ও অতিশয় সৌভাগ্যশালিনী। তাঁহার জঘন দেশ সুচিত্র, অঙ্গ বিচিত্র অনুলেপনে ও বিবিধ ভূষণে রঞ্জিত। তাঁহার পরিধানে সুন্দর বস্ত্র-যুগল, গলদেশে রমণীয় মাল্য, এবং সুধাপানে মুখমণ্ডল ঈষৎ মদাবেশযুক্ত। যুদ্ধকালে তিনি কখনও বা সহস্র ভুজা এবং কখনও বা অষ্টাদশ-ভুজা রূপে প্রতীয়মানা হয়েন। এই অষ্টাদশ হস্তে তিনি দক্ষিণদিকের নিম্নতন হইতে ঊর্দ্ধক্রমে এবং বামদিকের ঊর্দ্ধতন হইতে নিম্নক্রমে এই সকল আয়ুধ ধারণ করিয়া থাকেন, যথা, অক্ষমালা, কমল, বাণ, অসি, কুলিশ, গদা, চক্র, ত্রিশূল, পরশু, শঙ্খ, ঘণ্টা, পাশ, শক্তি, দণ্ড, চর্ম্ম, চাপ, পানপাত্র ও কমণ্ডলু। তিনি কমলাসনে আসীনা হইয়া এই সকল আয়ুধে অলঙ্কৃতভুজা হইয়া থাকেন। হে মহারাজ! এই স্বরূপান্তরে সর্ব্বদেবময়ী সর্ব্বেশ্বরী মহালক্ষ্মীকে পূজা করিলে সাধক স্বর্গাদি সকল লোকের প্রভু হয়েন।

এবং যিনি গৌরীর দেহকোষ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া

শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তিনিই সেই কেবলমাত্র সত্ত্বগুণাশ্রয়া মহাসরস্বতী দেবীর অন্যতর প্রকৃতি। মহারাজ! ইনি অষ্টভুজা, এবং বাণ, মুষল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, লাঙ্গল ও কার্ম্মুক ধারণ করিয়া থাকেন। এই শুম্ভ-ঘাতিনী ও নিশুম্ভ-মথিনী দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে মনুষ্যের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়।

মহারাজ! জগদম্বা চণ্ডীদেবীর অবতারত্রয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি এই আমি আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা বিধি কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহালক্ষ্মীর পূজাকালীন, তাঁহার দক্ষিণে মহাকালীকে, বামে মহাসরস্বতীকে, সম্মুখে তাঁহাদিগেরই স্বরূপান্তর অষ্ট-ভুজাদি দেবতাত্রয়কে, ও পশ্চাতে তদুৎপন্ন কৃতোদ্বাহ মিথুন-ত্রয়কে সন্নিবেশন পূর্ব্বক তাঁহাদিগেরও পূজা করিতে হয়। মিথুনত্রয়ের মধ্যে বিরঞ্চি-স্বরাকে মধ্যস্থলে, এবং তাঁহা-দিগের দক্ষিণে রুদ্র-গৌরীকে, ও বামে লক্ষ্মী-হৃষীকেশকে স্থাপন করিতে হয়। এবং অষ্টভুজাদি দেবতাত্রয়ের মধ্যে, অষ্টদশভুজাকে মধ্যস্থলে, অষ্টভুজাকে তদ্দক্ষিণে, ও দশা-ননাকে তদ্বামে রাখিয়া (চতুর্ভুজা) মহালক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিতে হয়। হে মহারাজ! যদি অষ্টাদশভুজা দশাননা ও অষ্টভুজা দেবীত্রয়কে স্বতন্ত্র পূজা করা প্রয়োজন হয়, তাহা

হইলে, সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল প্রশমন জন্য তাঁহাদিগের দক্ষিণে কাল ও মৃত্যু দেবকেও পূজা করা উচিত। আর যদি শুম্ভ-ঘাতিনী অষ্টভুজা দেবীকে স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রকাশিত নবশক্তি, রুদ্র ও বিনায়ক দেবতারও পূজা আবশ্যক। (সুতরাং এই বিধিমতে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া, তথায় যথাস্থানে মহালক্ষ্ম্যাদি দেবতাগণের অধিষ্ঠান কল্পনা করত, তাঁহাদিগের পূজা করিতে হয়)।

অনন্তর "নমোদেব্যৈ" এই স্তোত্র-মন্ত্রে ত্রিগুণাত্মিকা আদি মহালক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিতে হইবে। এবং তদীয় অবতারত্রয় মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর অর্চ্চনাতে যথাক্রমে "ত্বংস্বাহা ত্বংস্বধা ত্বংহি," "দেব্যা যযা তত মিদং" ও "দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে" ইত্যাদিক এই তিনটি স্তোত্র মন্ত্রের আবশ্যক। চণ্ডীস্তোত্রে পূজোপাসনায় অষ্টাদশ-ভুজা মহিষ-মর্দ্দিনীর পূজাই প্রশস্ত। কারণ, তিনিই সেই মহা-লক্ষ্মীস্বরূপা, এবং সমষ্টিভাবে এই মহালক্ষ্মীর পূজাতেই মহাকালী ও মহাসরস্বতীর পূজা নিষ্পাদিত হয়। এই মহিষান্তকরী দেবী সর্ব্বলোকের ঈশ্বরী এবং সর্ব্বপ্রকার পুণ্যপাপের ফলবিধাত্রী। যে ব্যক্তি তাঁহাকে পূজা করে, সে জগতের প্রভু হয়। হে মহারাজ! সেই ভক্ত-বৎসলা জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা দেবীর পূজার জন্য অর্ঘ্য, অক্ষত-পাত্র, বস্ত্রালঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,দীপ, ও বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য সমন্বিত

নৈবেদ্যাদি উপকরণ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এবং অধিকার ও বিধি-ভেদে রুধিরাক্ত বলি, পক্কমাংস ও সুরাও পূজোপ-করণরূপে প্রদত্ত হয়। তদনন্তর চন্দনাক্ত সুগন্ধি আচ-মনীয়, ও কর্পূর-বাসিত তাম্বূল প্রদান পূর্ব্বক ভক্তি-গদ্গদ চিত্তে প্রণাম করিতে হয়।

যে ধীমান্ ব্যক্তি সংযত হইয়া একাগ্রমনে এই মহিষাস্ত করী দেবীর পূজা করে, তাহাকে ইঁহার পুরোবর্ত্তী বামভাগে ছিন্নশীর্ষ মহিষাসুরের, ও দক্ষিণভাগে তদীয় বাহন সিংহেরও পূজা করা কর্ত্তব্য; কারণ এই মহিষাসুর দেবীর হস্তে শ্লাঘ্য-তর মৃত্যুলাভ পূর্ব্বক তাঁহার কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছে, এবং সিংহটি সমগ্র ধর্ম্ম-স্বরূপ, প্রভূত-প্রভাব, ও চরাচর সমস্ত পদার্থের আধার-ভূত।

অঙ্গ-দেবতাগণের পূজা সমাপনান্তে জগদম্বিকার স্তব-স্তুতি জন্য সমগ্র চরিতত্রয় বিশিষ্ট চণ্ডীপাঠ, অথবা মধ্যম-চরিত মাত্র, কিংবা ন্যূনকল্পে কেবলমাত্র স্তোত্র-চতুষ্টয় পাঠ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু শুদ্ধ প্রথম বা উত্তম চরিত পাঠ, অথবা কোন চরিতের অর্দ্ধাংশ পাঠ বিধেয় নহে, ইহাতে পাঠকার্য্য ছিদ্রযুক্ত হয়। অনন্তর জগদম্বাকে প্রদক্ষিণ করত, অনলস-চিত্ত ও মস্তকে কৃতাঞ্জলি-হস্ত হইয়া বার বার নমস্কার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। অতঃপর চণ্ডিকা দেবীর হোম করণার্থ সপ্তশতীর প্রতিমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক

তিল-সর্পি-যুক্ত পায়সাহুতি, অথবা শুদ্ধ ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে হয়, এবং সমাহিত-চিত্তে প্রতি আহুতি দানের পর "চণ্ডিকায়ৈ নমোনমঃ" অথবা "নমোনমঃ" এই বাক্য উচ্চারণ কর্ত্তব্য। পরে সংযত ও বিনম্র চিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করত, স্বীয় হৃদয়কন্দরে চণ্ডিকাদেবীর অধিষ্ঠান অনুভব করিতে করিতে তন্ময় হইতে হয়।

যে ব্যক্তি এই প্রকার ভক্তিপূর্ব্বক সেই পরমেশ্বরীকে প্রত্যহ পূজা করে, সে ইহলোকে স্বীয় কামনামত অশেষবিধ সুখ-সৌভাগ্য সম্ভোগ করত, পরলোকে সর্ব্বসন্তাপ হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক দেবীর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। এবং যে ব্যক্তি ভক্তবৎসলা সেই চণ্ডিকা দেবীকে নিত্য এবম্প্রকারে পূজা না করে, পরমেশ্বরী দেবী তাহার সমস্ত সঞ্চিত পুণ্যরাশি ভস্মীভূত করিয়া দেন। হে নৃপবর! অতএব সেই সর্ব্বলোক-মহেশ্বরী চণ্ডিকা দেবীকে যথোক্ত বিধানে পূজার্চ্চনা করুন। অন্তে আপনার সুখলাভ হইবে।

মূর্ত্তি রহস্য।

ঋষি কহিলেন, মহারাজ! ভগবতীর প্রতিজ্ঞাত সপ্তম মন্বন্তরে তদীয়াবতার-ভূতা নন্দঘোষের দুহিতৃ-রূপা নন্দা-নাম্নী যে দেবীর আবির্ভাব হইবে, তাঁহাকে ভক্তি-পূর্ব্বক পূজা ও স্তবস্তুতি করিলে সাধকের ত্রিজগৎ বশীভূত হয়। ইনি কনক বর্ণা, কনকোত্তম-কান্তি-বিশিষ্টা, কনক-ভূষণ-বিভূষিতা ও কনকোজ্জ্বল-বস্ত্র-পরিহিতা। ইঁহার হস্ত-চতুষ্টয়ে অঙ্কুশ পাশ ও কমলদ্বয় বিরাজিত থাকে। ইঁহার নামান্তর ইন্দিরা, কমলা, লক্ষ্মী, শ্রী, রুক্মা ও অম্বুজাসনা।

হে পবিত্র-চেতো নরপতে! আমি আপনাকে যে রক্ত-দন্তিকা নামক দেবীর অবতারান্তরের কথা বলিয়াছি, তাঁহার সর্ব্বভয়াপহ স্বরূপ-বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহা শুনিলে, নিঃসন্দেহ পাপসকল হইতে মোচন হয়। ইনি রক্তবর্ণা, রক্তনেত্রা, রক্তকেশা, রক্ত-রসনা, রক্ত-দন্তিকা ও রক্তাম্বরা; ইঁহার নখরগুলি তীক্ষ্ণ ও রক্তাভ, ও ইঁহার সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ ও হস্তের আয়ুধসকল রক্তাক্ত, সুতরাং দেখিতে ইনি অতীব ভীষণা। পতিব্রতা রমণী যেমন পতির প্রতি অনুরক্তা, ইনিও তদ্রূপ ভক্তজনের নিতান্ত বৎসলা। ইনি বসুধাঁর ন্যায় গুরু-নিতম্বা ও সুমেরুর ন্যায় পীনস্তনী। ইঁহার স্তনযুগল অতি স্থূল বিশাল কঠিন লম্ব-মান, অথচ অতীব মনোহর ও কান্তি-বিশিষ্ট, এবং সর্ব্বানন্দ

রসের পয়োনিধি স্বরূপ। ভক্তগণকে দেবী তাঁহার এই সর্ব্বকামদুঘ স্তন পান করাইয়া থাকেন। ইঁহার চতুর্হস্তে খড়্গ চর্ম্ম মুণ্ড ও পানপাত্র অলঙ্কৃত থাকে। এই দেবী রক্তচামুণ্ডা ও যোগেশ্বরী নামেও প্রসিদ্ধা, এবং চরাচর সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্তা। যে ব্যক্তি ইঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে, সেও চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে পারে, এবং ইহ লোকে যথেপ্সিত কামনা উপভোগ করিয়া পরলোকে দেবীর সহিত সাযুজ্য রূপ মুক্তি লাভ করে। যে জন রক্তদন্তিকার দেহ বর্ণন রূপ এই স্তব নিত্য পাঠ করে, স্বামীর প্রতি পতিব্রতা নারীর ন্যায়, দেবী তাহার পরিচর্য্যা করেন।

ভগবতীর অপরাবতারভূতা শাকম্ভরী নাম্নী দেবী নীলবর্ণা ও নীলোৎপল-লোচনা। তাঁহার স্তনদ্বয় কঠিন সুবৃত্ত পীনোত্তুঙ্গ ও ঘন, উদর কৃশ ও ত্রিবলীযুক্ত, এবং নাভি সুগভীর। এই পরমেশ্বরীর চারিটি হস্ত। তিনি এক হস্তে একটি স্ফুরৎকান্তি কার্ম্মুক, অপর হস্তে মুষ্টি-বদ্ধ শর-নিচয়, তৃতীয় হস্তে কমল, ও চতুর্থ হস্তে বিবিধ ফল পুষ্প পল্লব মূল ও শাকাদি উদ্ভিজ্জ ধারণ করিয়া থাকিবেন। এই সকল উদ্ভিজ্জ রমণীয় ও অশেষ প্রকার আস্বাদযুক্ত, এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা ও মৃত্যুর নিবারক। এই শাকম্ভরী অবতারেই দেবী শতাক্ষী ও দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা হইবেন। ইনিই সেই পার্ব্বতী, উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী ও কালিকা। ইনি

বিশোকা, দুষ্ট-দমনী, এবং পাপ ও বিপদের উপশমনী। এই শাকম্ভরী দেবীকে ধ্যান পূজা স্তব জপ ও নমস্কার করিলে মনুষ্য অক্ষয্যরূপে অন্ন পান ও অমৃত রস উপভোগ করিতে পারে।

দেবীর প্রাগুক্ত ভবিষ্যদবতারগণের মধ্যে ভীমাদেবীও নীলবর্ণা। তাঁহার তীক্ষ্ণ করাল দন্তগুলি উজ্জ্বল প্রভা-বিশিষ্ট, লোচনত্রয় বিশাল ও স্তন-যুগল পীন বর্ত্তুল। তিনি হস্ত-চতুষ্টয়ে চন্দ্রহাস, ডমরু, ছিন্নমুণ্ড ও পানপাত্র ধারণ করেন। তাঁহার অপর নাম একবীরা ও কালরাত্রি। তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিলে তিনি সর্ব্বকাম-প্রদায়িনী হয়েন।

এবং দেবীর প্রতিজ্ঞাত শেষাবতার-ভূতা ভ্রামরী দেবী অতীব তেজঃপুঞ্জ-কলেবরা, দুর্নিরীক্ষা এবং বিচিত্র কান্তি-বিশিষ্টা। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্র অনুলেপনে ও বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত, এবং তাঁহার হস্ত সকল বিচিত্র ভ্রমর-রাজিতে সমাকীর্ণ। ইঁহার অপর নাম মহামারী।

হে বসুধাধিপতে! জগন্মাতা চণ্ডিকাদেবীর এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবতারের মূর্ত্তি-বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এসকল অবতারেই তিনি কামধেনুর ন্যায় সর্ব্বকামপ্রদা। তাঁহার এই মূর্ত্তি-রহস্য বড়ই উৎকৃষ্ট ও গুহ্য, ইহা আপনি কাহাকেও কহিবেন না, কেবল স্বয়ং অবহিত-চিত্তে সর্ব্বদা ইহা চিন্তা করিবেন, এবং সর্ব্বপ্রযত্নে

নিরন্তর দেবীর নাম ও সূক্তাদি জপ করিবেন। ইঁহারই প্রসাদে আপনি সর্ব্বলোকে অক্ষয় মান্য প্রাপ্ত হইবেন। দেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ক এই সপ্তশতী মন্ত্র পাঠমাত্রে সপ্ত-জন্মার্জ্জিত ব্রহ্মহত্যাদি সর্ব্বপ্রকার ঘোরতম পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। দেবীর যে সকল ধ্যান আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহাও অতি গুহ্য এবং অন্যান্য গুহ্য বিষয় হইতে গুহ্যতর। যত্ন সহকারে সেই সকল ধ্যান অভ্যাস করিলে সর্ব্বপ্রকার কাম্যফল লাভ হয়। এইদেবী সর্ব্বরূপময়ী এবং সমস্ত বিশ্বও দেবীময়।

হে দেবি! আপনি বিশ্বরূপা পরমেশ্বরী, আমি আপনাকে নমস্কার করি।

সম্পূর্ণ

পাঠফল ভগবতী জগদম্বাকে অর্পিত হউক।
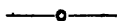
দুর্গা বা চণ্ডী গায়ত্রী ।

কাত্যায়নী দেবী হ'ন জ্ঞানের বিষয়,
কুমারী কন্যকা চিন্তা সদা মনে হয় ;
এ প্রবৃত্তি দুর্গা দেবী করেন উদয় ।

—— ০ ——

পরিশিষ্ট।

সপ্তশতীসার।

কিংবদন্তি আছে যে একটি শিবভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি নিত্য সপ্তশতী চণ্ডী স্তোত্র পাঠেচ্ছু হইয়াও, শৈবানুষ্ঠান সমূহে নিতান্ত ব্যাপৃত থাকিয়া কোন দিনই তৎপাঠে কিঞ্চিন্মাত্র অবকাশ লাভ করিতে পারিত না। ভক্তান্তর্যামী ভগবান্ মহাদেব স্বীয় ভক্তের এই প্রকার মনোভীষ্ট বুঝিতে পারিয়া, সপ্তশতী চণ্ডীর নিষ্কর্ষ বা সারভূত একটি দুর্গাষ্টক তাহার অন্তঃকরণে প্রকাশ করেন। একবিংশাক্ষরী অপূর্ব্ব স্রগ্ধরাচ্ছন্দে বিরচিত সেই দুর্গাষ্টকটি তাহার ফলশ্রুতি সহিত সপ্তশতীসার নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। এইটি সেই সপ্তশতীসারের ছন্দোনুরূপ অনুবাদ মাত্র। ইহার ছন্দশ্চিহ্ন এইরূপ ;—

— — — — ⏑ — — ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ —, — ⏑ — — ⏑ — —

১

লক্ষ্মীস্বামীর লীলা-শয়ন হ'ল যবে শেষ-শয্যায়, কালে
ভাবী স্রষ্টার শক্রদ্বয় হ'ল মধু-কৈটাভ গর্ব্বী, বিপাকে।
ভীত ব্রহ্মার বাক্যে সদয় যিনি হ'য়ে নাশিলেন্ শীঘ্র তারে,
দুর্গাদেবীর পূজা সতত করি মনে, নাশিতে তাপজালে॥

১। শেষ = অনন্ত।
কৈটাভ = কৈটভ। বিপাকে = সঙ্কটে পড়িয়া। বাক্যে = স্তোত্রে।
তারে = দৈত্যদ্বয়ে।

২

যুদ্ধে গীর্ব্বাণ-বর্গে করি জয়, সকলে তাড়িয়া স্বর্গ হৈতে,
তৎকর্ম্মে স্থাপিয়া স্বীয় জন, লইল ইন্দ্রত্ব যে স্বপ্রতাপে।
সেনানীবর্গ-যুক্তে মহিষ অসুরকে যে বধে যুদ্ধকালে,
দুর্গাদেবীর পূজা সতত করি মনে, নাশিতে তাপজালে॥

৩

হে বিশ্বোৎপত্তিনাশস্থিতিকৃতি তুমি গো দৈত্যভীতিপ্রণাশী,
রক্ষাকর্ত্রী সবারে, পুন পুন হইয়ো সঙ্কটে ত্রাণ-দাত্রী।
ইত্থম্ভূত স্তবেতে স্তুতিল সুরগণে ভক্তিনম্রাত্ম যাঁরে,
দুর্গাদেবীর পূজা সতত করি মনে, নাশিতে তাপজালে॥

৪

হৈলে শুম্ভাদি দৈত্যার্দ্দিত, সুরগণ যে স্তোত্রিলা পার্ব্বতীরে
আবির্ভূতা হয়ে, তৎক্ষণ পর বধিলা ধূম্রদৃক্ চণ্ড বীরে।
চামুণ্ডা, মুণ্ড নাশে, যিনি বধি অচিরে রক্তবীজাদি পালে,
দুর্গাদেবীর পূজা সতত করি মনে, নাশিতে তাপজালে॥

২। গীর্ব্বাণ=দেবতা।
৩। কৃতি=কারিণি। ইত্থম্ভূত=এ প্রকার। স্তুতিল=স্তব করিল।
৪। স্তোত্রিলা=স্তব করিল। ধূম্রদৃক্=ধূম্রলোচন।
চামুণ্ডা-ইতি নাম প্রাপ্তা। পালে=দৈত্য সমূহে।

৫

শম্ভু ব্রহ্মা বরাহেন্দ্র হরি নৃহরি কৌমার মূর্ত্তিস্থ শক্তি
প্রত্যক্ষা মাতৃরূপা সহ বধিল নিশুম্ভে, পরে নির্বিভূতি।
একাকীমাত্র শুম্ভাসুর যিনি বধিলেন্ ঘোর সে যুদ্ধকালে,
দুর্গাদেবীর পূজা সতত করি মনে, নাশিতে তাপজালে ॥

৬

হে দেবি, ত্রাণকর্ত্রী ভুবন-জননি গো, প্রার্থনা চাহ না তো,
সন্তানে রক্ষিতে বা স্তুতি অভিলাষিণী কে রহে মা হ'য়ে গো।
ইত্থং স্তোত্রে প্রণামে বিকসিত-নয়না হৈল গৌরী তদা যে,
দুর্গাদেবীর পূজা সতত করি মনে, নাশিতে তাপজালে ॥

৭

নিস্ত্রৈগুণ্যা হয়েও ধর, হই সগুণা, রূপ-বৈচিত্র নানা,
ত্রৈলোক্য ত্রাণ জন্যে তুমিত অসুর-দাবাগ্নিকল্পায়মানা।
সজ্জ্ঞানানন্দরূপা, সুর-নর-মহিতা, ধর্ম্মমোক্ষাদি লালে,
দুর্গাদেবীর পূজা সতত করি মনে, নাশিতে তাপজালে ॥

৫। হরি=বিষ্ণু। নৃহরি=নৃসিংহ। কৌমার=কার্ত্তিকেয়। নির্বিভূতি=বিভূতি শূন্যা।

৬। ইত্থং=এ প্রকার।

৭। নিস্ত্রৈগুণ্যা=ত্রিগুণাতীতা। কল্পায়মানা=তদ্বৎ। সজ্=সত্য। মহিতা=পূজিতা। লালে=লালেচ্ছাতে।

৮

সিংহারূঢ়ে, ত্রিনেত্রে, কর-ধৃত-অসিচক্রাদি-শস্ত্রাভিরামে,
ভক্তাভীষ্টপ্রদে, মা ত্রিভুবন-শরণে, সর্ব্বদেবী-ললামে।
দিব্যালঙ্কার-রম্যে, শশধর-মুকুটে, সর্ব্বসৌন্দর্য্যমালে,
দুর্গাদেবীর পূজা সতত করি মনে, নাশিতে তাপজালে॥

৯

এ চণ্ডীস্তোত্র সারে পঠি,নর বিপদে উত্তরে নির্ব্বিবাদে,
মোহান্ধে পায় চক্ষু, প্রতিদিন হয় যে বাসনাসিদ্ধি সাধে।
পাপে তাপে ভয়েতে, সকল সময় রক্ষে ইহা ভক্তবর্গে,
দুর্গাদেবীর সার স্তুতি পঠি নর যে পায় ধর্ম্মাপবর্গে॥

৮। ললামে—শ্রেষ্ঠভূতে। মালে—যুক্তে।

৯। নির্ব্বিবাদে—অনায়াসে। সাধে—কামনায়। অপবর্গ—মোক্ষ

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিত

মহিষমর্দ্দিন্যষ্টকের বঙ্গানুবাদ।

শ্লোক গুলির ছন্দশ্চিহ্ন এইরূপ ;—

⌣ ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ —

১

অয়ি গিরি-নন্দিনি, জীবন-মোদিনি, বিশ্ব-বিনোদিনি,
নন্দি-নতে,
নিবসতি বিন্ধ্য-গিরীন্দ্র-শিখে তব, ইন্দ্র উপেন্দ্র ভজে পদ তে
ভগবতি শঙ্করি, হায় কিবা মরি, বিব্রত সর্ব্বজনের হিতে,
জয় জয় মা, মহিষাসুর-নাশিনি, শম্ভুবিলাসিনি, শৈলসুতে॥

২

সতত কদম্ব বনে জগদম্ব! বিহার-যুতা তুমি, সৌরভিতে,
হিমগিরি-কাঞ্চন-শৃঙ্গ-শিখে মৃগ-লাঞ্ছন-সংযুত সৌধ-রতে।
মদভর-হাসিনি, কৈটভ-নাশিনি, হে মধু-জীবন-নাশকৃতে
জয় জয় মা, মহিষাসুর-নাশিনি, শম্ভু-বিলাসিনি, শৈলসুতে॥

১। নতে=নমস্কৃতে। নিবসতি—বাস। উপেন্দ্র=বিষ্ণু। তে—তব

২। সৌরভিতে=সৌরভ শালিনি। সৌধরতে—অট্টালিকাস্থিতে।

৩

অমরগণে বর-বর্ষিণি, দুর্দ্ধর-দুর্ম্মুখ-মর্ষিণি, হর্ষিণি হে,
সুর-রিপু-শোষিণি, বাসব-তোষিণি, সঙ্কট-মোক্ষিণি,
সিন্ধুসুতে।
জগজ্জন-পোষিণি, শঙ্কর-তোষিণি, পাপ-বিশোষিণি,
ঘোষিণি হে,
জয় জয় মা, মহিষাসুর-নাশিনি, শম্ভু-বিলাসিনি শৈলসুতে।

৪

তুমি শত-খণ্ডিত অন্ধক-দেহ করেছ, বিতুণ্ডিত শুণ্ড তথা,
তব রিপু-গণ্ড-বিখণ্ডন-সক্ষম সিংহ, তবাদ্ভুত-যুদ্ধ-সখা।
নিজ ভুজদণ্ড-বিনাশিত চণ্ড, মহাসুর-মুণ্ড-নিপাতকৃতে,
জয় জয় মা, মহিষাসুর-নাশিনি, শম্ভু-বিলাসিনি শৈলসুতে

৫

বহুবিধ-পুষ্প-বিভূষিত-দেহ হয়ে, তব কান্তি কিবা পরমা,
কমল করে ধরি, রাজিছ সুন্দরি, চন্দ্রকলা-যুত তে সুষমা।
নয়ন-কটাক্ষ-যুতে, ভ্রমরাবৃত-পাণিতলে, অরুণাসুরহে,
জয় জয় মা, মহিষাসুর-নাশিনি, শম্ভু-বিলাসিনি, শৈলসুতে

৩। দুর্দ্ধর দুর্মুখ প্রভৃতি মহিষাসুরের সেনানী।
ঘোষিণি = শিবারুতি কারিণি।
৪। অন্ধক = গজদেহধারী তন্নামক অসুর।
৫। সুষমা—শোভা। ভ্রমরাবৃত-পাণিতলে = ভ্রামরীমূর্ত্তিতে।
অরুণাসুরহে = অসুর-নাশিনি।

৬

সুর-মহিলাগণ-পূজা, সনাতনি, নৃত্যপরে, সমরোৎসবিকে,
ধুধু কুট ধুক্কট ধুক্কট তাল সমন্বিত গীতক গানক্বতে।
তি রি কি টি তাক্ তিরি খিন্ তক ধিদ্ধি মৃদঙ্গ-বিনিঃসৃত
বোলযুতে,
জয় জয় মা, মহিষাসুর-নাশিনি, শম্ভু-বিলাসিনি, শৈলসুতে ॥

৭

জয় জগদম্ব, মহাসুর সঙ্ঘ নিপাতন-কীর্ত্তন-নৃত্যকৃতে,
ঝিণি ঝিণি ঝীণি ঝিণী ঝিণি নূপুর-ঝিঞ্জিত মোহিত-ভূত-
রতে।
বহুবিধ নর্ত্তন-কৌশল-নৃত্যকলা নট-নায়ক-নাট্য-যুতে,
জয় জয় মা, মহিষাসুর-নাশিনি, শম্ভু-বিলাসিনি, শৈলসুতে

৮

সমর মহোৎসব বেশ সুশোভিত, পুষ্পিত আয়ুধ পাণিতলে,
বহুবিধ কুল্ল ফুলে হৃষ্ট ভূষিত মল্লিক-ভল্লিক-মাল-গলে।
রণজয় কৌতুক জন্য সমুল্লসিতাম্বর শঙ্কর-বাহু-যুতে,
জয় জয় মা, মহিষাসুর নাশিনি শম্ভু-বিলাসিনি শৈলসুতে ॥

৭। ঝিঞ্জিত—শিঞ্জিত। ভূত-রতে—প্রমথগণ যুক্তে।
মল্লিক ভল্লিক—পুষ্পনাম।

ক

জয় মধু-ঘাতিনি, কৈটভ-নাশিনি, ব্রহ্ম-বর-প্রদ, তামসি হে,
বহু পশু-সৈন্য-সহায়ক-সৈরিভ-দৈত্য-বিঘাতিনি, রাজসিকে।
জয় জয় ধূম্রক চণ্ডক মুণ্ডক রক্তসমুদ্ভব দৈত্যগণে
দিতি সুত শুম্ভ-নিশুম্ভ-বিনাশিনি, নাশিছ মা তুমি সত্বগুণে

খ

করহ দয়া তব ভক্তজনে, জগদম্ব, কদম্ব-অরণ্য রতে,
প্রণমি পদে তব, শঙ্কর-অন্তর-বাসিনি, মা সব জীব-গতে!
কর করুণা গতিহীন সুতে সুতবৎসল মা, তুমি গো কুশলে,
ভজন করে তব মল্লিক-বংশজ কেশবলালজ কুঞ্জললে॥

ক। সৈরিভ—মহিষ। ধূম্রক—ধূম্রলোচন। রক্তসমুদ্ভব—রক্তবীজ

ওঙ্কার বা প্রণব।

ওঙ্কার সর্ব্বপ্রকার শব্দের আদিভূত বা বীজ। ইহা অব্যক্ত বা ব্যক্ত উভয় রূপেই সমুদ্ভূত হয়। মেঘ গর্জ্জনে, বজ্র-নাদে, প্রবল বাত্যারবে এবং অন্যান্য নৈসর্গিক নির্ঘোষেও এই ওঙ্কার অব্যক্ত ভাবে শ্রুতি গোচর হয়, আবার শঙ্খ ঘণ্টা পটহাদি শুষির ঘন বা আতত বাদ্য যন্ত্রের নিনাদশেষেও ইহা তদ্রূপ অনুভূত হয়। জীবগণের, বিশেষতঃ মনুষ্যের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত পীড়াকালীন কাতরোক্তিতে ক্রোধাবেগের হুঙ্কারাদিতে ও হৃদযোচ্ছাসের আনন্দ-ধ্বনিতে অব্যক্ত ভাবে এই ওঙ্কার অজপা মন্ত্রের ন্যায় সমুত্থিত হয়, অথচ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা ইহা শুদ্ধ ও ব্যক্ত ভাবেও উচ্চারিত হইয়া থাকে। ফলতঃ চরাচর জগতে এই ওঙ্কার পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রে ইহাকে শব্দ-ব্রহ্ম কহে, এবং সর্ব্ব প্রকার স্তব বা মন্ত্রাদি পাঠের পূর্ব্বে ও পরে ইহার উচ্চারণের উপদেশ আছে। মনুষ্যের বাগিন্দ্রিয়ের এক প্রান্ত কণ্ঠ ও অপর প্রান্ত ওষ্ঠদ্বয়। উরোদেশের অভ্যন্তর বায়ুকোষ হইতে সমান-বায়ু উদান গতিতে উত্থান করত বাগিন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে প্রতিহত হইয়া ব্যক্তীভূত শব্দে উচ্চারিত হয়, এবং নাসা-রন্ধ্রের সাহায্যেও এই উচ্চারণের স্বর বিবিধ বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়, অথবা ইহার অব্যক্ত আনুনাসিক নাদ বিস্তৃত হয়। কণ্ঠ হইতে সহজ ও সরলো-

চ্চারিত শব্দ 'অ' এবং ওষ্ঠদ্বয় হইতে তদ্রূপ সহজ ও সরলো-
চ্চারিত শব্দ 'উ'। এতদুভয়ের যোগোচ্চারিত সহজ ও
সরল ব্যক্ত শব্দ 'ও' এবং পরিশেষে নাসারন্ধ্র যোগে ইহাতে
আনুনাসিক নাদ বিস্তার করিলে 'ওং' বা 'ওঁ' এই ব্যক্ত
শব্দ উচ্চারিত হইল। সুতরাং মনুষ্যের বাগিন্দ্রিয় হইতে
যত প্রকার শব্দ বা বাক্যাবলি সমুত্থিত হইতে পারে, সে
সকলের সমাহার সূচক সহজ সরল ও আদি উচ্চারণই এই
শব্দ-ব্রহ্ম-রূপ ওঙ্কার। এই জন্যই শাস্ত্রে ইহা ব্রহ্ম-প্রতি-
পাদক ও পরম মঙ্গলার্থক শব্দ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা—

"ওঙ্কার শ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ, তেন মাঙ্গলিকা বুভৌ॥"

অর্থাৎ, ব্রহ্ম বা বিরাট্ পুরুষের কণ্ঠভেদ করিয়া,
প্রথমতঃ 'ওঁ' ও 'অথ' এই দুই শব্দ উৎপন্ন হয়, এজন্য এই
দুইটি শব্দ পরম মঙ্গল সূচক।

এই শব্দের উচ্চারণ মাত্রেই জ্ঞানিগণের অন্তরে ঈশ্বরের
সত্ত্বা অনুভূত হয়, এবং হৃদয় ভক্তি-রসে আর্দ্র হয়।
সুতরাং ওঙ্কার উচ্চারণেই ব্রহ্মের স্বাভাবিক বা সহজ রূপ
স্তব করা হয়। এজন্য ওঙ্কারের অপর নাম, [প্র পূর্ব্বক
স্তুত্যর্থক নু ধাতু নিষ্পন্ন] 'প্রণব'।

ওঙ্কারের উচ্চারণ প্রণালীতে দেখান হইল যে 'অ'কার'
'উ'কার ও 'ম'কার এই অংশত্রয়ের সমষ্টিতেই ইহার

ব্যুৎপত্তি। সুতরাং এই আদিশব্দের অংশত্রয়ের ব্যষ্টিগত উচ্চারণে ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়, সত্বাদি গুণত্রয়, ঋগাদি বেদত্রয় ভূরাদি লোকত্রয় প্রভৃতি অপরাপর সমস্ত ত্রিতয় বস্তু অভিহিত হইয়া থাকে, এবং এই অংশত্রয়ের সমষ্টি উচ্চারণে এই সকল ত্রিতয় বস্তুর অতীত, তুরীয় অর্থাৎ ব্রহ্মই বাঞ্জিত হয়েন। পুষ্পদন্ত নামক গন্ধর্ব্ব রচিত শিব-মহিম্নঃ স্তোত্রে উল্লিখিত আছে যে,

"ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তী স্ত্রিভুবন মথো ত্রীনপি সুরা-
নকারাদ্যৈ বর্ণৈ স্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণ-বিকৃতি।
তুরীয়ন্তে ধাম ধ্বনিভি রবরুন্ধান মণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্॥"

অর্থাৎ, হে শরণাগত-বৎসল ভগবন্! ওঁ এই পদটি অকারাদি বর্ণত্রয় দ্বারা ব্যস্ত ভাবে, ঋক্ যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয়, উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই স্বরত্রয়, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অন্তঃকরণের এই অবস্থাত্রয়, সৃষ্টি স্থিতি ও সংহৃতি কল্পে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই দেবতাত্রয় প্রভৃতি আপনার সবিকল্প সগুণ স্বরূপের অভিধান মাত্র। এবং ইহার সূক্ষ্ম-বিস্তৃত নাদ সহিত সমস্ত ভাবে আপনার নির্ব্বিকল্প ত্রিগুণাতীত তুরীয় চৈতন্য সত্বারই পরিচায়ক। সুতরাং ওঙ্কারটি এই উভয় প্রকারেই আপনারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

সপ্তশতীর টীকাকার শন্তনু রক্ষণার্থক 'অব' ধাতুর 'ব'কারের সম্প্রসারণে 'উ'কার করিয়া, ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়া পদের বিভক্তিকে 'ম'কারে পরিণত পূর্ব্বক ওঁ শব্দ ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। ইহাতে ব্রহ্মের সৃষ্টি-জাত পদার্থ সকলের অথবা উপাসকগণের রক্ষণ-ধর্ম্মই অভিহিত হইয়াছে মাত্র। তিনি আরও বলেন,

"ও মিত্যনুমতৌ প্রোক্তং প্রথমে বাঙ্প্যপক্রমে।
ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম সর্ব্ব-মন্ত্রাধিদৈবতম্॥"

অর্থাৎ, কোন প্রার্থনায় স্বীকার বা অনুমতি সূচনায় ওঁ পদ ব্যবহৃত হয়, ইহা একাক্ষর ব্রহ্মবাচক শব্দ, এবং সকল প্রকার মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এজন্য সর্ব্বপ্রকার স্তব মন্ত্রাদি পাঠের পূর্ব্বে ও সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম্যানুষ্ঠানের উপক্রমে ইহার উচ্চারণ বিধেয়।

সপ্তশতীর মূল ও অঙ্গ মন্ত্রাদিতে এজন্য ইহার বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওআ যায়। গীতা শাস্ত্রেও উক্ত আছে, যে—

"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণ স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
.. ..
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্ম-বাদিনাম্॥"

অর্থাৎ 'ওঁ' 'তৎ' ও 'সৎ' এই তিনটি শব্দই ব্রহ্ম-

প্রতিপাদক। এজন্য ব্রহ্মবাদী জ্ঞানী পুরুষেরা বিধি-পূর্ব্বক যজ্ঞ দান তপস্যা প্রভৃতি কার্য্যানুষ্ঠানে ওঁ শব্দের উচ্চারণ করত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েন।

ওঁ শব্দের অন্যতম মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছেন,

"ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মা মনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম॥"

অর্থাৎ, মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-প্রতিপাদক একাক্ষর বিশিষ্ট ওঁ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ-ত্যাগ করিতে পারে, তাহার পরম গতি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্তি হয়।

ভূতপঞ্চক।

সাংখ্য শাস্ত্রানুসারে প্রকৃতির ক্রম-বিকাশ বর্ণনে উক্ত আছে, যে অহঙ্কারতত্ত্বের তামসিক বিকারেই ইদঙ্কার বা তন্মাত্রের উদয় হইয়াছে। জ্ঞানের সাক্ষাৎ গোচর নয় বলিয়াই, ইহার বিকাশ তামসিক, এবং ইহা হইতেই স্থূলভূত ও প্রপঞ্চ জগৎ সৃষ্ট হয় বলিয়াই ইহার নাম ইদঙ্কার বা তন্মাত্র। এই তন্মাত্রের অপর নাম সূক্ষ্ম-ভূত বা মহাভূত। ইহা পঞ্চ প্রকার;

১। শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দগুণের কারণভূত শুদ্ধ-কম্পন-বিশিষ্ট তন্মাত্রের নাম আকাশ।

২। ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্পর্শগুণের কারণভূত সরল-গতি-বিশিষ্ট তন্মাত্রের নাম বায়ু।

৩। দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আলোকাদি রূপ-গুণের কারণভূত আণবিক-কম্পনাদি-বিশিষ্ট তন্মাত্রের নাম তেজঃ।

৪। আস্বাদনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রস-গুণের কারণভূত পারমাণবিকী প্রক্রিয়া-বিশিষ্ট তন্মাত্রের নাম জল।

৫। ঘ্রাণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গন্ধ-গুণের কারণভূত বিস্তরণ বিশিষ্ট তন্মাত্রের নাম ক্ষিতি।

সূক্ষ্মাবস্থায় তন্মাত্রনিচয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারে না, কিন্তু তাহারা যখন পরস্পরে মিলিত বা মিশ্রিত হইয়া সমবেত বা স্থূল ভাবে পরিণত হয়, তখনই তাহারা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়। এবং তখন তাহাতে যে তন্মাত্রের আধিক্য থাকে, তাহাকে তন্নামক স্থূল-ভূত বলিয়া উপলব্ধি হয়। তখন এই বিবিধ মিশ্রণে অসংখ্য প্রকার স্থূল-ভূত হইতেই ভাবী প্রপঞ্চ জগতের উৎপত্তি হইতে থাকে। তন্মাত্রাবস্থায় বা স্থূল ভূতাবস্থায় আকাশের বীজ 'হ', বায়ুর বীজ 'য', তেজের বীজ 'র', জলের বীজ 'ব', এবং ক্ষিতির বীজ 'ল'। অর্থাৎ, 'হ' বলিলে শব্দগুণ বিশিষ্ট আকাশকে বুঝায়, ইত্যাদি।

হ্রীং বা শক্তি-বীজ।

'হ' 'র' ও 'ঈ' মিলিত ও নাদ-সংযুক্ত হইয়া হ্রীং বীজ উদ্ভূত হইয়াছে। 'হ'কার আকাশের বীজ, ও 'র'কার তেজের বীজ, এবং 'ঈ' প্রকৃতি-রূপা স্ত্রী মূর্ত্তির পরিচায়িকা। সুতরাং হ্রীঙ্কারের অর্থ এই, যে যিনি অনন্ত আকাশে ওত-প্রোত ভাবে বর্ত্তমানা, ও অখিল শক্তির আধারভূতা, এবং যিনি সমস্ত জগতের জননী-রূপা মূলা প্রকৃতি, সেই মহামায়া দুর্গা বা ত্রিগুণাত্মিকা মহালক্ষ্মী দেবী। ইহাকে দুর্গাবীজ, মায়াবীজ, শক্তিবীজ, হৃল্লেখা প্রভৃতি কহে। সপ্তশতী চণ্ডীর দ্বিতীয় মন্ত্র বা প্রথম শ্লোক হইতে এই বীজটি উদ্ধৃত হয়, যথা।—

"সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতে ঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্ গদতো মম॥"

ইহার অর্থ এই যে, 'য'কার হইতে যাহা অষ্টম বর্ণ, সেটি 'হ'কার। দিনান্তে সূর্য্যদেব স্বীয় তেজ অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, অর্থাৎ সন্ধ্যার পর হইতে অগ্নির দীপ্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে, এজন্য অগ্নি যেন পুত্রবৎ পৈত্রিক ধনের অধিকারী হয়েন, অতএব অগ্নিকে সূর্য্যতনয় কহা যায়। 'র'এই সূর্য্য তনয় অগ্নির বীজ বা পরিচায়ক। ত্রিগুণা প্রকৃতি লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণা, এজন্য প্রকৃতিকে সবর্ণা কহা যায়। আবার স্ত্রীতা প্রত্যয় 'ঈ'কার এই প্রকৃতি-সম্ভূত বলিয়া, সাবর্ণি

শব্দে 'ঈ' হইল। জলমণ্ডলে সূর্য্য-কিরণ পতিত হইয়া চন্দ্ররূপে প্রতিভাত বা পরিণত হয়, এজন্ত চন্দ্রকেও সূর্য্য-তনয় কহা যায়। সুতরাং পুনরাবৃত্তিক্রমে 'সূর্য্যতনয়' শব্দে চন্দ্র বা বিন্দুও হইল। এইরূপে 'হ' 'র' 'ঈ' ও বিন্দু যোগে যে 'হ্রীং' মন্ত্রটি উৎপন্ন হইল, তদাত্মক দেবীর উৎ-পত্তি বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। অতএব এই প্রথম শ্লোকের অর্থ হইতে অবধারিত হইল যে মহা-লক্ষ্মী চণ্ডী দেবী হ্রীং-বীজা। 'হ'কার একটি উষ্মবর্ণ, ইহার স্থানে অন্যতম উষ্মবর্ণ মঙ্গলবাচক 'শ'করিলে মন্ত্রটি 'শ্রীং' হয়, এবং তখন ইহা লক্ষ্মীদেবীর বীজ হয়।

ঐং বা বাগ্বীজ।

ঋগ্বেদের আদ্যমন্ত্র "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি। সুতরাং ইহার আদ্য বর্ণ 'অ'। সামবেদের আদ্যমন্ত্র "অগ্ন আযাহি বীতযে" ইত্যাদি, সুতরাং ইহারও আদ্যবর্ণ 'অ'। যজুর্বেদের আদ্যমন্ত্র "ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা" ইত্যাদি, সুতরাং ইহার আদ্যবর্ণ 'ই'। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আদ্যবর্ণদ্বয়ের যোগে 'এ' হইল, এবং প্রথম আদ্যবর্ণের সহিত এই 'এ'কার যুক্ত হইয়া 'ঐ' হইল। সুতরাং এই 'ঐ' পদ ঋক্ সাম ও যজু-র্বেদের সমাহার সূচক হইল। অথর্ব্ব বেদের আদ্য মন্ত্র

"শং নো দেবী রভীষ্টয়ে' ইত্যাদি, সুতরাং ইহার আদ্যবর্ণ অনুস্বার নাদান্ত। পূর্ব্বোক্ত 'ঐ' পদে এই অনুস্বার নাদ যোগ করিলে, 'ঐং' মন্ত্র উদ্ধৃত হইল, এবং তখন ইহা বেদ-চতুষ্টয়ের সমাহার সংজ্ঞা হইল। এই জন্য ইহাকে বাক্ বা সরস্বতী দেবীর বীজ কহে। সপ্তশতীর তাৎপর্য্য ও রহস্য মধ্যে উক্ত হইয়াছে যে মহাকালী দেবী বাহিরাবরণে তামসী, ও অভ্যন্তরে সাত্ত্বিকী বা জ্ঞান-রূপিণী, এই জন্য এই বাগ্‌ভব ঐং বীজে মহাকালী দেবীই ব্যঞ্জিত হয়েন। এই 'ঐং' বীজও সপ্তশতীর পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় মন্ত্র হইতে উদ্ধৃত হয় যথা, 'নঃ' অর্থাৎ 'ঈ'কারের পর হইতে যে অষ্টম স্বর, সেটি 'ঐ'। এবং পূর্ব্ববৎ 'সূর্য্যাতনয়' অর্থাৎ চন্দ্র বা বিন্দু। এতদুভয় যোগে যে 'ঐং' পদ সিদ্ধ হইল তদাত্মিকা প্রকৃতি-রূপা যে মহাকালী দেবী তাঁহার উৎপত্তি বিষয় শ্রবণ কর। অতএব এই প্রথম শ্লোকের অর্থ হইতে অবধারিত হইল, যে মহাকালী চণ্ডী দেবী ঐং-বীজা।

ক্লীং বা কামবীজ।

'ক' 'ল' ও 'ঈ' মিলিত ও নাদ-সংযুক্ত হইয়া 'ক্লীং' বীজ উৎপন্ন হয়। কামধেনু তন্ত্রে 'ক'কারের বিবিধ অর্থ ব্যাখ্যান মধ্যে উল্লিখিত আছে, যে—

"ককারাজ্জাযতে সর্ব্বং কামং কৈবল্য মেবচ।
অর্থশ্চ জাযতে দেবি তথা ধর্ম্মশ্চ নান্যথা ॥
ককারঃ কামদা কাম-রূপিণী স্ফুরদব্যযা।" ইত্যাদি।

ইহার অর্থ এই যে, 'ক'কার হইতে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ উৎপন্ন হয়। ইহা কাম রূপিণী, সর্ব্ব-কাম-প্রদায়িনী এবং অক্ষয়ানন্দস্বরূপা, ইত্যাদি। 'ল'কার গন্ধগুণের কারণ-ভূত বিস্তরণ-বিশিষ্ট ক্ষিতি-তন্মাত্রের বীজ। এবং 'ঈ' প্রকৃতি-রূপা স্ত্রী মূর্ত্তির পরিচায়িকা। সুতরাং ক্লীং পদের অর্থ এই যে, যত প্রকার পার্থিব সুখ আছে, এবং তদতিরিক্ত যত প্রকার সূক্ষ্ম ও অনির্ব্বচনীয় সুখ আছে, তাহার কামনা জন্য যিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষসম্ভূত অনীর্ব্বচনীয় সুখ ও পরম আনন্দ দান করেন, তিনি সেই আনন্দময়ী মূল-প্রকৃতি-রূপা মহাসরস্বতী দেবী। ইহাকে এজন্য কাম-বীজ কহে। 'ল'কারের সহিত 'র'কারের উচ্চারণ-গত ঐক্য থাকায় এই 'ল'কার স্থানে তেজো-বীজ 'র' করিলে, বীজটি 'ক্রীং' রূপে পরিণত হয়, এবং তখন ইহাকে কালীদেবীর বীজ কহে। বস্তুতঃ সপ্তশতীর তাৎপর্য্যে ও রহস্যে উক্ত

হইয়াছে, যে কালীদেবী তামসিক কৃষ্ণা মূর্ত্তিতে অমঙ্গল সকল তিরোহিত করিলে, স্বতঃ সুখ মঙ্গল ও আনন্দের উদয় হয়। এজন্য মহাসরস্বতী দেবীর অভ্যন্তর মূর্ত্তি তামসা হইলেও, বহির্মূর্ত্তিতে তিনি শুভ্রা বা সাত্বিকী। অতএব তিনিই সর্ব্বানন্দের ও সর্ব্বসুখের আকর-ভূতা, এজন্য ক্লীং বাক্যে সেই মহাসরস্বতী দেবীই বাঞ্জিত হয়েন।

এই 'ক্লীং' বীজও সপ্তশতীর পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্লোক হইতে উদ্ধৃত হয়, যথা 'সো মনুঃ' অর্থাৎ 'ঈ'কার হইতে মনু বা চতুর্দ্দশ বর্ণ। ষোড়শ স্বরবর্ণ মধ্যে ঈকারটী তৃতীয়, সুতরাং তৃতীয় হইতে অন্তিম স্বরবর্ণে ত্রয়োদশটি বর্ণ হইল, এবং তৎপরে ব্যঞ্জন বর্ণের প্রথমটি, অর্থাৎ 'ক'কারটিই চতুর্দ্দশ বর্ণ। এবং 'দত্তো মম' ইহার অর্থ 'দ'কারের পর হইতে মদ্বয় বর্ণ। 'ম'কার পবর্গের পঞ্চম বর্ণ বলিয়া, 'ম' কারে পঞ্চ সংখ্যা ব্যঞ্জিত হইল, অথবা প্রসিদ্ধ "পঞ্চ মকার" হইতেও 'ম'কারের সংখ্যা পঞ্চ হইল। সুতরাং মদ্বয়ে দশ সংখ্যা বুঝিতে হইবে। 'দ'কারের পর হইতে দশম বর্ণ 'ল'কার। পূর্ব্ববৎ 'সাবর্ণি' ও 'সূর্য্যতনয়' পদ-দ্বয়ে 'ঈ'কার ও বিন্দু বুঝিতে হইবে। অতএব শ্লোকটির ভাবার্থ এই যে, 'ক' 'ল' 'ঈ' ও বিন্দুযুক্ত 'ক্লীং' মন্ত্রাত্মিকা মহাসরস্বতী দেবীর উৎপত্তি বিষয় শ্রবণ কর। সুতরাং অবধারিত হইল, যে মহাসরস্বতী দেবী ক্লীং-বীজা।

রহস্য তন্ত্রোক্ত গুরুকীলক।

ভগবান্ শঙ্কর বলিতেছেন, হে নিষ্কলঙ্ক শ্রোতৃবর! আমি বহুপূর্ব্বে এই কীলক বিষয়ক উপদেশটি সনৎকুমারকে প্রদান করিয়াছিলাম; সনৎকুমার সম্বর্ত্তকে, এবং সম্বর্ত্ত অন্যান্য জনকে তাহা প্রদান করিয়াছেন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র চণ্ডী-স্তোত্র পাঠের প্রাচুর্য্য, এবং তদ্দ্বারা অনুষ্ঠীয়মান কার্য্যের আশু সিদ্ধিলাভ বশতঃ, ব্রহ্মকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড ও তন্ত্রকাণ্ড শাস্ত্র সকল এক সময় নিতান্ত প্রতিহত হইয়া অপ্রচলিতপ্রায় হইয়াছিল। তজ্জন্য ধরাতলে সেই সকল শাস্ত্রের সার্থক্য সম্পাদন কামনায়, আমি দান-প্রতিগ্রহ নামক অনুষ্ঠান দ্বারা এই সপ্তশতী মন্ত্রমালাকে কীলকিত করিয়াছি। সেই দান-প্রতিগ্রহ নামক অনুষ্ঠানই কীলক নামে অভিহিত হয়। সেই পর্য্যন্ত এই সপ্তশতী মন্ত্রমালা কীলক দ্বারা কীলিত হইয়াছে। সুতরাং কীলক-পরাঙ্মুখ ব্যক্তি সকলের চণ্ডী-পাঠ মাত্রেই ইষ্ট-সিদ্ধি লাভ হয় না। কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধা ও আনন্দ সহকারে বক্ষ্যমাণ কীলকের সহিত এই মন্ত্রমালা পাঠ করেন, তাঁহাদিগের প্রতি দেবী প্রসন্না হয়েন, এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগের সর্ব্ব-প্রকার সমৃদ্ধি লাভ হয়।

সেই কীলকটি এই। "হে দেবি! আমি তোমা হইতেই প্রসূত হইয়াছি, তুমি আমাকে যে আজ্ঞা প্রদান কর, আমি

তদাজ্ঞাপরায়ণ হইয়া তৎপালন জন্য তোমারই দাস হইয়া রহিয়াছি। আমি সর্ব্বদা তোমারই নাম চিন্তা করিয়া থাকি, এবং তোমারই কার্য্যে সর্ব্বদা নিয়োজিত রহিয়াছি। হে পরমেশ্বরি আমি রাজ্য বল কোষ গৃহ সৈন্য প্রভৃতি অপর যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছি, সে সকল তোমারই নিজস্ব ধন, সুতরাং আমি এ সমস্ত তোমারই আজ্ঞাধীন করিতেছি, তুমি ইহাদিগকে যে প্রকারে নিয়োজিত করিবে, আমি তাহারই অনুবর্ত্তী হইব, এবং তুমি আমাকে যাহা করিতে আজ্ঞা করিবে, আমি তাহাই পালন করিব।"

স্বোপার্জ্জিত ধন সম্বন্ধে মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করত, সমাহিত চিত্তে কৃষ্ণ-পক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে সেই সমস্ত স্বোপার্জ্জিত ধন এই বলিয়া মহাদেবীকে সমর্পণ করিবে, যে "হে দেবি! রাষ্ট্র বল কোষ গৃহ প্রভৃতি যে সমস্ত নূতন নূতন বিষয় আমি এই মাসে উপার্জ্জন করিয়াছি, সে সকল আমি তোমাকে সমর্পণ করিলাম।" অনন্তর, ধ্যানযোগে অনুভব করিতে হইবে, যেন দেবী প্রসন্না হইয়া সেই সমস্ত ধন পুনরায় সেই ভক্তকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন ভক্ত সেই সকল বিষয় প্রতিগ্রহণপূর্ব্বক, তাহাদিগকে পঞ্চ অংশে বিভাগ করত, অংশত্রয় নিজের প্রয়োজন মত ব্যবহার করিবে। পরে এক অংশ দেবার্চ্চনা পিতৃযজ্ঞ ও অতিথি-সেবায় ব্যয় করত, অবশিষ্ট অংশ গুরুকে দান

করিবে। স্বোপার্জ্জিত ধনের এবম্প্রকার ব্যবহার করিলে, ভগবতী সুপ্রসন্না হয়েন, এবং তাহা হইলেই পর্ব্বকালে সমুদ্র-জলের স্ফীতির ন্যায় তাহার উপার্জ্জিত রাজ্য বল সৈন্য কোষ প্রভৃতির উত্তমরূপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাহার লক্ষ্মীশ্রী জন্মে, সে নানাবিধ রত্নের অধিকারী হয়।

অনন্তর, সপ্তশতীর নিষ্কর্ষরূপ নবাক্ষর বা নবার্ণ মন্ত্রকে জীবব্রহ্মের ঐক্যতা সম্পাদক আশ্রয়-স্বরূপ, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বৈদান্তিক মহাবাক্য সকলের সার-ভূত এবং পুনঃ পুনঃ সংসারাবর্ত্তন-রূপ ব্যাধির মহৌষধ জানিয়া এই সংকল্প কর্ত্তব্য, যে, "আমি যাবজ্জীবন সপ্তশতী মন্ত্র-মালা জপ করিব, এবং কদাপি প্রমাদ-বশতঃ তাহা হইতে বিরত হইব না।"

অতঃপর, পূর্ব্বোক্ত দান-প্রতিগ্রহ কার্য্য আরম্ভ করত, নবার্ণ মন্ত্র জপের সহিত সপ্তশতী পাঠ করা বিধেয়। যে ব্যক্তি তাহা না করে, সে বিনষ্ট হয়। "ব্রহ্মকে আমি পরিত্যাগ করি না, ব্রহ্মও আমাকে পরিত্যাগ করেন না, তিনি আমার অপরিত্যজ্য হইয়া থাকুন," বেদান্ত বাক্যের ও ছান্দোগ্য উপনিষদের এবম্ভূত উপদেশের ন্যায় উক্ত প্রকারে সপ্তশতী পাঠ আরম্ভ করিয়া, আর তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি এইরূপে সপ্তশতী পাঠ করে, তাহার বংশে কখন কোন অব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে

না, এবং যতকাল পৃথিবী বর্ত্তমান থাকে, ততকাল তাহার বংশে দারিদ্র্য দুঃখের উদয় হয় না।

পরিশেষে, প্রতিবৎসর শরৎকালে ও বর্ষারম্ভে বসন্তকালে দেবীর নব-রাত্রিকী পূজা করা বিধেয়। ইহাতে দেবাসুরেরও সুদুর্লভ সুখ সমূহ লাভ করা যায়, এবং অন্যান্য কল্যাণ জনক বস্তুও ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত ও উপচিত হইতে পারে।

এক্ষণে আমি এই সকল যাহা বলিলাম, তাহা সত্য, সত্য, পরম সত্য বলিয়া জানিবে, এবং যত্নপূর্ব্বক ইহা গোপন করিয়া রাখিবে। কোন ব্যক্তি মহাপুণ্য বশতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুত্র-রত্ন লাভ করিলে, তাহাকেই এই অমূল্য উপাদেশ প্রদান করিবে। যদৃচ্ছাক্রমে অন্য কাহাকে প্রদান করিলে দেবগণ তাহাকে অভিশপ্ত করেন, সন্দেহ নাই।

চণ্ডী পাঠের বিবিধ বিধি।

ভূমিকায় উল্লিখিত চণ্ডীপাঠের ক্রম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উপক্রম ও উপসংহার সহিত সপ্তশতী চণ্ডীর এই যে অনুবাদ খণ্ড প্রস্তুত হইল, তাহারই সংস্কৃত মূল পাঠ্য-খণ্ডে বিশেষরূপে সঙ্কলিত হইয়াছে। এবং নিত্য ও নিষ্কাম উপাসনায় তাহাই সাধারণতঃ পাঠ্য। কিন্তু প্রয়োজন ঘটনা বা অবস্থা ভেদে শান্তিক পৌষ্টিক আভিচারিক প্রভৃতি নৈ-

মিত্রিক ও সকাম উপাসনায় তন্ত্রাদি শাস্ত্রমতে এতৎ পাঠের যে বিবিধ ও বিলক্ষণ বিধি ও উপদেশ আছে, সে সকল রহস্য খণ্ডে সম্যক্ সঙ্কলিত হইয়াছে। পাঠকগণের অনায়াস-বোধ-সৌকর্য্যার্থ এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইতেছে।

ডামর তন্ত্রে উক্ত আছে, যে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক কোন মন্ত্র পাঠ বা জপ করিলে, প্রণবটি সেই মন্ত্রের শিরঃ-স্বরূপ হয়। এবং উহার পশ্চাদ্-যোজিত 'নমঃ' 'স্বাহা' প্রভৃতি মন্ত্র পদকে সেই মন্ত্রের পল্লব বা বাসঃ-স্বরূপ কহে। শিরঃ-পল্লব সহিত উচ্চারিত হইলে মন্ত্র সকল সর্ব্ব-কাম-প্রদ হয়।

শান্তি পুষ্টি বা প্রণিপাত কর্ম্মে মন্ত্র সকলের অন্তে 'নমঃ' পদ, বৎসাকর্ষণ ও হোম কর্ম্মে 'স্বাহা' পদ, মন্ত্র ভঞ্জন ঘোর বিপত্তিনাশন ও গ্রহ-বাধা-শান্তি করণে 'বষট্' পদ, এবং উচ্চাটনাদি অভিচারিক কার্য্যে 'ফট্' পদ পল্লবিত করা বিধেয়। সপ্তশতীর মন্ত্র সকলও তত্তৎকার্য্যে এবংবিধ শিরঃ-পল্লব-যোগে পাঠ করা বিধেয়।

কোন মন্ত্রের পূর্ব্বে ও অন্তে অন্য কোন মন্ত্র পাঠ করিলে, সেই পর মন্ত্রদ্বয় পূর্ব্ব মন্ত্রটির সম্পুট বা কৌটা-স্বরূপ হয়, এবং মূল মন্ত্রটি পর-মন্ত্রদ্বয় দ্বারা সম্পুটিত হয়। সপ্তশতীর প্রতিমন্ত্র এইরূপ কোন মন্ত্র দ্বারা সম্পুটিত করিয়া পাঠ করিলে, তাহাকে সপ্তশতীর সম্পুট পাঠ কহে।

কাত্যায়নী তন্ত্রে নৈমিত্তিক বা সকাম উপাসনায় বিবিধ মন্ত্র দ্বারা এইরূপ বহুতর সম্পুট পাঠের উপদেশ আছে। যথা—

মন্ত্র-সিদ্ধি জন্য সপ্তশতীর প্রতিমন্ত্রকে প্রণব সম্পুটিত করিয়া পাঠ করা বিশেষ।

শীঘ্র সিদ্ধি লাভ জন্য প্রণব ও ব্যাহৃতি ত্রয়ে অনুলোম ও বিলোম ক্রমে সপ্তশতীর সম্পুট-পাঠ কর্ত্তব্য। অথবা, সপ্তশতীর মন্ত্র সকলকে প্রথমে অনুলোম ক্রমে, দ্বিতীয় বার বিলোম ক্রমে, এবং তৃতীয় বার পুনরায় অনুলোম-ক্রমে পাঠ বিধেয়। অথবা, দীপাগ্রে প্রতিমন্ত্র পাঠের পর নমস্কার করা উচিত। কিংবা, অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে প্রথম চরিত্রের মন্ত্র সকলকে "ওঁ হ্রোং নমঃ" এই মন্ত্রত্রয়ে, মধ্যম চরিত্রের মন্ত্র সকলকে "ওঁ হ্রীং নমঃ" এই মন্ত্রত্রয়ে, এবং উত্তম চরিত্রের মন্ত্র সকলকে "ওঁ ক্লীং নমঃ" এই মন্ত্রত্রয়ে, সম্পুট পাঠ বিধেয়।

সর্ব্ব কামনা ও সর্ব্ব কার্য্যের সিদ্ধি জন্য এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানের কোন একটি কর্ত্তব্য।

১। প্রতি মন্ত্রের পূর্ব্বে "জাতবেদসে সুনবাম সোমং" ইত্যাদিক বৈদিক ঋচ্‌টি পাঠ। ঋচ্‌টির অর্থ এইরূপ; বিশ্বজাত প্রাণিবর্গের অন্তর্যামী, ও তাহাদিগের দ্বারা জ্ঞায়মান অগ্নি-দেবতাকে সোম-রস নিবেদন করি। নৌকা যেমন গ্রাহ-সঙ্কুল ও দুস্তর জলধি হইতে নিস্তার করে,

তেমনি তিনি আমাদিগের অরাতিবর্গকে ভস্মীভূত করুন, এবং আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি হইতে অতিক্রান্ত করুন।

২। সপ্তশতীর ৫৮৭ সংখ্যক, অর্থাৎ "শরণাগত দীনার্ত্ত" ইত্যাদিক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট চণ্ডীপাঠ।

৩। সপ্তশতীর ৩৪০ সংখ্যক মন্ত্রের চরমার্দ্ধ, অর্থাৎ "করোতু সা নঃ" ইত্যাদিক মন্ত্রার্দ্ধ দ্বারা সম্পুট পাঠ।

৪। সপ্তশতীর ২৫১ হইতে ২৫৪ সংখ্যক পর্য্যন্ত, অর্থাৎ "ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং" ইত্যাদি ও "ভবেথাঃ সর্ব্বদাহ্‌স্বকে" ইত্যন্ত মন্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা সম্পুট পাঠ।

৫। সপ্তশতীর ৫৭৮ সংখ্যক, অর্থাৎ "দেবি প্রপন্নার্ত্তি-হরে" ইত্যাদিক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ। অথবা, শুদ্ধমাত্র এই মন্ত্রেরই লক্ষ অযুত সহস্র বা শত সংখ্যক জপ।

৬। এক চল্লিশ দিবস কামবীজ সম্পুটিত ও ত্রিরাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ।

স্বাভীষ্ট বরপ্রাপ্তির জন্য, সপ্তশতীর ৩৪০ সংখ্যক মন্ত্রের চরমার্দ্ধ, অর্থাৎ "করোতু সা নঃ" ইত্যাদিক মন্ত্রার্দ্ধ, অথবা, সর্ব্বান্তিম অর্থাৎ "এবং দেব্যা বরং লব্‌ধ্বা" ইত্যাদিক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ।

পুনঃ স্বরাজ্য-লাভ জন্য সপ্তশতীর ৬৮৭ সংখ্যক, অর্থাৎ "ততো বব্রে নৃপো রাজ্যং" ইত্যাদিক মন্ত্রের লক্ষ জপ।

ঋণ-পরিহার জন্য অথর্ব্ব বেদোক্ত "অনৃণা অস্মিন্" ইত্যাদিক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ। বৈদিক মন্ত্রটির অর্থ এই ;—হে অগ্নি-দেবতে! আমি আপনার প্রসাদে, ইহ-লোকে যেন উত্তমর্ণ হইতে গৃহীত ধন-ধান্যাদি লৌকিক ঋণ এবং ব্রহ্মচর্য্যরূপ ঋষি-ঋণ, যজ্ঞাদিরূপ দেব-ঋণ, ও অপত্যোৎপাদন রূপ পিতৃ-ঋণ, এই ত্রিবিধ বৈদিক ঋণ হইতে মুক্ত হই। পরলোকে এই স্থূল দেহ পরিত্যাগের পর সূক্ষ্ম দিব্য দেহে যেন পূর্ব্বকৃত সুকৃতি সমূহের ফলভোগোপযোগী স্বর্গাদি স্থানেও ঋণ-মুক্ত হই, সেখানে যেন আমার সুকৃতি-ফল ভোগের কোন প্রকার প্রতিবন্ধক না জন্মে। এবং স্বর্গাদি হইতে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠতর নাক-পৃষ্ঠাদি তৃতীয় লোকেও যেন আমি ঋণ-মুক্ত হইয়া থাকি। পরন্তু দেবযান ও পিতৃ-যান নামক স্থান সকলে এবং তত্তৎ স্থানের মার্গ সকলেও যেন আমি ঋণ-মুক্ত হইয়া অপ্রতিহত ভাবে গমন করিতে পারি।

লক্ষ্মী-প্রাপ্তি জন্য বৈদিক "কাং সোস্মিতাং" ইত্যাদিক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ, অথবা একোন পঞ্চাশৎ দিবস প্রতি-দিন "শ্রীং" বীজ সম্পুটিত ও পঞ্চদশাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ। বৈদিক মন্ত্রটির অর্থ এই ;—যিনি হর-পার্ব্বতী দর্শনে বিনোদ হাস্যবতী হয়েন ও যিনি তৃপ্তা হইলে ভক্তজনের প্রতি দয়ার্দ্র-হৃদয়া হইয়া তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন, সেই স্মেরাননা

বাক্য-মনের অগোচরা ব্রহ্মরূপা দেদীপ্যমানা হিরণ্যাভা কমলবর্ণা কমলাসনাসীনা লক্ষ্মী দেবীকে মদ্‌গৃহে বিরাজ জন্য আমি সাকাঙ্ক্ষচিত্তে আহ্বান করি।

বাগ্বৈকৃত-নাশ জন্য সপ্তশতীর ৩৭৫ সংখ্যক, অর্থাৎ "ইত্যুক্তা সা ভগবতী" ইত্যাদিক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ, অথবা ঐ মন্ত্রের স্বতন্ত্র জপ।

বিদ্যা-প্রাপ্তি জন্য উক্ত ৩৭৫ সংখ্যক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ, বা ঐ মন্ত্রের স্বতন্ত্র জপ। অথবা বাগ্বীজ সম্পুটিত শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ।

বালগ্রহ-শান্তি জন্য সপ্তশতীর ৬০২ সংখ্যক, অর্থাৎ "হিনাস্তি দৈত্য-তেজাংসি" ইত্যাদিক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ, এবং দীপদান, বলিদান ও ঘণ্টাবাদন।

সকল রোগ-নিবারণ জন্য সপ্তশতীর ৬০৪ সংখ্যক, অর্থাৎ "রোগানশেষা নপহংসি তুষ্টা" ইত্যাদিক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ, অথবা ঐ মন্ত্রের স্বতন্ত্র জপ।

অপমৃত্যু-নিবারণ জন্য সপ্তশতীর ২৪১ সংখ্যক, অর্থাৎ "শূলেন পাহি নো দেবি" ইত্যাদিক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ, অথবা উক্ত মন্ত্রের লক্ষ অযুত সহস্র বা শত বার জপ। অথবা বৈদিক "ত্র্যম্বকং" মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ, বা কেবল মাত্র এই মন্ত্রের পৃথক্ জপ। উক্ত "ত্র্যম্বকং" মন্ত্রের অর্থ এই ;— সেই দিব্যগন্ধানুলিপ্ত, ধন-ধান্যাদির পুষ্টি বর্দ্ধয়িতা ত্র্যম্বক

শঙ্করের পূজা করি। এবং কর্কটি ফল সুপক্ক হইলে যেমন সে বৃন্ত-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ তৎপ্রসাদে অপমৃত্যু ও সংসার-মৃত্যু হইতে যেন মুক্ত হই, এবং অমৃতরূপ স্বর্গসুখ ভোগ হইতে যেন কদাপি ভ্রষ্ট না হই।

মহামারী-শান্তি জন্য সপ্তশতীর ৬৩০ সংখ্যক, অর্থাৎ "ইত্থং যদা যদা বাধা" ইত্যাদিক মন্ত্রের জপ।

সর্ব্ব প্রকার বাধা ও আপদ্ নিবারণ জন্য বক্ষ্যমাণ অনুষ্ঠান সকলের মধ্যে কোন একটি কর্ত্তব্য।

১। সপ্তশতীর ২৩৪ সংখ্যক, অর্থাৎ "দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতি" ইত্যাদিক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ।

২। উক্ত মন্ত্র মাত্রের লক্ষ অযুত সহস্র বা শত সংখ্যক জপ।

৩। উক্ত মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে ও চরমার্দ্ধে সম্পুটিত বৈদিক "যদন্তি যচ্চ দূরকে" এই ঋচ্ টীর লক্ষ অযুত সহস্র বা শত সংখ্যক জপ। ঋচ্ টির অর্থ এই ;—হে পবমান সোম ! এই যজ্ঞে বা এই লোকে আমার জন্য যে ভয় নিকটে বা যে ভয় দূর দেশে আছে, আপনি সে ভয় বিদূরিত করুন।

৪। সপ্তশতীর ৬১৪ সংখ্যক, অর্থাৎ "সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং" ইত্যাদিক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ, বা এই মন্ত্রেরই লক্ষ জপ।

৫। সপ্তশতীর ৬৫৯ সংখ্যক, অর্থাৎ "সর্ব্বাবাধাসু

ঘোরাস্থ” ইত্যাদিক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ, বা এই মন্ত্রেরই লক্ষ জপ।

৬। সপ্তশতীর ৬৪৩ সংখ্যক, অর্থাৎ “সর্ব্বাবাধাবিনির্ম্মুক্তো” ইত্যাদিক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ, বা এই মন্ত্রেরই লক্ষ জপ।

৭। সপ্তশতীর ২৫১ হইতে ২৫৪ সংখ্যক পর্যান্ত, অর্থাৎ “ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং” ইত্যাদি ও “ভবেথাঃ সর্ব্বথাংম্বিকে” ইত্যন্ত মন্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা সম্পুট পাঠ।

৮। সপ্তশতীর ৫৭৮ সংখ্যক, অর্থাৎ “দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে” ইত্যাদিক মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ। অথবা শুদ্ধমাত্র এই মন্ত্রেরই লক্ষ অযুত সহস্র বা শত সংখ্যক জপ।

৯। দিন চতুষ্টয়ে “হ্রীং” বীজ সম্পুটিত ও “ফট্” মন্ত্র পল্লবিত দশাবৃত্ত চণ্ডী-পাঠ।

মোহন জন্য সপ্তশতীর ৫৫ সংখ্যক, অর্থাৎ “জ্ঞানিনামপি চেতাংসি” এই মন্ত্র দ্বারা সম্পুট পাঠ, অথবা উক্ত মন্ত্র মাত্রের জপ।

বশীকরণ জন্য এক বিংশতি দিবস প্রত্যহ “ক্লীং” বীজ সম্পুটিত দ্বাদশাবৃত্ত চণ্ডী-পাঠ।

উচ্চাটন জন্য সপ্তদিবস প্রত্যহ “হ্রীং” বীজ সম্পুটিত ও “ফট্” মন্ত্র পল্লবিত ত্রয়োদশাবৃত্ত চণ্ডী-পাঠ।

মারণ জন্য সপ্তশতীর ২১৩ সংখ্যক, অর্থাৎ ‘এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য’ ইত্যাদিক মন্ত্রদ্বারা সম্পুট পাঠ।

পরন্তু পাঠের আবৃত্তি সংখ্যাতেও বিবিধ ফলের উল্লেখ আছে ; যথা—

ত্রিরাবৃত্ত পাঠে	উপসর্গোপশান্তি ও কামনাসিদ্ধি হয়।
পঞ্চাবৃত্ত পাঠে	গ্রহদোষোপশান্তি ও রিপু-পরাজয় হয়।
সপ্তাবৃত্ত পাঠে	মহাভয় নিবারণ হয়।
নবাবৃত্ত পাঠে	শান্তি ও বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।
একাদশাবৃত্ত পাঠে	রাজবশ্যতা ও ভূমি-প্রাপ্তি হয়।
দ্বাদশাবৃত্ত পাঠে	কামনাসিদ্ধি ও বৈরি-নাশ হয়।
চতুর্দ্দশাবৃত্ত পাঠে	রিপুবশ্যতা ও স্ত্রীবশ্যতা লাভ হয়।
পঞ্চদশাবৃত্ত পাঠে	সৌখ্য ও শ্রীবৃদ্ধি হয়।
ষোড়শাবৃত্ত পাঠে	পুত্র পৌত্র ও ধনধান্যের বৃদ্ধি হয়।
সপ্তদশাবৃত্ত পাঠে	রাজভয় নিবারণ হয়।
অষ্টাদশাবৃত্ত পাঠে	বৈরোচ্চাটন সিদ্ধ হয়।
বিংশাবৃত্ত পাঠে	মহারণ নিবৃত্তি হয়।
পঞ্চবিংশাবৃত্ত পাঠে	বন্ধবিমোক্ষণ হয়।
শতাবৃত্ত পাঠে	সঙ্কট, দুশ্চিকিৎসাভয়, জাতিধ্বংস, কুলোচ্ছেদ, প্রাণনাশ, বৈরিবৃদ্ধি, ব্যাধিবৃদ্ধি, ধননাশ, ধনক্ষয়, ত্রিবিধোৎপাত, অতিপাতক ও বিপদাপদ্ নিবৃত্ত হয়। এবং পরমগতি লাভ, শ্রীবৃদ্ধি ও রূপবৃদ্ধি হয়।

অষ্টোত্তর শতাবৃত্ত পাঠে অভীষ্ট-সিদ্ধি ও শতাশ্বমেধ-ফল লাভ হয়।

সহস্রাবৃত্ত পাঠে লক্ষ্মীস্থিতি,মনোরথ প্রাপ্তি, কামনাসিদ্ধি ও মুক্তিপ্রাপ্তি হয়।

মরীচি তন্ত্রে উক্ত আছে যে পূর্ব্বে যে সকল সম্পুট পাঠের বর্ণনা হইয়াছে, সেই সকল পাঠের পূর্ব্বে রাত্রিসূক্ত ও পরে দেবীসূক্ত পাঠ করিতে হয়। এবং কৃষ্ণাষ্টমীতে আরম্ভ করত কৃষ্ণচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন একরূপ করিয়া অধিক পাঠ করা বিধেয়। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টাবিংশাবৃত্ত পাঠ হয় এবং ইহাতে চণ্ডীপাঠের একপ্রকার পুরশ্চরণ হইয়া থাকে। পাঠান্তে সপ্তশতী মন্ত্রে হবনক্রিয়া আবশ্যক। নবরাত্রি বিধানেও ঐ প্রকার আশ্বিন বা চৈত্র শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন একোত্তর-বৃদ্ধ সাধারণ আবৃত্তি পূর্ব্বক চণ্ডী-পাঠ কর্ত্তব্য। এবং ঐ কয়েক দিবস নবার্ণ মন্ত্রের ঐরূপ সহস্র সংখ্যক জপও বিধেয়।

হরগৌরী তন্ত্র মতে চণ্ডীপাঠের আবৃত্তি তিন প্রকার, এবং ইহাদিগকে পাঠের মার্গ কহে। প্রথমতঃ, চতুর্থ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠ করত, পরে প্রথম তিন অধ্যায় ও শেষে অবশিষ্ট তিন অধ্যায় পাঠের নাম 'সৃষ্টি-মার্গ'। ইহা শ্রীকামনায় পুত্রাদি কামনায় ও পুষ্টি কামনায় বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত

ক্রমান্বয়ে অনুলোম পদ্ধতিতে পাঠের নাম 'স্থিতি-মার্গ'। ইহা শান্তি কামনাদিতে প্রয়োজনীয়। তৃতীয়তঃ, সপ্তশতী মন্ত্রমালাকে শেষ হইতে প্রথম পর্য্যন্ত বিলোম পদ্ধতিতে পাঠ করার নাম 'সংহার-মার্গ'। ইহা সঙ্কট কালে আভিচারিক কার্য্যে কর্ত্তব্য।

শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ সম্বন্ধে ক্রোড় তন্ত্রের মত এই, যে ইহা অযুগ্ম সংখ্যক উপযুক্ত ও ব্যুৎপন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারা, অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে অযুগ্ম সংখ্যক দিবসে নির্ব্বাহিত করাই বিধেয়। এবং এই সকল পাঠক ব্রাহ্মণ পাঠ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া অধ্যায় শেষে বলিবেন, যে "সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ" "মন্ত্রার্থাঃ সফলাঃ সন্তু" "পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ" ইত্যাদি।

পুরাণাদির ব্যবহার মতে চণ্ডী গ্রন্থেরও প্রতি অধ্যায়-শেষে অধ্যায়-সমাপ্তি সূচক একটি করিয়া বাক্য থাকে, এবং আধুনিক রীতি অনুসারে শীঘ্র ও সুলভ বোধ সৌকর্য্যার্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বা শিরোদেশে অধ্যায়-সংখ্যা বা অধ্যায়-নাম উল্লিখিত হয়। পরন্তু এতদুভয়ই অধ্যায়ের পরিচয় মাত্র, কিন্তু অঙ্গ নহে। সপ্তশতী মন্ত্র পাঠ কালে অধ্যায় প্রারম্ভে চণ্ডিকাদেবীকে নমস্কার ও অধ্যায় শেষে ঘণ্টাবাদন ও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে হয়। সমাপ্তি-সূচক বাক্য-পাঠ পরিহার জন্য শাস্ত্রের উপদেশ এই যে

'ইতি' শব্দো হরেল্লক্ষ্মীং 'বধো' বংশ-বিনাশকঃ।
'অধ্যায়ো' হরতে প্রাণান্ তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে, যে টীকাকার শন্তনু উপরি-উক্ত বাক্যের প্রায় ষোড়শ প্রকার অর্থ করিয়াছেন। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তি জন্য নিম্নে সেই সকল প্রদর্শিত হইল।

১। তুমি কারণ-জলধি শায়ী সর্ব্ব-ব্যাপী বিষ্ণুর শক্তি-রূপা বিষ্ণু-মায়া, তোমাকে নমস্কার।

২। তুমি নারায়ণ সম্বন্ধীয়া শক্তি, তোমাকে নমস্কার।

৩। তুমি নারায়ণ অর্থাৎ বিশ্বরূপ ভগবানের আকৃতি-ভূতা, তোমাকে নমস্কার।

৪। তুমি ভগবান্ বিষ্ণু-রূপী নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মী, তোমাকে নমস্কার।

৫। তুমি নর-নামক ঋষির অপত্যভূত নারায়ণের স্ত্রী, তোমাকে নমস্কার।

৬। নরগণের একমাত্র গতি-রূপ যে পরমাত্মা, তুমি তাঁহারই মায়া, তোমাকে নমস্কার।

৭। নীতিই যাঁহার একমাত্র অয়ন, তুমি সেই পরমাত্মার মায়া, তোমাকে নমস্কার।

৮। তুমি জীব সমূহের আশ্রয়-স্থানভূতা, তোমাকে নমস্কার।

৯। তুমি নরগণের একমাত্র গতি, তোমাকে নমস্কার।

১০। তুমি নরগণের ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষাভিধ চতুর্ব্বর্গের অয়ন সম্বন্ধিনী দেবী, তোমাকে নমস্কার।

১১। তুমি নরগণের প্রাপ্তব্য-প্রাপয়িত্রী, তোমাকে নমস্কার।

১২। তুমি নরগণের সম্যক্ আশ্রয়ভূতা, তোমাকে নমস্কার।

১৩। 'ঋ' অর্থাৎ অদিতির অপত্যভূত 'আরা' সংজ্ঞক দেবগণও যাঁহার সাধনায় অক্ষম, ও যিনি 'অয়নী' অর্থাৎ মুক্তি-রূপা, তুমি সেই নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

১৪। (ন আরায়ণি ন মঃ অঃ স্তুতে, এইরূপ ছেদ করত) হে 'আরা' বা দেবগণের 'অয়নি' অর্থাৎ ধ্যাতব্য দেবতে! তোমাকে 'ম' অর্থাৎ শিব, এবং 'অ' অর্থাৎ বিষ্ণু, স্তুতি না করিয়া থাকিতে পারেন না।

১৫। (না অ আ ঋ আ-অয়নি ন মা উঃ স্তুতে, এই-রূপ ছেদ করত) তুমি 'ঋ' বা দেবমাতার 'আ-অয়নী' বা সম্যক্ উপাসনী ইষ্টদেবতা, তোমাকে 'আ' 'অ' ও 'উ' অর্থাৎ ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও রুদ্র এই ত্রিমূর্ত্তি-লক্ষণ 'না' অর্থাৎ পুরুষ স্তব না করিয়া থাকিতে পারেন না।

১৬। (না অরা যণি ন মা উঃ স্তুতে, এইরূপ ছেদ করত) তুমি 'অ' অর্থাৎ বিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিতা এই 'অরা' নামক ত্রি-লোকীর 'যণী' অর্থাৎ 'ই' বা কামের 'অনী' বা প্রাণ রূপিণী। অর্থাৎ তুমি সকলের কামনা সঞ্চারিণী ও কামনা-সিদ্ধি-দায়িনী, সুতরাং তুমিই সংসারের স্থিতি বিধায়িনী, তোমাকে 'উ' 'না' অর্থাৎ শিবরূপ পুরুষ স্তুতি না করিয়া থাকিতে পারেন না।

কাল-পরিমাণ।

১ অনুপল = $\frac{১}{১৫০}$ সেকেণ্ড

১ নিমিষ = ২$\frac{২}{৯}$ „ = $\frac{২}{১৩৫}$ „

১ কাষ্ঠা = ১৮ „ = ৪০ „ = $\frac{৪}{১৫}$ „

১ বিপল = ৬০ „ = $\frac{২}{৫}$ „

২$\frac{১}{২}$ বিপল = ১ „

১ কলা = ৩০ কাষ্ঠা = ২০ „ = ৮ „

১ পল = ৬০ „ = ২৪ „

২$\frac{১}{২}$ পল = ১ মিনিট

১ ক্ষণ = ৩০ কলা = ১০ „ = ৪ „

১ ত্রুটি = ৫ ক্ষণ = ৫০ „ = ২০ „

১ দণ্ড = ৬ „ = ৬০ „ = ২৪ „

১ মুহূর্ত্ত = ১২ „ = ২ দণ্ড = ৪৮ „

১$\frac{১}{৪}$ „ = ১৫ „ = ২$\frac{১}{২}$ „ = ১ ঘণ্টা

১ অহোরাত্র = ৩০ „ = ৩৬০ „ = ৬০ „ = ২৪ „

অহোরাত্রের আপেক্ষিক ন্যূনাধিক্য জন্য তত্তন্মুহূর্ত্তেরও ন্যূনাধিক্য হয়। এই অহোরাত্রকে পার্থিব বা মানব অহোরাত্র কহে। সূর্য্যের উদয়াবধি অস্তকাল পর্য্যন্ত অহঃকাল, ও অস্তকাল হইতে পুনরুদয় পর্য্যন্ত রাত্রিকাল; এবং ইহাদিগের আদ্য ও অন্ত্য দুই দুই দণ্ড কালকে সন্ধ্যা কহে, উদয়কালীন সন্ধ্যার চারি দণ্ডকে প্রাতঃসন্ধ্যা ও অস্তকালীন সন্ধ্যার চারি দণ্ডকে সায়ংসন্ধ্যা কহে। অহঃকাল বা দিবাভাগকে পঞ্চ ভাগ করিলে, প্রথম ভাগের নাম প্রাতঃকাল, দ্বিতীয়ের নাম সঙ্গব, তৃতীয়ের নাম মধ্যাহ্ন, চতুর্থের নাম অপরাহ্ন ও শেষ ভাগের নাম সায়াহ্ন। দিবাভাগ ও রাত্রিকালের প্রতি চতুর্থাংশকে এক এক প্রহর, বা যাম কহে। ফলতঃ পৃথিবীর দিবা ও রাত্রি সূর্য্য সম্বন্ধেই সংঘটিত হইয়া থাকে। এই প্রকার ত্রিংশৎ অহোরাত্রে, আপেক্ষিক গতিবশতঃ, সূর্য্যকে জ্যোতিশ্চক্রের এক এক রাশি ভোগ করিতে হয়। এই রাশিভোগ কাল সায়ন গতি জন্য ত্রিশ দিবসের কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য হইলেও সাধারণতঃ বা নিরয়ণ গণনায় ত্রিশ দিনেই এক মাস, ও দ্বাদশ মাসে বা ৩৬০ দিনে এক বর্ষ কল্পিত হয়। উক্ত ৩০ দিন মধ্যে চন্দ্রের একবার করিয়া পূর্ণহ্রাস ও পূর্ণবৃদ্ধি হয়। পূর্ণ হ্রাসকে অমাবস্যা ও পূর্ণবৃদ্ধিকে পূর্ণিমা কহে। এক অমাবস্যার শেষ হইতে পরবর্ত্তী অমাবস্যার শেষ পর্য্যন্ত কালকে এক চান্দ্রমাস কহে,

এবং ইহার পরিমাণ প্রায় সার্দ্ধ উনত্রিংশৎ দিবস ; এবং ইহাতে দুইটি পক্ষ হয়, হ্রাসজনক বা কৃষ্ণ পক্ষ এবং বৃদ্ধি-জনক বা শুক্ল পক্ষ। চন্দ্রমণ্ডলের অপর পৃষ্ঠাই পিতৃলোক, সুতরাং পৃথ্বীলোকে যে সময়টি অমাবস্যা, পিতৃলোকে সেই সময়টিই প্রকৃতপক্ষে তথাকার মধ্যাহ্নকাল ; যে সময়টি এখানকার কৃষ্ণৈকাদশী, তাহাই পিতৃলোকের দেড় প্রহর দিবাভাগ। যাহা এখানকার কৃষ্ণপক্ষ, তাহাই তথাকার দিবা, এবং যাহা এখানকার শুক্লপক্ষ তাহাই তথাকার রাত্রি। অতএব পার্থিব এক মাসে পিতৃলোকের এক অহোরাত্র। এবং সাধারণতঃ ভোজন বেলা দিবা দেড় প্রহর বা মধ্যাহ্ন কালে হইয়া থাকে, এই হেতুক বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ পতিত পিতৃশ্রাদ্ধের দিন পিতৃলোকের মধ্যাহ্ন বা দেড় প্রহরের সময়, অর্থাৎ অমাবস্যা বা কৃষ্ণৈকাদশী তিথিতেই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

বর্ষকাল মধ্যে, পৃথিবীর বিষুব রেখার ও ইহার বার্ষিক গতির কক্ষার বৈষম্য জন্য সূর্য্যের দুইটি অয়ন লক্ষিত হয়, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে উত্তর মেরুদেশ বা দেবলোক ছয় মাসকাল আলোকিত থাকে, এবং দক্ষিণায়নে উহা সূর্য্যালোকবিহীন হয়। সুতরাং উত্তরায়ণই দেব-লোকের দিবা, ও দক্ষিণায়ন তথাকার রাত্রিরূপে উপকল্পিত হয় ; এজন্য পার্থিব এক বর্ষে এক দৈব অহোরাত্র হয়।

নভোমণ্ডলের জ্যোতিষ্ক পদার্থ সকলের সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদ্‌গণ ঈদৃশ বহু প্রকার মাস ও বর্ষের গণনা করিয়া থাকেন, এবং এই সকল গণনা তাঁহারা মানব মানেই করেন। মনুষ্যের পরমায়ুঃ-কালও তাঁহারা এক শত বর্ষ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন, অল্পায়ু ও চিরায়ুর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত থাকিলেও শত বর্ষই আয়ুঃকালের সাধারণ নিয়ম। বেদে এই জন্যই উক্ত আছে যে "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ"।

যাহা হউক, এতদতিরিক্ত মন্বন্তর, কল্প বা প্রলয়াদির পরিমাণ গণনা উক্তরূপ জ্যোতির্বিদ্যায় হয় না, উহা কেবল মাত্র প্রজ্ঞাচক্ষু আর্য্য ঋষিগণের যোগবিদ্যা বলেই সাধিত হয়। এবং তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র এখানে বর্ণিত হইতেছে।

১ মানব মাসে			১ পৈত্র অহোরাত্র।
১	"	বর্ষে	১ দৈব অহোরাত্র।
৩০	"	বর্ষে	১ পৈত্র বর্ষ।
৩৬০	"	বর্ষে	১ দৈব বর্ষ।
৩,০০০	"	বর্ষে	১ পৈত্র আয়ুঃকাল।
৩৬,০০০	"	বর্ষে	১ দৈব আয়ুঃকাল।

জীব মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন পূর্ব্বক স্থূলদেহ ধারণ করত,নানা প্রকার কর্ম্ম করিতে থাকে। এবং পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, দেহান্তে পিতৃলোকে বা অধস্তন স্বর্গে

গমন পূর্ব্বক অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃত্ব, অথবা তদূর্দ্ধে ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গে বা দেবলোকে উত্থান করত নানা প্রকার দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং তত্তৎ স্থানে বহুকাল ধরিয়া সূক্ষ্ম দেহে স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী বিবিধ অলোক-সামান্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও সুখ সম্ভোগ করিতে থাকে, অথচ তথায় আর কোন কর্ম্ম করিতে হয় না। এই ভোগ কালকেই যথাক্রমে পৈত্রায়ুঃ কাল বা দৈবায়ুঃকাল কহে; এবং ইহাদিগের দীর্ঘতম পরিমাণই পূর্ব্বোক্ত ৩০০০ বা ৩৬০০০ মানব বর্ষ। সেই সেই ভোগের অবসান হইলে জীব ক্ষীণপুণ্য হইয়া পুনবায় মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করত স্থূলদেহ ধারণপূর্ব্বক কর্ম্মকরিতে থাকে। ইহাকেই পুনঃপুন সংসারাবর্ত্তন কহে। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে এই সকল বিষয় অতি সুন্দর রূপে প্রকটিত আছে। পাপানুষ্ঠানে জীব তদ্রূপ অধঃপতিত হইয়া যমলোকে সূক্ষ্মদেহে দুর্ব্বিষহ নরক-যন্ত্রণা বা সংযমনী ভোগ করিতে থাকে, এবং যথাকালে পাপক্ষয় হইলে পুনরায় স্থূলদেহ ধারণ করত কর্ম্মক্ষেত্র এই মর্ত্তলোকে উপনীত হয়।

সত্যযুগ	= ১৭,২৮,০০০ মানব বর্ষ	= ৪,৮০০ দৈব বর্ষ।
ত্রেতাযুগ	= ১২,৯৬,০০০ ,, ,,	= ৩,৬০০ ,, ,,
দ্বাপরযুগ	= ৮,৬৪,০০০ ,, ,,	= ২,৪০০ ,, ,,
কলিযুগ	= ৪,৩২,০০০ ,, ,,	= ১,২০০ ,, ,,

যুগ-সমষ্টি বা

চতুর্যুগ = ৪৩,২০,০০০ মানব বর্ষ = ১২,০০০ দৈব বর্ষ ।

১,০০০ চতুর্যুগ = ১,২০,০০,০০০ দৈব বর্ষ = ১ কল্প বা ব্রাহ্ম-দিবা ।

২,০০০ চতুর্যুগ = ২,৪০,০০,০০০ দৈব বর্ষ = ১ ব্রাহ্ম অহোরাত্র, অর্থাৎ, ১ কল্পকাল ও ১ প্রলয়কাল বা ব্রহ্মরাত্রি ।

৩৬০ ব্রাহ্ম অহোরাত্রে ১ ব্রাহ্ম বর্ষ = ৭,২০,০০০ চতুর্যুগ ।

১০০ ব্রাহ্ম বর্ষ = ১ ব্রাহ্ম আয়ুঃকাল = ৭,২০,০০,০০০ চতুর্যুগ ।

সুতরাং একটি ব্রহ্মার আয়ুঃকাল মধ্যে ৩৬,০০০ কল্প ও ৩৬,০০০ প্রলয় ঘটিয়া থাকে । এবং এতৎপরিমিত কালকেই বিষ্ণু দিবা, ও তৎপরে তৎপরিমিত কালকেই বিষ্ণু রাত্রি বা প্রাকৃতিক প্রলয়কাল কহে । অনাদিকাল মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ কত যে ব্রহ্মা অতীত হইয়াছেন, এবং ভাবী অনন্ত কালে তদ্রূপ কত যে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবেন, তাহার ইয়ত্তা নাই ।

ব্রহ্মার প্রতি কল্পকালের ১০০০ চতুর্যুগ মধ্যে চতুর্দ্দশ জন মনু রাজত্ব করেন । তাঁহাদের রাজত্ব কালের নাম মন্বন্তর, এবং ইহার পরিমাণ ৭১ বা ৭২ চতুর্যুগ । বর্ত্তমান ব্রহ্মার আয়ুঃকালের প্রথম পরার্দ্ধ বা পূর্ব্বার্দ্ধ বা তদীয় পঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হইয়াছে; সুতরাং এই কালের মধ্যে অষ্টাদশ সহস্রবার

কল্প ও প্রলয় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম দিন চলিতেছে, ইহার নাম শ্বেতবরাহ কল্প। ইহাতে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ নামক ছয় জন মনুর রাজত্ব কাল শেষ হইয়াছে। এক্ষণে বৈবস্বত নামক সপ্তম মনুর মন্বন্তর কাল উপস্থিত ; এবং ইহারও সপ্তবিংশ চতুর্যুগ অতীত হইয়া, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলির পঞ্চ সহস্র বর্ষ মাত্র অতীত হইয়াছে।

অতএব বুঝিতে হইবে, যে চণ্ডীগ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে দেবী যে নন্দা আদি কতিপয় ভবিষ্যদবতারের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বাপর ও কলির সন্ধিকালে নন্দাবতারেরই আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে, এবং রক্তদন্তিকা অবতারের আবির্ভাব এই কলিতেই হইবে। অবশিষ্ট অবতার, গুলির আবির্ভাবের এখন অনেক বিলম্ব।

যাহা হউক, এই প্রকার ক্রমান্বয়ে অনুপল হইতে মানব অহোরাত্র, পৈত্র অহোরাত্র, দৈব অহোরাত্র, ব্রাহ্ম অহোরাত্র ও বৈষ্ণব অহোরাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, পরব্রহ্মের অনাদিত্ব অনন্তত্ব ও অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞানটি অনেক সুস্পষ্ট ও বিশদ হয়, এবং নারায়ণী সূক্তের ৫৮৪ সংখ্যক মন্ত্রের অর্থটি সুগম হইয়া যায়।

চণ্ডী দেবীর অবতারত্রয় ।

আদ্যাশক্তি

ত্রিগুণা

মহাকালী	মহালক্ষ্মী	মহাসরস্বতী
(ক্লীং)	(হ্রীং)	(ঐং)
তামসী	রজোগুণবিশিষ্টা	সাত্ত্বিকী
বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী শক্তি	সর্ব্বদেব শরীর নিঃসৃতা শক্তি	গৌরীদেহ সমুদ্ভবা শক্তি
মধুকৈটভ নাশিনী	মহিষাসুর নাশিনী	শুম্ভ নিশুম্ভ নাশিনী
ভিন্নাঞ্জন-বর্ণাভা	তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভা	ইন্দু-বর্ণাভা
মস্তকে শিরোমালা ও গলদেশে কবন্ধহার ধারিণী	মস্তকে নাগ লিঙ্গ ও যোনি ধারিণী	... ...
		... ...
চতুর্ভুজে ধারিণী: পাশ, শিরঃ, খড়্গ, খেট	চতুর্ভুজে ধারিণী: গদা, খেট, মাতুলিঙ্গ, পানপাত্র	চতুর্ভুজে ধারিণী: অঙ্কুশ, বীণা, অক্ষমালা, পুস্তক
দশাননা ত্রিংশল্লোচনা শ্মশ্রুদ্দশনা ও দশপাদা	শ্বেতাননা শ্বেত-স্তন-মণ্ডলা নীলভুজা, নীল জঙ্ঘোরু রক্তমধ্যা ও রক্তপাদা	... ...
		... ...

মহাকালী		মহালক্ষ্মী		মহাসরস্বতী	
সঞ্জাত মিথুনের		সঞ্জাত মিথুনের		সঞ্জাত মিথুনের	
পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
রুদ্র	ত্রয়ী (ঐং)	ব্রহ্মা	লক্ষ্মী (হ্রীং)	বিষ্ণু	গৌরী (ক্লীং)
কর্ম্মে তমোময়	কর্ম্মে তমোময়ী	কর্ম্মে রজোময়	কর্ম্মে রজোময়ী	কর্ম্মে সত্ত্বময়	কর্ম্মে সত্ত্বময়ী
রূপে সত্ত্বময়	রূপে সত্ত্বময়ী	রূপে রজোময়	রূপে রজোময়ী	রূপে তমোময়	রূপে সত্ত্বময়ী
তমঃ সত্ত্বে সাম্য	তমঃ সত্ত্বে সাম্য	রজোবৈগুণ্য	রজোবৈগুণ্য	তমঃ সত্ত্বে সাম্য	সত্ত্ববৈগুণ্য
*	+	+	+		*
বিবা-		বিবাহিত		বিবাহিত	-হিত

মধুকৈটভ বধকালে

দশভুজা

চক্র	শঙ্খ
শূল	ভুশুণ্ডী
গদা	পরিঘ
বাণ	কার্ম্মুক
খড়্গ	ছিন্নমুণ্ড

ধারিণী

মহিষাসুর বধকালে

অষ্টাদশ ভুজা

পরশু	শঙ্খ
ত্রিশূল	ঘণ্টা
চক্র	পাশ
গদা	শক্তি
কুলিশ	দণ্ড
অসি	চর্ম্ম
বাণ	কার্ম্মুক
কমল	পানপাত্র
অক্ষমালা	কমণ্ডলু

ধারিণী

শুম্ভ নিশুম্ভ বধকালে

অষ্টভুজা

চক্র	শঙ্খ
শূল	ঘণ্টা
মুষল	লাঙ্গল
বাণ	কার্ম্মুক

ধারিণী

চণ্ডী ও অন্যান্য দেবীর কর-ধৃত আয়ুধাদি।

চণ্ডী বা দুর্গা	নন্দা	শতাক্ষী বা শাকম্ভরী
চক্র তর্জ্জনী	অঙ্কুশ পাশ	বাণ কার্ম্মুক
অসি খেট	কমল কমল	শাকমুষ্টি কমল
বাণ কার্ম্মুক	ধারিণী।	ধারিণী।
বর পাশ	—	—
ধারিণী	রক্তদন্তিকা	ভীমা
——	খড়্গ খেট	চন্দ্রহাস ডমরু
ভ্রামরী	পাত্র শিরঃ	পানপাত্র শিরঃ
বিচিত্র ভ্রমরাকীর্ণ পাণি	ধারিণী।	ধারিণী।

উত্তমচরিতে পার্ব্বতীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম।

পার্ব্বতী ————→ কৌষিকী
গৌরী কৃষ্ণা পার্ব্বতী
কালিকা
শিবা
অম্বিকা
(ক্রোধে মসীবর্ণ বদনা) ————→ কালী
চণ্ডিকা ——→ চণ্ডিকাশক্তি চামুণ্ডা
দুর্গা শিবদূতী
কাত্যায়নী অপরাজিতা

মহিষাসুরের সেনানীগণ ।

১ অন্ধক
২ অসিলোমা
৩ উগ্রদর্শন
৪ উগ্রবীর্য্য
৫ উগ্রাস্য
৬ উদগ্র
৭ উদ্ধত
৮ করাল
৯ চামর
১০ চিক্ষুর
১১ তাম্র
১২ দুর্দ্ধর
১৩ দুর্ম্মুখ
১৪ পারবারিত
১৫ বাস্কল
১৬ বিড়াল
১৭ মহাহনু

মহিষাসুরের রূপান্তর ।

১ মাহিষ
২ সৈংহ
৩ খড়্গপাণি পুরুষ
৪ মহাগজ
৫ পুনর্মাহিষ
৬ অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত-নর

শুম্ভনিশুম্ভের সেনানীগণ ।

১ ধূম্রলোচন
২ চণ্ড
৩ মুণ্ড
৪ রক্তবীজ

শুম্ভনিশুম্ভের সৈন্যসম্প্রদায় ।

১ উদায়ুধ নামক দৈত্যগণ
২ কোটিবীর্য্য ,, অসুরগণ
৩ কম্বুগণ ৪ ধৌম্রগণ
৫ কালকগণ ৬ দৌর্হৃদগণ
৭ মৌর্য্যগণ ৮ কালকেয়গণ

চণ্ডীগ্রন্থোক্ত তাৎকালিক আয়ুধাদি।

চণ্ডীর	মহাকালীর		মহালক্ষ্মীর				মহাসরস্বতীর			
ধ্যানে	ধ্যানে	প্রয়োগে	ধ্যানে	প্রয়োগে	স্বগণপক্ষে	শত্রুপক্ষে	ধ্যানে	প্রয়োগে	স্ব-পক্ষে	শত্রুপক্ষে
ধনুঃ	ধনুঃ	...	ধনুঃ	ধনুঃ	...	ধনুঃ	ধনুঃ	ধনুঃ	...	ধনুঃ
বাণ	বাণ	...	বাণ	বাণ	...	বাণ	বাণ	বাণ	...	বাণ
...	...	...	...	...	...	...	...	ক্ষুরপ্র	...	...
চক্র	চক্র	চক্র	চক্র	...	...	...	চক্র	চক্র	চক্র	চক্র
...	শূল	...	শূল	শূল	...	শূল	শূল	শূল	শূল	শূল
...	...	...	...	ত্রিশূল	...	...	...	ত্রিশূল	ত্রিশূল	...
অসি	অসি	...	অসি	অসি	অসি	অসি	...	অসি	অসি	অসি
...	...	...	...	...	...	ঋষ্টি	...	ঋষ্টি	...	ঋষ্টি
চর্ম্ম	...	...	চর্ম্ম	চর্ম্ম	...	চর্ম্ম	...	...	...	চর্ম্ম
...	গদা	...	গদা	গদা	...	...	...	...	গদা	গদা
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	মুদ্গর
পাশ	...	...	পাশ	পাশ	...	পাশ	...	...	পাশ	...
...	...	...	বজ্র	...	...	...	...	বজ্র	বজ্র	...
...	...	...	পরশু	...	পরশু	পরশু	...	পরশু	...	পরশু
...	...	...	শক্তি	শক্তি	...	শক্তি	...	শক্তি	শক্তি	শক্তি
...	...	...	...	ভিন্দিপাল	ভিন্দিপাল	ভিন্দিপাল	...	...	...	...
...	...	...	...	...	পট্টিশ	পট্টিশ	...	..	...	...
...	...	...	...	মুষল	...	[illegible]	...			

...	...	...	...	...	...	তোমর	...	...	...	...
...	পরিঘ	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	ভুশুণ্ডী	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	হল	...	...	...
...	শঙ্খ	...	শঙ্খ	...	শঙ্খ	...	শঙ্খ	শঙ্খ	...	...
...	...	...	ঘণ্ট	ঘণ্ট	...	...	ঘণ্টা	ঘণ্টা	...	...
...	...	...	...	...	মৃদঙ্গ	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	পটহ	...	...	...	...	...
...	ছিন্নমুণ্ড	...	...	...	...	...	...	...	খট্বাঙ্গ	...
...	...	...	..	শিলা	...	...	..	...	...	...
...	...	...	...	বৃক্ষ	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	তুণ্ডাঘাত	...
...	...	...	...	দন্তাঘাত	...	...	...	...	দন্তাঘাত	...
...	...	বাহু	...	...	...	...	...	...	নখাঘাত	...
বর মুদ্রা	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
তর্জনী	...	...	...	...	..	...	...	...	...	...
...	...	...	...	চপেটা	...	...	...	চপেটা	চপেটা	...
...	...	...	...	মুষ্টি	...	...	...	মুষ্টি	...	মুষ্টি
..	...	...	অক্ষমালা	...	...	...	...	...	অক্ষমালা	...
...	...	...	কমণ্ডলু	...	...	...	...	...	কমণ্ডলু	...
..	...	...	পদ্ম	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	পানপাত্র	পানপাত্র	...	...	...	...	...	...

পূর্ব্ব পৃষ্ঠাদ্বয়ে আয়ুধ-চক্রের সমালোচনায় ভারতবর্ষে ব্যবহৃত অতি পুরাকালীন অস্ত্র শস্ত্রের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধনুর্ব্বাণ, অসিচর্ম্ম, চক্র, পাশ, শূল ও গদা অতীব পুরাতন কাল হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং এই সকল আয়ুধের আকৃতি প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য জন্য ইহাদিগের নামের নানাবিধ পর্য্যায় হইয়াছে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ফলা যুক্ত বাণের নাম ক্ষুরপ্র, তিনটি ফলাযুক্ত শূলের নাম ত্রিশূল, ইহা শিবের নিত্য আয়ুধ, দুইদিকে ধার বিশিষ্ট অসির নাম ঋষ্টি, তদ্ভিন্ন খড়্গ চন্দ্রহাস প্রভৃতি নামেও ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট অসিই বুঝায়। চক্র ও গদা বিষ্ণুর সহজ ও নিত্য আয়ুধ, এই জন্য বর্ণিত হইয়াছে, যে সৃষ্টির পূর্ব্বে মধুকৈটভের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর বাহুযুদ্ধ মাত্রই হইয়াছিল, এবং তাহাদিগের বধ সাধন কালে বিষ্ণুর নিত্য আয়ুধ চক্রেরই উল্লেখ হইয়াছে। বজ্রটি ইন্দ্র দেবতার নিজস্ব অস্ত্র। ইহা পৃষ্ঠদ্বয়ে ছয়টি সূক্ষ্মাগ্র শিরা, ছয়টি পল ও ছয়টি তীক্ষ্ণ ধার বিশিষ্ট হীরক বা তদ্বৎ অতি কঠিন প্রস্তরের লোষ্ট্রবিশেষ। মহাকালীর ধ্যানে পরিঘ ও ভুশুণ্ডী নামক দুইটি প্রাচীন অস্ত্রের উল্লেখ আছে। পরিঘ এক প্রকার লৌহবদ্ধ মুদ্গর বা অর্গল বিশেষ, এবং ক্রমোন্নত লৌহ কণ্টকাবৃত অস্ত্রবিশেষের নাম ভুশুণ্ডী। কিন্তু তৎ-কালীন যুদ্ধে বা পরবর্ত্তী অবতারদ্বয়ের ধ্যানে বা যুদ্ধে উহার

কোন প্রয়োগ হয় নাই। মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর ধ্যানেও তাঁহাদিগের যুদ্ধকাল হইতে পরশু ও শক্তির ব্যবহার ভুলিয়াছে। শক্তিটি বোধ হয়, বর্শার ন্যায় একপ্রকার তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র ফলাযুক্ত হস্তক্ষেপণীয় অস্ত্র। মহালক্ষ্মী অবতারের সময় ভিন্দিপাল, পট্টিশ, মুষল ও তোমরের ব্যবহার হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী অবতার কালে ইহাদিগের আর ব্যবহার হয় নাই, কেবল তাঁহার ধ্যানমাত্রে মুষল ও লাঙ্গলের পরিচয় পাওআ যায়। পট্টনামক এক প্রকার ধারাবিশেষ যুক্ত চূর্ণীকরণাস্ত্রের নাম পট্টিশ। ভিন্দিপাল, তোমর, মুষল ও দণ্ড, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের যষ্টি মাত্র। তোমরটি লৌহে ও মুষলটি কাষ্ঠে নির্ম্মিত, যষ্টিটি বেণুদণ্ড মাত্র এবং ভিন্দিপাল বোধহয় সূচ্যগ্রীকৃত বংশ খণ্ড হইবে। শ্মশানকালী চামুণ্ডা দেবীর একটি আয়ুধের নাম খট্বাঙ্গ, ইহা প্রেত কঙ্কালের মুণ্ডযুক্ত মেরুদণ্ড মাত্র। মহালক্ষ্মীর যুদ্ধে শিলানিক্ষেপ ও বৃক্ষকাণ্ডে প্রহার ও মহাসরস্বতীর যুদ্ধে বারাহী ও নারসিংহী দেবীর তুণ্ডাঘাত দন্তাঘাত ও নখাঘাতের পরিচয় আছে। এবং এতদুভয় যুদ্ধে মুষ্টি ও চপেটাঘাতেরও বিলক্ষণ ব্যবহার, ও মন্ত্রপূত বারি-বর্ষণে শত্রুবর্গকে হতবীর্য্য করিবার রীতিও ছিল। রজোগুণ-ভূয়িষ্ঠা মহালক্ষ্মীর যুদ্ধকালে দেহাবসাদ নিবারণ ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য সুরাপান ও পদ্মপুষ্পের শোভাদর্শন ও আঘ্রাণ গ্রহণেরও

ব্যবহার ছিল। এবং শত্রুগণকে বিভীষিত করণ ও জয়শ্রী প্রদর্শন জন্যই, বোধ হয়, মহাকালীর ধ্যানে সদ্যশ্ছিন্ন অসুরমুণ্ড ধারণের উল্লেখ আছে। চণ্ড-মুণ্ডের বধানন্তর চামুণ্ডা দেবীও এই ভাবে অম্বিকাদেবীর নিকট আসিয়াছিলেন।

রণবাদ্যের মধ্যে ভারতবর্ষে অতি পুরাকাল হইতে শঙ্খই ব্যবহৃত হইত। পরে ঘণ্টা পটহ ও মৃদঙ্গের ব্যবহার চলিত হইল।

এতদ্‌গ্রন্থের ভূমিকা, তাৎপর্য্য ও পরিশিষ্টে যে যে বিষয় বর্ণিত বা সঙ্কলিত হইল, সে সকলই সেই সচ্চিদানন্দময়ী চণ্ডীদেবীর মহিমা প্রকাশ জন্য। এবং ইহার যাহা কিছু সম্ভাবিত ফল, তাহা জগদম্বা চণ্ডীদেবীর শ্রীচরণেই সমর্পিত হইল।

১৩ই আষাঢ়, ১৩০৭। গ্রন্থকার

বিষ্ণু-স্তুতিঃ।

১

জয়, নিত্য নিরঞ্জন দুর্গতি-ভঞ্জন
সজ্জন রঞ্জন দেব হরে।
জয়, নীল-কলেবর পীতপুতাম্বর
কৌস্তুভ-ডম্বর (১) দেহবরে॥

২

জয়, শঙ্খ-গদাম্বুজ-চক্র-চতুর্ভুজ-
ভূষিত-চন্দন-চর্চ্চিত (২) হে।
জয়, কুণ্ডল-মণ্ডিত-কর্ণ-বিগণ্ডিত (৩)
আয়ত-লোচন-রঞ্জিত হে॥

৩

জয়, বিশ্ব-বিমোহন সৌভগ-দোহন(৪)
ভীতি-বিমোচন ভক্ত-জনে।
জয়, সংসৃতি-তারণ (৫) অন্তক-বারণ
ধর্ম্ম পরায়ণ-জীবগণে॥

(১) লাঞ্ছন (২) চর্চ্চিত। (৩) বিশোভিত-গণ্ডদেশ।
(৪) সৌভাগ্য-বিধায়ক। (৫) পুনঃ পুনর্জন্ম-মরণ-মোচন।

৪

জয়, মীন-বরাহক-কূর্ম্ম-নৃসিংহক-
কায় পরিগ্রহ বামন হে।
জয়, ভার্গব রাঘব হে বলদেবক
বেদ-বিনিন্দক বুদ্ধ ভবে॥

৫

জয়, সত্য-পরায়ণ বল্কল-বাসন
দৃপ্ত-দশানন-শাসন হে।
জয়, মিত্র-বিভীষণ, অগ্নি-পরীক্ষণ-
ধৌত-মলীমস-মানস হে॥

৬

জয়, বৃষ্ণি-কুলোদ্ভব যাদব মাধব
কেশব কংস-নিসূদন হে।
জয়, নন্দ-গৃহার্ভক বেণু-নিনাদক
রাস-বিহারক তারক হে॥

৭

জয়, কজ্জল-সুন্দর-রূপ-মনোহর
চিত্ত-পটে মম তিষ্ঠ সদা;
ভজনানুরতায় বিধেহি বিভো তব
পাদ-রজঃ- করুণাং হি মুদা॥

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শোধন।
৬	১০	"চণ্ডী"	"চণ্ড"
৭	১৪	গ্রন্থকারে	গ্রন্থাকারে
১০	৩	সম্পূট	সম্পুট
১৪	১	সুমগ্র	সমগ্র
"	৯	ব্যজস্তুতি	ব্যাজস্তুতি
১৮	২	একটি	একটি
২২	২	অনধিকরী	অনধিকারী
৪২	৩	হ্রীং বীজা	হ্রীং-বীজা
৯৫	১১	(ব৩৫)	(২৩৫)
১২৫	৭	অসক্ত	অশক্ত
"	২০	অর্থাৎ	অর্থাৎ
১৩০	৬	দুর্নিরীক্ষ্য	দুর্ণিরীক্ষ্য
১৬৯	১৭	শোভণি	শোভনি
১৭২	২	নির্যাতন	নির্যাতন
১৭৩	১৭	ষথন	যথন
১৮০	৫	তচ্ছ্বণে	তচ্ছ্রবণে
১৮১	৮	হ্যয়	হয়
		ষেমন	যেমন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শোধন।
১৮৪	১৪	ষে	যে
১৮৬	৪	অনুন্ঠিত	অনুষ্ঠিত
২০৫	১২	উর্দ্ধক্রমে	ঊর্দ্ধক্রমে
২০৬	১৮	অষ্টদশ	অষ্টাদশ
„	২১	স্বতন্ত্ব	স্বতন্ত্র

পরিশিষ্ট।

৩২	১৮	পর্য্যাস্ত	পর্য্যাপ্ত
৩৮	৩	অপব	অপর

গঙ্গাস্তোত্রাদি-সংগ্রহের পরিশিষ্ট।

এই পুস্তকে যে সকল স্তোত্র ও সঙ্গীত উদ্ধৃত হইয়াছে, পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে ও অন্যান্য কবি-প্রণীত গ্রন্থে তদ্রূপ ভূরি ভূরি স্তোত্রাদি দেখিতে পাওআ যায়। সর্ব্বত্রই গঙ্গা-দেবীকে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্না এবং জীবনিচয়ের পাপ-তাপ-নিবারিণী ও মুক্তিদায়িনী দেবতা বলিয়া উল্লেখ আছে। অনেকে আবার গঙ্গাকে প্রপঞ্চ জগতের কারণ বলিয়াও স্বীকার করেন। বঙ্গদেশের কবিকুল-শিরোমণি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় ইঁহাকে "কারণ-বারি" বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছেন, তাঁহার রচিত অমৃত-নিষ্যন্দী অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে ব্যাস-গঙ্গার কথোপকথনে লিখিত আছে;

"যাঁহার জটায় পাইয়া ধাম।
গঙ্গা গঙ্গা মোর পবিত্র নাম॥
কারণ জল মোরে বলে যেই।
কারণ জলের কারণ সেই॥"

ফলতঃ, শব্দকল্পদ্রুম নামক সুবৃহৎ কোষ-গ্রন্থে গঙ্গাদেবীর যে প্রায় পঞ্চাশৎটি পর্য্যায় লিখিত আছে, তন্মধ্যে 'কারণবারি' 'কারণজল' ইত্যাদিক শব্দ না থাকিলেও মৌলিক বা যৌগিক অর্থে গঙ্গাদেবীর কারণবারিত্ব সম্বন্ধে বিলক্ষণ ভাবার্থ বুঝিতে পারা যায়; যথা—

'কারণ' শব্দের অর্থ, যাহা হইতে কোন পদার্থের উদ্ভব

হয়, এবং 'বারি' শব্দের অর্থ জল বা রস ; অর্থাৎ তরল বা সূক্ষ্ম পদার্থ, যাহার পরমাণু সকল সংঘাত-কঠিন নহে, অথচ পরস্পরে স্নেহযুক্ত বা আকৃষ্ট, এবং অন্য পরমাণু সকলের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকেও পরস্পর আকর্ষিত করে। প্রলয়কালে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ সকল ধ্বংস হইলেও তাহাদিগের অত্যন্ত-বিনাশ (বা annihilation) হয় না, তখন তাহারা অতিসূক্ষ্ম (বা imponderable) পারমাণবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাদের পূর্ব্বাবির্ভূত শক্তিসমূহও বিরাম প্রাপ্ত হয়। ভাবী কল্পের সূচনায় সেই বিরাম-প্রাপ্ত শক্তি সমূহ উপচিত হইয়া নবোদ্যমে কার্য্যোন্মুখী হয়, তখন সুপ্তোত্থিত প্রকৃতিও সেই অতিসূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ-পুঞ্জে আবির্ভূত হইতে থাকে। সুতরাং ভাবী কল্পের আবির্ভাব তৎপূর্ব্ব প্রলয়ের সেই অতিসূক্ষ্ম পরমাণু পুঞ্জে বীজভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে, এই জন্যই তাহাকে 'কারণবারি' বলে।

অভিধান গ্রন্থ সকলে দেখা যায়, যে 'কারণ' শব্দের আর একটি অর্থ সাধন ও সাধনা। এইজন্যই বোধ হয়, তন্ত্র শাস্ত্র মতে সাধকেরা 'পঞ্চ-মকার সাধনাকালে' যে সুরাকে মন্ত্রপূত বা শোধন করত পান করেন, তাহাকেও 'কারণ' বা 'কারণ বারি' কহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই দুইটি অর্থ গঙ্গাম্বুতে কতটা প্রযুক্ত হইতে পারে। পুরাণাদি শাস্ত্রে ইতস্ততঃ দেখিতে

পাওয়া যায়, যে পরব্রহ্ম ভগবান্ কল্পকালে জগতের সম্বন্ধে সত্ত্বগুণ-প্রধান হইয়া সমস্ত পদার্থে ও সমুদয় আকাশে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন, এই জন্যই তখন তাঁহার নাম 'বিষ্ণু', এবং সমগ্র আকাশে সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর পদচিহ্ন উপলব্ধি করিতে পারা যায়, এজন্য আকাশের একটি নাম 'বিষ্ণুপদ', যথা—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ,
দিবীব চক্ষু রাততম্।"

বেদ শাস্ত্রে এই পরব্রহ্মকে রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু কহে, যথা

"রসো বৈ সঃ"

পুরাণ শাস্ত্রে সেই অর্থেই তাঁহার আর একটি আখ্যা "নারায়ণ"। গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিকী আখ্যায়িকা এই, যে সর্ব্বমঙ্গল-নিদান ভগবান্ শঙ্কর এক সময়ে পঞ্চমুখে বিষ্ণুর স্তোত্র গান করিয়াছিলেন, সেই গান শ্রবণে আনন্দে বিষ্ণুর সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়া তিনি স্বেদ জলে দ্রবীভূত হইতে লাগিলেন। বিষ্ণুর সেই পরম পবিত্র আনন্দরস যখন তাঁহার পদদ্বয় বহিয়া নিঃসৃত হইতে লাগিল, ব্রহ্মা তখন সেই পবিত্র বারিকে স্বীয় কমণ্ডলুতে ধারণ পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। আবার ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর আকাশ-প্রসারিত পদে অর্ঘ্যদান জন্য যখন ব্রহ্মা সেই বিষ্ণুময়ী পবিত্রোদককে স্বীয় কমণ্ডলু-চ্যুত করেন, তখন সর্ব্বমঙ্গলময় শঙ্কর তাঁহাকে অতি পবিত্র বোধে স্বীয়

মস্তকে ধারণ করত, মূর্ত্তিময়ী গঙ্গাদেবীকে পত্নীত্বে স্বীকার করিলেন। সুতরাং সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুরূপী পরব্রহ্মের সান্নিধ্যে আনন্দময়ী তৃপ্তিদায়িনী স্ত্রীমূর্ত্তিই এই গঙ্গাদেবী, এবং এই জন্যই তাঁহার একটি নাম "বিষ্ণুপদী" ও অপর একটি নাম "দ্রবময়ী" বা "ধর্ম্মদ্রবী"। আবার আনন্দই এই জগতের জীবন ও কারণ, যথা—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি। সুতরাং সেই আনন্দময়ী অলকনন্দা গঙ্গাদেবী রসগুণে বা স্নেহগুণে জগতের কারণ, এবং তদম্বুকে "কারণবারি" বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

ভগবান্ শঙ্কর সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে, যে প্রবল তমোগুণে যখন তিনি মলিনীভূত এই জগৎকে সংহার করেন, তখন তাঁহার নাম 'হর' বা 'রুদ্র', এবং তখন তাঁহার সর্ব্ব-সংহারিণী শক্তি মহাকালী রূপে তাঁহার স্ত্রী হইয়া তাঁহার হৃদ্দেশে নৃত্য করিতে থাকেন। এই চামুণ্ডা বা কালীদেবী গৌরীরই রূপান্তর মাত্র। কিন্তু যখন তিনি ত্রিগুণাতীত ভাবে ভব-যন্ত্রণা হইতে লোক সকলকে মুক্ত করেন, তখন তিনি নিরুপাধিক 'শিবস্বরূপ', এবং তখন তাঁহার সর্ব্ব-সন্তাপ-হারিণী সর্ব্ব-পাপ-বিনাশিনী, সর্ব্ব-কল্মষ-প্রক্ষালিনী শক্তিই পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাদেবী রূপে তাঁহার অপরা স্ত্রী হইয়া তাঁহার শিরোদেশে নৃত্য করিতে থাকেন। এই উভয় শক্তিই সেই একমাত্র ভগবান্ শঙ্করেরই, সুতরাং শক্তিদ্বয় ভিন্নরূপে প্রকাশমানা হইলেও, মূলতঃ একই ও সর্ব্ব-

প্রকৃতিক। এইজন্যই পুরাণাদিতে দেখিতে পাওআ যায়, যে গঙ্গা ও গৌরী উভয়েই হিমালয় ও মেনকার দুহিতা, এবং উভয়েই ভগবান্ শঙ্করের পত্নী, তাঁহারা একই প্রকৃতি, কেবল প্রকাশমাত্রে বিভিন্না। সুতরাং গঙ্গাদেবীকে জীব-নিচয়ের মুক্তির কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, এবং তখন সহজেই গঙ্গাম্বুকে 'কারণ বারি' বলিতে হয়।

রজোগুণ-প্রধান ব্রহ্মার সম্বন্ধে ইহাও বিবেচ্য, যে যখন ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু-পুঞ্জ রস-ধাতু * ভিন্ন পরস্পরে আকৃষ্ট হইতে ও পরিশেষে কাঠিন্য লাভ করিতে পারে না, তখন এই রস-ধাতুই প্রতি কল্পের সৃষ্টি কার্য্যের এক প্রকার প্রধান কারণ, এবং সেইজন্যই ব্রহ্মা এত যত্নে স্বীয় কমণ্ডলু মধ্যে সেই দ্রবময়ী গঙ্গাকে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। পুরাণাদি শাস্ত্রে আরও উল্লেখ দেখিতে পাওআ যায়, যে আকাশের নীহার-কণা হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর সুমেরু (বা North Pole) হইতে ইহার সর্ব্বত্র প্রবাহিত নদী-নিচয় এবং পাতালে অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ (বা Subterraneous) বারি রাশি পর্য্যন্ত সর্ব্ব জীবের জীবন-রক্ষিণী ও তাহাদিগের পাপ-তাপ-কষ্ট-নিবারিণী সমুদয় জলধারার সাধারণ নাম "গঙ্গা"। সগর-বংশীয়গণকে

* পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্র মতে Chemism, Cohesion, Adhesion, Gravity, Crystallisation প্রভৃতি।

উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ধরাতলে ভগীরথ কর্ত্তৃক আনীত ভারতবর্ষে হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত প্রবাহিত নদী-টুকু গঙ্গার একটি বিশেষ অংশ বা আখ্যা মাত্র। গঙ্গাম্বুকে এজন্যও 'কারণ বারি' বলিতে পারা যায়, ইহা জড় জগৎ সৃষ্টির প্রধান উপাদান কারণ। আবার, জড় জগৎ সৃষ্টির পর, ব্রহ্মা প্রজাপতি রূপে নানা প্রকার জীব সৃষ্টি করত, পরিশেষে পৃথিবীতে চরম বা উৎকৃষ্ট জীব মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরাণাদি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, যে ব্রহ্মা প্রথমতঃ নিজের বিরাট মূর্ত্তির মন হইতে কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করেন, এবং তাহাদিগের এক একটি মিথুনকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া প্রাকৃতিক প্রজা সৃষ্টি প্রবাহিত করেন। সুতরাং প্রকৃতি-রূপা তাঁহারই সৃষ্টি-শক্তি বহুবিধ কন্যা পত্নী ও জননী রূপে আবির্ভূত হইতে লাগিল। গঙ্গাদেবী প্রজা সৃষ্টি বিষয়েরও কারণভূতা, এবং সেইজন্যই শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, তিনি মূর্ত্তিময়ী লীলায় ভিন্ন ভিন্ন জনকের কন্যা, ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের পত্নী ও ভিন্ন ভিন্ন শক্তিমান্ জনের জননী। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে শুকদেব জৈমিনি মুনিকে গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি, অবতারণা, লীলা, মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়ক বৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করিয়া এইরূপ উপসংহার করিতেছেন।

"শ্রুতং ত্বয়া শুচিভব-চেতসা মুনে
সুরাপগা-চরিত মপূর্ব্ব মুত্তমম্।

সুরাঽসুরৈ র্দিবি ভুবি চৈব সর্বদং
মযোদিতং সতি-পঠনাস্থরূপতঃ ॥

কৃতে যুগে শুভ-মতিভি র্যদর্জ্জ্যতে
দ্বিতীয়কে কিল যজতা যদর্জ্জ্যতে।
তৃতীয়কে জল-কুসুমৈ র্যদর্চ্চনাৎ
সুরাপগা-জল-কণতঃ কলৌ হি তৎ ॥

যদোচ্যতে গিরিবর-কন্যকেত্যঽসৌ
শিবং পতিং সমগমদিত্যঽসৌ তদা।
যদা পুন র্দিবি সুর-সঙ্ঘ-কন্যকা
তদোচ্যতে হ্যনল-বনিতা গুহ-প্রসূঃ ॥

যদা পুন র্হরি-পদ-সম্ভবা হ্যভবৎ
তদা পতিং স্ব মুপগতা ব্যরাজত।
যদা পুন র্মুনি-তনয়েতি কথ্যতে
তদা হ্যভবন্নৃপ-বনিতেব ভীষ্মসূঃ ॥

যদা পুনা রবি-কুল-রাজ-কন্যকা
তদা গতা জলনিধি মেব সৎপতিম্।
ইতীদৃশী হ্যনিয়ত-রূপিণী শিবা
শিবং গতা বহুতর-রূপ-বল্লভম্ ॥”

অর্থাৎ, হে মুনিবর! এই তুমি পবিত্র চিত্তে মদ্বর্ণিত সুরনদী গঙ্গাদেবীর অপূর্ব্ব ও অত্যদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করিলে। ইহা স্বর্গে দেবগণ ও মর্ত্ত্যে অসুরাদি জীবগণ সর্ব্বদা গান করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে সকলের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

আমি যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছি, তাহাই যথাসাধ্য তোমার নিকট এই কীর্ত্তন করিলাম।' সত্যযুগে শুভমতি লোক সকল তপস্যা দ্বারা যে পুণ্য উপার্জ্জন করিতেন, যে পুণ্য ত্রেতা যুগে যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা সঞ্চিত, এবং দ্বাপর যুগে জল-পুষ্পাঞ্জলি দান পূর্ব্বক দেবার্চ্চনা দ্বারা যে পুণ্য উপলব্ধ হইত, কলিযুগে সেই পুণ্য গঙ্গাজলকণার স্পর্শেই উপার্জ্জিত হইয়া থাকে।' সেই গঙ্গাদেবী যখন গিরিবর হিমালয়ের কন্যা বলিয়া উল্লিখিতা হয়েন, তখনই তিনি ভগবান্ শঙ্করকে পতিত্বে লাভ করিয়া থাকেন। 'আবার যখন তিনি স্বর্গলোকে সুর সমূহের কন্যারূপে বর্ণিতা হয়েন, তখনই লোকে, তাঁহাকে অগ্নিদেবের ভার্য্যা ও কুমার কার্ত্তিকেয়ের জননী বলিয়া কীর্ত্তন করে।' তিনি পুনরায় যখন বিষ্ণুপদ হইতে উদ্ভূতা হইলেন, তখনই তিনি পুনরায় নিজপতি শঙ্করের শিরোদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তথায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। যখন আবার জহ্নুমুনির কন্যা বলিয়া প্রখ্যাতা হইলেন, তখন তিনি শান্তনু নৃপতির বনিতা হইয়া ভীষ্মদেবকে প্রসব করিয়াছিলেন।' আবার যখন কবিগণ তাঁহাকে সূর্য্যবংশাবতংস নৃপবর ভগীরথের কন্যা বলিয়া বর্ণন করেন; তখনই তিনি পারাবার-বিহারিণী-রূপে উত্তাল-তরঙ্গে জলনিধি সমুদ্রকে পতিত্বে লাভ করেন। এই প্রকারে সেই মূলপ্রকৃতি সর্ব্বমঙ্গল রূপিণী গঙ্গাদেবী নানা ভাবে ও নানা লীলায় পরম পুরুষ ও সর্ব্বগত শিবেই নানারূপধর বল্লভত্বে সঙ্গত হইয়া

থাকেন, তাঁহার লীলার সীমা নাই।' সুতরাং সংসারে জন্ম-প্রবাহেরও গঙ্গাদেবী কারণ হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য গঙ্গাম্বুকে কারণবারি বলা যুক্তি ও রুচিপ্রদ।

গঙ্গাদেবীর বিষ্ণুময়ীত্ব সম্বন্ধে আর একটি বিষয় উল্লেখ-যোগ্য আছে, শাস্ত্রোক্তি এই যে, তিনি, বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াও ভূরি ভূরি বিষ্ণু উৎপন্ন করিতেছেন, এই বিরোধাভাস অলঙ্কারটি দরাফ্ খাঁ কৃত স্তোত্রের এক স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার সাধারণ অর্থ এই যে, গঙ্গাজল স্পর্শে জীবের মুক্তি বা বিষ্ণুত্ব প্রাপ্তি হয়, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে বিজ্ঞজন "জলময়ী বা জড়ময়ী গঙ্গাতে সচ্চিদা-নন্দময়ী গঙ্গাদেবীর সত্তা" উপলব্ধ করিয়া, যখন তাঁহাতে ভক্তিপূর্ব্বক অবগাহন বা আত্মসমর্পণ করেন, তখন তাঁহার হৃদ্গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সংশয় সকল ছিন্ন হয় এবং তিনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে করিতে সংসারের পর পারে গমন করিয়া মুক্তিলাভ পূর্ব্বক পরমাত্মা বিষ্ণুর সহিত একীভূত হইয়া সোঽহং জ্ঞানের যাথার্থ্য উপলব্ধি করেন। সুতরাং সেই চিন্ময়ী গঙ্গা মোক্ষলাভেরও কারণ।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি, বোধ হয়, সেই জন্যই তদ্রচিত স্তোত্রের প্রারম্ভেই তাঁহাকে "মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। অর্থাৎ, মা গো তুমি পার্ব্বতীর সপত্নী। তোমার সপত্নী দুর্গা দেবীকে প্রসাদিত করিতে হইলে অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ ও অনেক তপস্যা সহ্য

করিতে হয়; কিন্তু মা তুমি তাঁহার মত পাষাণী নহ, তোমাকে দর্শন বা স্পর্শ করিলেই তুমি জীবকে পাপ তাপ হইতে মুক্ত কর, তুমি দ্রবময়ী।

পরিশেষে সাধন বা সাধনা সম্বন্ধেও দেখা যায়, যে সঙ্কল্প, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, পূজা, শ্রাদ্ধ, সংস্কার প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানেই গঙ্গাম্বুর নিতান্ত প্রয়োজন, সে জন্যও ইহাকে 'কারণ বারি' বলা অসঙ্গত নহে। ফলতঃ, চৈতন্যময়ী গঙ্গাই জগতের জননী ও মুক্তিদায়িনী, এবং জড়ময়ী গঙ্গাই ইহার 'কারণ বারি'।

অতঃপর আমার চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হইল, বাক্য, মন সাত্ত্বিক ভাবে গদ্গদ হইল, চিন্তা-স্রোত নিরস্ত হইল। এখন কেবল বলি "ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ"।

গঙ্গাস্তোত্রাদি-সংগ্রহঃ।

ইহা সুললিত-গদ্য-পদ্যে বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সহিত বাল্মীকি শঙ্করাচার্য্য কালিদাস দরাফ্‌খাঁ প্রভৃতি কবি-বিরচিত সংস্কৃত, ও কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্র মদনমোহন দাশরথি প্রভৃতি কবি-বিরচিত বঙ্গীয়, মনোহর শ্রবণ-তর্পণ ভক্তি-রসোদ্দীপক বিবিধ স্তোত্র-সঙ্গীত-পূর্ণ, এবং নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা-বিহিত স্নান-ধ্যানাদি মন্ত্র সমন্বিত, ভক্ত হিন্দুগণের নিত্য-পাঠ্য, সুন্দর-মুদ্রিত পুস্তক। এ প্রকার সমগ্র সংগ্রহ পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। মূল্য চারি আনা মাত্র। ডাক মাশুল অর্দ্ধ আনা।

গঙ্গাস্তোত্রাদি-সংগ্রহ সম্বন্ধে
কতিপয় বিদ্বজ্জনের অভিপ্রায় ও প্রশংসাবাদ।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য ও হাইকোর্টের বিচারপতি

মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয়ের মত।

আপনার প্রদত্ত "গঙ্গাস্তোত্রাদি-সংগ্রহঃ" নামক পুস্তক-খানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে। স্তোত্রগুলির সঙ্কলনে যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

Extract from a letter of Professor

KRISHNA KAMAL BHATTACHARYYA.

I read your "গঙ্গাস্তোত্রাদি-সংগ্রহঃ" * * * your attempts at Sanskrit metre in Bengali were made before by a poet of Kidderpore * * * I doubt, if they will *take*, though showing considerable skill in manipulation of words.

3.-8-99 (Sd) K. K. B.

মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসনের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পত্র।

শ্রীকুঞ্জলাল মল্লিক সঙ্কলিত "গঙ্গাস্তোত্রাদি-সংগ্রহঃ" নামক ক্ষুদ্র সংগ্রহখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম; যে ইহা এত প্রয়োজনীয় ও সুন্দররূপে গ্রথিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা যায় না। ইহাতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিদিগের কতিপয় স্তোত্র এরূপভাবে সংস্কৃত ছন্দে প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, যে দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। কালিদাসকৃত স্তোত্রটির অনুবাদ বড়ই মধুর। অধিক আর কি বলিব, এমন কি ইহাতে অনেক পণ্ডিতেরও ভ্রম দূর হইয়াছে, আমার এইরূপ বিশ্বাস; ইতি।

(স্বাক্ষরিত) শ্রীনবীনচন্দ্র শর্ম্মা।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের মন্তব্য।

শ্রীমান্ কুঞ্জলাল মল্লিক মহাশয়ের সঙ্কলিত "গঙ্গাস্তোত্রাদি-সংগ্রহ" পড়িয়া বড়ই প্রীত হইলাম। * * তিনি এই পুস্তকে কতকগুলি সংস্কৃতরচিত প্রসিদ্ধ গঙ্গাস্তব ও ঐ সকলের স্বকৃত বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। তিনি সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে যে কয়টী পদ্যানুবাদ দিয়াছেন, সেগুলি সংস্কৃত ছন্দে অনভিজ্ঞ পাঠকগণের সুখ-পাঠ্য না হইলেও, তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা-কৌশলের পরিচায়ক।

পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের মন্তব্য।

* * * "গঙ্গাস্তোত্রাদি-সংগ্রহঃ" * * * গ্রন্থখানি সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক। প্রতি শ্লোকের অনুবাদ পাঠ করিয়া নূতন নূতন আনন্দ পাইয়াছি। বিশেষতঃ সংস্কৃত ছন্দঃ শাস্ত্রের অনুগত হইয়া বঙ্গভাষায় পদ্য লেখা অতি দুরূহ বিষয় ও সম্পূর্ণ নূতন। ইহাতে আমি চমৎকৃত হইয়াছি। তবে সংস্কৃত মূল শ্লোকের ভাব ও অর্থ অবিকল রাখিয়া এবং

হ্রস্ব দীর্ঘের নিয়মাধীন হইয়া বঙ্গভাষায় পদ্য লিখিতে হইলে যে দোষ অবশ্যম্ভাবী, তাহাই স্থানে স্থানে ঘটিয়াছে, অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে শ্রুতি-কটুতা অনুভূত হইল। সে দোষও "একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে"র ন্যায় উল্লেখ-যোগ্য নহে। ফলতঃ গ্রন্থখানির মূল বিষয় প্রাচীন হইলেও ইহা সম্পূর্ণ নূতন ও অতীব উৎকৃষ্ট হইয়াছে। * * * *

CALCUTTA GAZETTE.

24th January, 1900.

Bengal Library.

Gangastotradi-Sangraha. A collection of Hymns in honour of the (river-goddess) Ganges...With a Bengali translation, mostly in Sanskrit metres, of such of the hymns in the collection, as are written in that language. But the translations of Valmiki's well-known hymn is in prose, while the hymn by Jagannath being, as the author says, in the Lahari metre, has not been translated. The translation of many of the hymns proves the writer's skill in handling Sanskrit metres

INDIAN MIRROR.

Wednesday, 11th October, 1899.

Gangastotradi-Sangraha.

This is a collection of hymns to Ganga, which were composed by classical and modern authors. The Sanskrit stanzas have been rendered into Bangali verse, and what is interesting and indicative of the translator's skill, most of the translations are made in the metre of the original. The preface gives an account of Sanskrit prosody, and furnishes a key to the metres, employed in the text. The whole book reflects credit on Babu Kunja Lall Mallik in his threefold capacity of compiler translator and Sanskrit student. Above all stands his spirit of devotion.

ধর্ম্মতত্ত্ব।

১৬ই বৈশাখ, ১৮২২ শক।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল মল্লিক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও অনুবাদিত গঙ্গাস্তোত্রের সংগ্রহ ও অনুবাদ যে ভাল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ও আধুনিক গঙ্গাস্তোত্র সকল একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রচার করাতে সংগ্রহকর্ত্তার স্তোত্রাকার সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আদর প্রকাশ পাইয়াছে। * * ইহাকে সাহিত্যাকারে গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি হইবে না। গ্রন্থকারের ভূমিকা পাঠ করিয়া, ইহা যে তিনি সেই ভাবেই প্রচার করিয়াছেন, ইহাই প্রতীত হয়।

Letter from MR. M. L. DUTT,
Barrister-at-Law.

Dear Sir :—I have gone through your little book, and am agreeably surprised to find that the Sanskrit metre can be used so well for versification in Bengalee. The translation is as close an approximation to the original as possible, and is a standing refutation of the popular idea that the introduction of the Sanskrit metre in the Bengalee poetry must always be at the expence of elegance. The rendering of Kalidas' at pp 47, 49 & 51 is really admirable Although a novel departure, I am glad to find that the work has been so successfully done.

24-1-1900

Yours very sincerely
(Sd) M. L DUTT.

মুঙ্গের পীরপাহাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

* * মনুষ্য * ব্যক্তির পক্ষে ঐ গ্রন্থ-রত্নের গুণাবলি কীর্ত্তন করা অসম্ভব। * * *

তদীয় কৃতবিদ্য জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু মৃত্যুঞ্জয়
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

* * "গঙ্গাস্তোত্রাদি-সংগ্রহঃ" খানি ··দেখিতেছি এবং আপনার অসাধারণ গুণপনার পরিচয় পাইয়া মোহিত ও ভক্তি-রসাপ্লুত হইতেছি ;- * * * * আহা! আপনার

বিরচিত "গঙ্গাস্তোত্রোপসংহারঃ" নামক স্তোত্রটি কি সুন্দর-ভাব-ব্যঞ্জক ও সুললিত শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে ! রচনাটি যেন প্রাচীন কবিদিগের রচনা, বা ঋষি-প্রণীত বলিয়া উপলব্ধি হয়। * * *

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রায় মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

ইদং খলু সংসৃতি সরিন্নিমগ্ন মনুজানাং সুখ-সন্তারিণী নৌ রিব সুর সরিৎ-স্তোত্রস্তুং আপ্তু হিবেক্ষা চাহভবৎ প্রকাশিতং মে হন্তঃকরণং ভবৎ-সাধুপ্রবৃত্তি-জ্যোতিসা। প্রার্থয়ে হহং চিরং জীবত্বিত্যালম্।

* * *

পুনশ্চ লিখিতং। আমার চিকিৎসক ৺লোকনাথ মল্লিকের ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় কবিচিন্তামণি কহিয়াছেন যে তিনি অনেক প্রকার বঙ্গানুবাদ পড়িয়াছেন, কিন্তু এরূপ সুন্দর সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ কখন দেখেন নাই।

Extract from a letter of
BABU DAMODAR DAS BARMAN

The Book "Ganga-Stotra-Sanghraha" * * is undoubtedly a collection of gems of poems and slokas, progeniting the most coveted virtue "Bhakti" in the heart of its reader * *

Extract from a letter of
RAJA SOURINDRA MOHAN TAGORE
BAHADUR &c. &c.

* * * The collection will, I have no doubt, be highly appreciated by all Hindus. *

দুর্গা-সপ্তশতী চণ্ডী।

বারাহী ও ডামর তন্ত্রোক্ত পূর্ব্ব-পশ্চাঙ্গ বিধি পাঠাদি সহিত কাত্যায়নী তন্ত্রোপদিষ্ট মন্ত্র-বিভাগিত, চণ্ডীদেবীর ও তাঁহার অবতার-ত্রয়ের ধ্যানানুমত মূর্ত্তি ও মন্ত্র সমন্বিত, সম্পুট পাঠাদি কার্য্যে সম্পূর্ণ উপযোগী, বিবিধ পাঠান্তরাদি সংযোজিত, মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীগ্রন্থের মূল পাঠখণ্ড উত্তম কাগজে ও সুন্দর মুদ্রিত সার্দ্ধদ্বিশতাধিক পৃষ্ঠায় পূর্ণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্রময়ী চণ্ডীদেবী পূর্ণাঙ্গ অভিনব পরিশুদ্ধ ও বিকসিত রূপে এই প্রথম আবির্ভূত হইলেন। সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গপাঠী ভক্তজনের এতদ্বোধ সৌকর্য্যার্থ পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তি সহিত, রহস্য সকলের তাৎপর্য্য ও বিবিধ বিধি মহাত্ম্যাদি সমন্বিত, বহুতর প্রসিদ্ধ টীকাকার গণের সরল ও নিগূঢ় ব্যাখ্যানুযায়ী গদ্য-পদ্যময় বিশদ বঙ্গানুবাদও তাদৃশ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাতে চণ্ডী গ্রন্থ সম্বন্ধীয় অবশ্য-জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ই অপ্রকটিত নাই। নিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত হিন্দু মাত্রেরই এতৎ পুস্তকদ্বয় একবার দৃষ্টিগোচর করা নিতান্ত প্রার্থনীয়। প্রতিখণ্ডের মূল্য বার আনা মাত্র। ডাকমাশুল এক আনা।

কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট্ ২১ নং ডিষ্ট্রীক্ট্ চেরিটেবল্ সোসাইটি আফিসে, বা তৎ সন্মুখে ২৮৫।১৩ নং পাল কোম্পানীর ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা, ২৫।১নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির-যন্ত্রে
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।